NARSINGHA
ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com
EKDIN
একদিন
এগিয়ে চলার সঙ্গী

৭ বাংলাদেশকে হারিয়ে টেস্ট বিশ্বকাপের পয়েন্ট তালিকায় আরও উঠল ভারত

সেনা জওয়ানদের ট্রেনে বিস্ফোরণের ষড়যন্ত্র চালকের সতর্কতায় বানচাল ৭

কলকাতা ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ৬ আশ্বিন ১৪৩১ সোমবার অষ্টাদশ বর্ষ ১০৫ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 23.09.2024, Vol.18, Issue No. 105, 8 Pages, Price 3.00

আমেরিকায় বৈঠকে কলকাতায় কারখানা

নিরাপত্তা পরিষদে ভারতের স্থায়ী সদস্যপদ চান বাইডেন

নয়াদিল্লি, ২২ সেপ্টেম্বর: কলকাতায় 'সেমিকন্ডাক্টর কারখানা' তৈরির সম্ভাবনা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে বলে রবিবার প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে এক বিবৃতি জারি করে জানানো হয়েছে। চতুর্দেশীয় অক্ষ বা 'কোয়াড' সদস্য রাষ্ট্রগুলির বৈঠকে যোগ দিতে আমেরিকায় গিয়েছেন মোদি। তার মাঝেই দুই দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের দ্বিপাক্ষিক বৈঠক বৈঠকেই কলকাতায় 'সেমিকন্ডাক্টর কারখানা' তৈরির বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে জানানো হয়েছে, এর ফলে দুই দেশেরই কর্মসংস্থান তৈরি হবে।

সেমিকন্ডাক্টর হল এমন এক ধরনের বস্তু, যা নির্দিষ্ট কিছু পরিস্থিতিতে তড়িৎবাহী হতে পারে। মূলত বিভিন্ন ধরনের বৈদ্যুতিন যন্ত্রপাতিতে সেমিকন্ডাক্টর ব্যবহার করা হয়। মোবাইল হোক বা ক্যামেরা, কিংবা ল্যাপটপ, টিভি এই যন্ত্রগুলিকে সচল রাখে এক বিশেষ ধরনের 'চিপ' বা 'মাইক্রোচিপ'। এই 'চিপ' তৈরির ক্ষেত্রে একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান হল সেমিকন্ডাক্টর। বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে, জাতীয় নিরাপত্তা, নতুন প্রজন্মের টেলিযোগাযোগ এবং দূষণমুক্ত পরিবেশ গড়ার লক্ষ্যে অত্যাধুনিক সেন্সিং এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে কথা হয়েছে দু' দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের। সেই প্রসঙ্গেই সেমিকন্ডাক্টর তৈরির একটি নতুন কারখানা তৈরি নিয়ে সদর্থক আলোচনা হয়েছে উভয়ের।

এই কারখানা তৈরির মূল উদ্দেশ্য ইনফ্রারেড, গ্যালিয়াম নাইট্রাইড এবং সিলিকন কার্বাইড সেমিকন্ডাক্টর তৈরি করা। যা ভারতের 'সেমিকন্ডাক্টর মিশন'-এর সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ বলে দাবি প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের। এ বিষয়ে আলোচনার সময়ে উঠে আসে 'গ্লোবাল ফাউন্ডারিজ' নামে নিউ ইয়র্কের একটি বহুজাতিক সংস্থার নাম। এই সংস্থা বিভিন্ন দেশের সেমিকন্ডাক্টর প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করছে। এবার কলকাতাতেও ওই সংস্থার একটি কারখানা তৈরির সম্ভাবনা রয়েছে।

মোদি ও বাইডেন উভয়েই কলকাতায় 'গ্লোবাল ফাউন্ডারিজ'-এর একটি কারখানা তৈরির বিষয়ে সহমত হয়েছেন। যার পোশাকি নাম হবে 'জিএফ কলকাতা পাওয়ার সেন্টার'। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে জানানো হয়েছে, এই সেমিকন্ডাক্টর কারখানার থেকে তৈরি হওয়া 'চিপ' দূষণমুক্ত দেশ গঠনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। পাশাপাশি ইন্টারনেট নির্ভর যন্ত্র ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রেও উন্নতি হবে।

এদিকে, রবিবার কোয়াড সম্মেলনে অংশ নিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন নিজের বক্তব্যে ভারতের হয় সওয়াল করেন। সেখানেই তাঁর বক্তব্য, রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সংশোধন জরুরি। ভারতের স্থায়ী সদস্যপদ, দেশটির গুরুত্বপূর্ণ কণ্ঠস্বরকে সমর্থন করে আমেরিকা। পাশাপাশি জি-২০ এবং গ্লোবাল সাউথে প্রধানমন্ত্রী মোদির ভূমিকার প্রশংসা করেন এবং সাম্প্রতিক সময়ে মোদির পোল্যান্ড ও ইউক্রেন সফরের কথাও তুলে ধরেন বাইডেন। এর পরেই রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কারের বিষয়ে কথা বলেন তিনি। ভারতের বিরাট জনসংখ্যা, অর্থনীতি এবং আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষা ও কূটনীতিতে সক্রিয় ভূমিকার কথা তুলে ধরেন বাইডেন।

এর পরেও আমেরিকার সমর্থন নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। কারণ বিশ্লেষকদের মতে, ওয়াশিংটন ভালোই জানে, যে ভারতের ওপর কোনও নীতি চাপিয়ে দেওয়া যাবে না। ইউক্রেন যুদ্ধে রাশিয়ার পাশে দাঁড়িয়ে সেই আশঙ্কাই আরও মজবুত করেছে নয়াদিল্লি। কার্যত চিন ও ভারত রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের পাশে দাঁড়ানোয় মস্কোকে একঘরে করার আমেরিকা পরিকল্পনা ভেস্তে গিয়েছে। একই সঙ্গে ভারত-মহাসাগরীয় অঞ্চলে চিনের সঙ্গে সংঘাত বাঁধলে ভারত যে নিঃশর্ত ভাবে মার্কিন ফৌজকে সুবিধা করে দেবে, এমন কোনও নিশ্চয়তা নেই। কারণ রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক অত্যন্ত মজবুত। তাই সংঘাতে আমেরিকার পাশে দাঁড়িয়ে রাশিয়াকে কার্যত চিন বলয়ে পুরোপুরি কখনই ঠেলে দেব না ভারত।

কোয়াডে চিনকে তোপ মোদির

ওয়াশিংটন, ২২ সেপ্টেম্বর: কোয়াড সামিটে যোগ দিয়ে চিনকে তোপ দাগলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। দিলেন বিশ্বশান্তির বার্তা। সেই সঙ্গেই বিশ্বে চলতে থাকা নানা সংঘাতের পরিপ্রেক্ষিতে কোয়াডের গুরুত্বও বোঝালেন। এদিন বৈঠকের পাশাপাশি মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন, অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্টনি আলবানিস, জাপানের প্রধানমন্ত্রী ফুমিয়ো কিশিদার সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকও করেন মোদি।

অস্ট্রেলিয়া, ভারত, জাপান ও আমেরিকা এই চার দেশ নিয়ে গঠিত কোয়াড জোট। ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে চিনের চোখ রাঙানি রুখতে হাতে হাত রেখেছে এই দেশগুলো। এদিন সম্মেলনে অন্য সদস্য দেশের প্রতিনিধিদের সামনে মোদিকে বলতে শোনা যায়, 'এই সময়ে দাঁড়িয়ে মানবতার জন্যই কোয়াডের সদস্যদের এগিয়ে আসতে হবে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ওপর ভিত্তি করে। আমরা কারও বিরুদ্ধে নই। আমরা সকলেই নিয়মনির্ভর আন্তর্জাতিক নির্দেশকে সমর্থন করি, সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখণ্ডতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে শান্তিপূর্ণ সমাধান চাই সমস্ত সমস্যার। এক উন্মুক্ত, সমৃদ্ধ ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল আমাদের সকলের অগ্রাধিকার। আর এটাই আমাদের অঙ্গীকার।' ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে চিনা আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বরাবরই সরব ভারত, আমেরিকার মতো বহু দেশ। এদিনও মোদির ভাষণে সেই সুরই ধরা পড়ল। এদিন আলাদা করে বাইডেনকে ধন্যবাদ জানাতে দেখা যায় মোদিকে। তিনি বলেন, '২০২১ সালে কোয়াডের প্রথম সম্মেলন আপনার নেতৃত্বেই আয়োজিত হয়েছিল। এত অল্প সময়ে পারস্পরিক সহযোগিতার বার্তা ছড়াতে সক্ষম হয়েছি আমরা। ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে কোয়াড সম্মেলনে যোগ দিয়ে আমি গর্বিত।' প্রসঙ্গত, ২১ থেকে ২৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আমেরিকায় থাকবেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। ষষ্ঠ কোয়াড সামিটে অংশ নেওয়া ছাড়াও আরও কর্মসূচি রয়েছে তাঁর। ২২ সেপ্টেম্বর আমেরিকায় ভারতীয় সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন। যার জন্য বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এর পর ২৩ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভায় বক্তব্য রাখবেন নমো। এই বৈঠকের নাম 'সামিট অফ দ্য ফিউচার'।

কেন্দ্র-রাজ্য সংঘাত আবহে ফের জল ছাড়ার সম্ভাবনা

মমতার চিঠির পরই ডিভিসির বোর্ড থেকে ইস্তফা দুই সদস্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন: কেন্দ্র-রাজ্য সংঘাতের মাঝে ফের জল ছাড়ার সম্ভাবনা ডিভিসির। এমনিতেই রাজ্যের বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে ডিভিসির সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্নর কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এমনকী, প্রধানমন্ত্রীকে নরেন্দ্র মোদিকে এ ব্যাপারে আরও একটি চিঠিও পাঠিয়েছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, রাজ্য না জানিয়েই জল ছেড়েছে।

এদিকে বাংলায় বন্যা নিয়ে যখন রাজনীতি তুঙ্গে তখন প্রকৃতি কিন্তু বিরূপ বাংলার ওপর। আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, তিন দিন ঝাড়খণ্ডে ভারী বৃষ্টি হতে পারে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। আর বৃষ্টি হলে ফের জল ছাড়ার পরিমাণ ডিভিসি বাড়াতে পারে বলেই মনে করা হচ্ছে। আর সেখানে প্রশ্ন উঠে গিয়েছে, তা হলে ফের বাংলা ভাসতে পারে কিনা তা নিয়ে।

ইতিমধ্যেই দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জায়গা যেমন খানকুল, আরামবাগ সহ পাঁশকুড়া, ঘাটাল ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। বিগত কয়েকদিন ধরে বৃষ্টি না হওয়ায় তা খানিকটা নিয়ন্ত্রণে। তবে জল নামেনি। এদিকে, অতিরিক্ত বৃষ্টি হওয়ায় জল ছেড়েছে ডিভিসিও। ভেসে গিয়েছে গ্রামের পর গ্রাম। এই সবের মধ্যে আবারও ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস।

আবহাওয়া অফিসের পূর্বাভাস, বন্যা পরিস্থিতির মধ্যেই সাগরে তৈরি হয়েছে জোড়া ঘূর্ণাবর্ত। আর এই দুয়ের জেরে নিম্নচাপ তৈরি হতে পারে। যার জেরে বুধ ও বৃহস্পতিবার ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস। বুধে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরে। বৃহস্পতিবার ভারী বৃষ্টি হতে পারে ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া,পশ্চিম বর্ধমানেও। শুধু দক্ষিণ নয়, উত্তরবঙ্গেও বিক্ষিপ্ত ভারী বৃষ্টি হতে পারে।

ডিভিসির জলছাড়া নিয়ে রাজ্যের সঙ্গে কেন্দ্রের সংঘাত যখন তুঙ্গে, সেসময় ডিভিসির দুই অফিসার পদত্যাগ করলেন বলে সূত্রে খবর। ডিভিসি বোর্ড থেকে পদত্যাগ করা এই দুজনেই রাজ্যের দুই প্রতিনিধি। প্রসঙ্গত, ডিভিসিতে রাজ্যের দুই প্রতিনিধি ছিলেন আইএএস শান্তনু বসু, চিফ ইঞ্জিনিয়ার। মুখ্যমন্ত্রী আগেই জানিয়েছিলেন রাজ্য ডিভিসির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করবেন। সেই মতো দুই প্রতিনিধি এবার বোর্ড থেকে বেরিয়ে এলেন।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, রাজ্যের বানভাসি পরিস্থিতি নিয়ে প্রথম থেকেই ডিভিসিকে দুষছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বারবার অভিযোগ জানান, ডিভিসি না জানিয়ে জল ছেড়েছে। বানভাসি এলাকাগুলিতে দাঁড়িয়েও মমতা 'ম্যান মেড বন্যার' তত্ত্বও দেন। যদিও কেন্দ্রের তরফ থেকে শুক্রবারের চিঠিতে স্পষ্ট করা হয়েছে, রাজ্যকে জানিয়েই জল ছাড়া হয়েছে।

এরপর রবিবার দ্বিতীয় চিঠি পাঠান মুখ্যমন্ত্রী। তাতে রাজ্যের তরফে দাবি করা হয়েছে, 'মাত্র সাড়ে ৩ ঘণ্টার নোটিসে' জল ছাড়া হয়েছে। সর্বোচ্চ ২.৫ কিউসেক হারে জল ছেড়েছিল ডিভিসি। যদিও বানভাসি এলাকায় দাঁড়িয়ে মমতা দাবি করেছেন, ৪ লক্ষ কিউসেকেরও বেশি পরিমাণে জল ছাড়া হয়েছে। ডিভিসির কমিটি থেকে রাজ্য সরকারি প্রতিনিধি তুলে নেওয়ার কথা মুখ্যমন্ত্রী চিঠিতেও উল্লেখ করেছেন বলেই খবর। মুখ্যমন্ত্রী এই চিঠি পাঠানোর পরই বোর্ড থেকে বেরিয়ে আসেন দুই সদস্য।

আরজি কর কাণ্ডে এবার ডাক তিন চিকিৎসক ও এসআইকে

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি করের ধর্ষণ ও খুনের মামলায় রবিবার ফের তলব করা হল তিন চিকিৎসককে। সন্দীপ ঘোষ ঘনিষ্ঠ চিকিৎসক বিরূপাক্ষ বিশ্বাস, অভীক দে ও সৌরভ পালকে রবিবার ফের ডাকা হয় সিজিও কমপ্লেক্সে। শুধু চিকিৎসকরা নন, এবার সিবিআইয়ের নজরে টালা থানার আর এক পুলিশকর্মী। ডাক পড়ে টালা থানার সাব ইন্সপেক্টরের দায়িত্বে থাকা চিন্ময় বিশ্বাসের। তলব পেয়ে রবিবারই তিনি সিজিও পৌঁছন।

আগেই টালা থানার ওসি অভিজিৎ মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করেছে সিবিআই। এবার কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের নজরে টালা থানার সাব ইন্সপেক্টর চিন্ময় বিশ্বাস। সিবিআই সূত্রে খবর, এদিন তাঁকে ডাকা হয়েছে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য। ঘটনার পরদিন, অর্থাৎ ৯ অগস্ট সকালে টালা থানা খবর পাওয়ার পর থানার আইও (তদন্তকারী অফিসার) এর সঙ্গে এই চিন্ময় বিশ্বাস ঘটনাস্থলে যান। শুরু থেকে তদন্তকারী অফিসারের সহকারী হিসেবে কাজ করেছিলেন তিনি। থানার তরফে তদন্তকারী যে দল কাজ করেছিল তাঁর সদস্য ছিলেন চিন্ময়। পরে লালবাজারের তরফে যে সিট গঠন করা হয়েছিল তাতেও সদস্য ছিলেন এই সাব ইন্সপেক্টর। সিবিআই আধিকারিকদের অনুমান, চিন্ময় বিশ্বাসকে জিজ্ঞাসাবাদ করে চিকিৎসককে খুন ও ধর্ষণের ঘটনার জট অনেকটাই খুলে ফেলা যাবে।

এদিকে আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ গ্রেপ্তার হওয়ার পর থেকেই আলোচনায় উঠে এসেছে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজের চিকিৎসক বিরূপাক্ষ এবং প্রাক্তন আরএমও অভীকের নাম। তাঁদের নামে ভুরি ভুরি অভিযোগ প্রকাশ্যে এসেছে। তাঁরা সন্দীপের 'ঘনিষ্ঠ' বলেও অভিযোগ। এ ছাড়া তাঁদের দু'জনের বিরুদ্ধে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজে 'দাদাগিরি' করার অভিযোগ রয়েছে।

এরপর দুয়ের পাতায়

ব্যাটের পর বল। দ্বিতীয় ইনিংসে অশ্বিনের ছ' ইউকেটে ভর করে বাংলাদেশকে হারাল ভারত।

আজ বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ তৈরির সম্ভাবনা

নিজস্ব প্রতিবেদন: আজ, সোমবারই বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ তৈরির সম্ভাবনা। ফলে রবিবার থেকে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি বাড়বে। দার্জিলিং থেকে সিকিমের পার্বত্য এলাকায় গরম ও অস্বস্তি দুটোই বেশি থাকবে, এমনটাই জানাচ্ছে আবহাওয়া দপ্তর। এর পাশাপাশি সোমবার থেকে নিম্নচাপের প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গের বেশ কিছু জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির আশঙ্কা এবং বুধবার দক্ষিণবঙ্গের উপকূলের জেলাগুলিতে ভারী বৃষ্টির সতর্কতার কথা শুনিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর।

সঙ্গে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে যে, মৌসুমি অক্ষরেখা বিকানির, গুনা, মান্ডলা, পেন্ড্রারোড, পুরী হয়ে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। অন্যদিকে ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে ত্রিপুরায়। পূর্ব-পশ্চিম শিয়ার জোন। বঙ্গোপসাগর থেকে থাইল্যান্ড উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত। এই জোনে দুই জোড়া ঘূর্ণাবর্ত। পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগর-সংলগ্ন এলাকায় একটি, অন্যটি থাইল্যান্ড উপকূল এলাকায়। এই জোড়া ঘূর্ণাবর্তের প্রভাবে নিম্নচাপ এলাকা তৈরি হবে সোমবার। উত্তর-পশ্চিম ও পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগরে এই নিম্নচাপ এলাকার সম্ভাবনা।

দক্ষিণবঙ্গে দিন ও রাতের তাপমাত্রা স্বাভাবিক বা স্বাভাবিকের আশপাশে থাকবে। মূলত পরিষ্কার আকাশ। রোদ-ঝলমলে পরিবেশ। কোথাও কোথাও আংশিক মেঘলা আকাশের সম্ভাবনা। বাতাসে জলীয় বাষ্প বেশি থাকায় আর্দ্রতা জনিত অস্বস্তিও থাকবে। এরপর সোমবার থেকে বুধবারের মধ্যে বৃষ্টি বেশি হওয়ার সম্ভাবনা। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বৃষ্টির পূর্বাভাসের কথা জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর।

উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। বিক্ষিপ্ত ভাবে দু'এক জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে উপকূল ও ওড়িশা-সংলগ্ন জেলাগুলিতে। রবিবার বৃষ্টির সম্ভাবনা কলকাতা হাওড়া হুগলি উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা পূর্ব পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলায়। সোমবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান জেলায়।

এরপর দুয়ের পাতায়

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/ ৯৮৭৪০ ৯২২২০

Change of Name

I, **PRAFULLA KUMAR SAHOO**, residing at near Durga Mandir Anandanagar, P.O : Inda, P.S : Kharagpur (Town), Dist.- Paschim Medinipur, PIN- 721305 (W.B), hereby solemnly affirm and declared that in the Birth Certificate of my son's **BHUBAN SAHOO** vide Registration No. 3663, Dated : 09/12/2009 my name has been recorded as **PRAFULLA KR. SAHOO** instead of **PRAFULLA KUMAR SAHOO** and in his Caste Certificate vide no. : E-OBC/2021/191617 wherein my wife's name has been recorded as **MAUSUMI SAHOO** instead of **MOUSUMI SAHOO** as declared In the Court of Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Kharagpur vide Affidavit No. 5504/03, Dated 21/09/2024. **PRAFULLA KR. SAHOO** and **PRAFULLA KUMAR SAHOO** and **MAUSUMI SAHOO** and **MOUSUMI SAHOO** both are same and identical person i.e. myself & my wife.

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৩ শে সেপ্টেম্বর। ৬ ই আশ্বিন। সোমবার। ষষ্ঠী তিথি। জন্মে বৃষ রাশি। অষ্টোত্তরী রবি র মহাদশা ও বিংশোত্তরী চন্দ্র র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : আজ নতুন যোগাযোগের দ্বারা ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা ময় দিন। নতুন যোগাযোগের দ্বারা বিদ্যায়, বিদ্যার্থীদের সুযোগ বৃদ্ধি। প্রেম বা বিবাহ বিষয়ে যে বাধা ছিল, আজ তা সহজ সরল পথে থাকবে। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। প্রিয়জন দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। প্রশাসনিক কর্মে যারা বেতনভুক কর্মচারী তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। বাড়ীর গৃহ মন্দিরে বিশ্ব পত্র বা আম পাতা দ্বারা, মালা তৈরি করে তা টাঙিয়ে দিন।

বৃষ রাশি : বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। পারিবারিক সম্পর্ক দ্বারা শুভ। বন্ধু বান্ধব স্বজন পরিজন প্রতিবেশী দ্বারা আনন্দ প্রাপ্তি। পরিবারের প্রবীণ নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা বিত্ত লাভ। প্রেমিক যুগলের শুভ দিন। বিদ্যার্থীদের জন্য দিব শুভ। প্রবীন নাগরিক, যারা ব্যাংক এবং ইন্সুরেন্স থেকে অর্থ পান, তাদের প্রাপ্তির দিন গৃহ মন্দিরে আমলকি দ্বারা শিব পুজার করুন সর্ব বিপদ নাশ হবে

মিথুন রাশি : পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ। ভাই বন্ধু প্রতিবেশী দ্বারা ছোট ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিবাদ বিতর্কের সম্ভাবনা। বাণিজ্যে অশান্তি। বিদ্যার্থীদের জন্য অশুভ দায়ক অবস্থান। পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ কথা প্রকাশ্যে আসতে পারে। গুপ্ত কথা প্রকাশ্যে আসার কারণে বিবাদ বিতর্ক তৈরি হবে। এক নারীর বুদ্ধির দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা।বাড়ির গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে পুজো পাঠ করুন।

কর্কট রাশি : মধ্যম প্রকার দিন। গ্রহ অবস্থান বলছে, আজ ধৈর্য ধরে অন্যের কথা শুনলে, মান সম্মান বৃদ্ধি হবে। যারা সম্মানের সাথে, শিক্ষকতা করেন অধ্যাপনা করেন তাদের কাছে যে কাজটা হয়ে যাওয়ার ছিল আজ তা বাধা পড়বে। সরকারি ভাবে যে কাজটা হলে আপনি আজ শান্তি পেতেন। তা আজ বাধা পড়বে। পরিবারে এক নারীর বুদ্ধির দ্বারা কিছু সমস্যা তৈরি হবে। ধৈর্য সহ তার সমাধানের চেষ্টা করতে হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ জ্বালুন আর গণেশ দেবতার উদ্দেশ্যে দুর্বা প্রদান করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

সিংহ রাশি : এক অপরিচিত আচেনা মানুষের সাথে, কথা বলে বাণিজ্যের অগ্রগতি সম্ভব। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি সম্ভব। পরিবারের যে সম্পত্তি, বিষয়কে কেন্দ্র করে, জটিলতা ছিল তা আজ শুভ হবে। ছোট ভ্রমণ হবে। আনন্দ প্রাপ্তি হবে। বান্ধব এবং বান্ধবী দ্বারা শুভ হবে। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অনেক সুযোগ হাতের সামনে আসবে। ধৈর্য রেখে বুদ্ধির দ্বারা আজ কর্তব্য সম্পাদন করুন শুভ হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে কপূর দ্বারা আরতি করুন এবং নারায়ন দেবতার উদ্দেশ্যে তুলসী প্রদানে মহাসুখ

কন্যা রাশি : বন্ধু বান্ধব প্রতিবেশীর সহযোগিতায় বড় কাজ হয়ে পড়বে। যে কাজে বাধা পাচ্ছিলেন- এতদিন। আজ সকাল থেকেই সেই শুভ কাজের যোগাযোগ হবে। সমস্যার সমাধান হবে। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। বিবাহের জন্য বাধা ছিল আজ শুভ হবে। পারিবারিক সুখ বৃদ্ধি হবে। পরিবারের গৃহ মন্দিরে কপূর দ্বারা দেব-দেবীদের আরতী করুন শুভ হবে।

তুলা রাশি : আজ যানবাহন বিষয়ে সতর্ক থাকা ভালো। ছোট্ট ভুলের জন্য কোন বড় বিবাদ বিতর্ক তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা। গ্রহযোগ যা আছে তাতে পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ থাকবে। পরিবারের স্বজনরা যেন আজ শত্রু। পরিশ্রমের দ্বারা আজ সফলতা নেই। ব্যবসা বৃদ্ধির সুযোগ নেই। গৃহবধূরা, আজ সতর্ক থাকতে হবে গৃহ অশান্তি বৃদ্ধি হবে। বাড়ির মন্দিরে সাতটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে আতপ চালসহ ভগবান বিষ্ণুর মন্ত্রে পূজো পাঠ করুন শান্তি নিশ্চিত হবে।

বৃশ্চিক রাশি : তরল পদার্থ ঔষধ ব্যবসায়ীর সঙ্গে যারা জড়িত তাদের অর্থবৃদ্ধি নিশ্চিত। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। কোন নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণে সম্মান প্রাপ্তির সুযোগ। কোন সভা সমিতি থেকে সম্মান প্রাপ্তির সুযোগ। রাজনৈতিক নেভার খারা সম্মান প্রাপ্তির সম্ভাবনাময় কল। পুরাতন বান্ধবীর বুদ্ধির দ্বারা ব্যবসা বৃদ্ধি দাম্পত্য জীবনে শুভ। প্রেমিক যুগল শুভ। বিদ্যার্থীদের শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে আজ আতপ চাল দ্বারা গণেশের পূজা করুন শুভ হবে।

ধনু রাশি : আজ আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি হবে। কর্মে শুভ। যারা বেতন ভোগ কর্মচারী, তাদের জন্য শুভ। যে মানসিক অস্থিরতা ছিল, তা কম হবে। প্রবীন নাগরিক যিনি অসুস্থ ছিলেন, তিনি আজ বাড়ি ফিরে আসবেন। আজ আত্মবিশ্বাস এমন বৃদ্ধি হবে যা অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারবেন। গৃহবধূদের শান্তি। যাদের বাড়িতে পোষা কুকুর বেড়াল আছে তাদেরও শান্তির বাতাবরণ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান বিষ্ণুর পূজা করুন শুভ হবে।

মকর রাশি : আজ গ্রহ অবস্থান যা রয়েছে, তাতে অর্থ প্রাপ্তির প্রবল সম্ভাবনাময় দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। গৃহবধূদের জন্য সুখবর প্রাপ্তি। বিদ্যার্থী যারা উচ্চ বিদ্যায় চর্চা করেন তাদের সফলতা প্রাপ্তি। কর্মের আবেদন যারা করেছেন তাদের কাছে কোন সুখবর আসতে পারে। পরিবারে কোনো নতুন জিনিস কেনা হবে। স্বজন বান্ধব পরিজন দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান শিবের পূজা করুন শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : মাথা ঠান্ডা রেখে, অন্যের কথা বেশি শুনলে ধৈর্য রাখলে আজ শুভ। নয় তো ছোটখাটো বিবাদ বিষয়ে বিতর্ক বড় আকার নেবে, সম্মানহানি যোগ রয়েছে। আজ যারা কর্মের আবেদন করলেন তাদের ধৈর্যসহ অপেক্ষা করতে হবে। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি হবে। গুপ্ত শত্রুর কোন নজর আপনার ওপর আছে, সতর্ক থাকা শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান দেবাদিদেব মহাদেবের উদ্দেশ্যে নারিকেল ফল প্রদান করুন শুভ হবে।

মীন রাশি : যারা সরকারি বেতনভোগ কর্মচারী তাদের কাছে সুযোগ বৃদ্ধি হবে। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। শ্বশুরবাড়ির সদস্য দ্বারা শুভ। যারা এন জি ও তে কাজ করেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। যারা সেবামূলক কাজ করেন তাদের নতুন যোগাযোগের দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি হবে। ছোট ভ্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা তবে বাড়িতে যেন মাছের অ্যাকোরিয়াম না থাকে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান গণেশের উদ্দেশ্যে হলুদ রঙের মিষ্টি প্রদান করুন। সম্মান প্রাপ্তির সম্ভাবনা ফোন কল ফ্যাক্স থেকে।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

গঙ্গার জলের স্তর বৃদ্ধি, পূর্ব রেলের একাধিক ট্রেন বাতিল

নিজস্ব প্রতিবেদদন: মালদা বিভাগের রতনপুর ও বারিয়ারপুর এলাকাতে গঙ্গার জলের স্তর বৃদ্ধির কারণে পূর্ব রেলের একাধিক ট্রেন বাতিল। পূর্ব রেলের জামালপুর, ভাগলপুর বিভাগের রতনপুর ও বারিয়ারপুর ১৯৫ নম্বর রেল সেতুতে গঙ্গার জলস্তর ৩০ মিলিমিটার বৃদ্ধির জন্য আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থার জন্য ওই সেতুর আপ ও ডাউন দুই লাইনেই একাধিক ট্রেন বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পূর্ব রেল। বাতিল হওয়া ট্রেনের তালিকার মধ্যে ১৩০১৬/১৩০১৫ জামালপুর-হাওড়া-জামালপুর এক্সপ্রেস বাতিল করা হয়েছে। ১৩৩৩৩/১৩৩৩৪ পাটনা-দুমকা-পাটনা এক্সপ্রেস বাতিল করা হয়েছে। ১৩৪০১ / ১৩৪০২ ভাগলপুর-দানাপুর-ভাগলপুর ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস বাতিল করা হয়েছে। ০৫৫৭৩/০৫৫৭৪ সারায়গড়-দেওঘর-সারায়গড় এক্সপ্রেস বাতিল করা হয়েছে। ০৩৪০৬/ ০৩৪০৫ জামালপুর-ভাগলপুর-জামালপুর প্যাসেঞ্জার বাতিল করা হয়েছে। ০৫৪১৬/০৫৪১৫ জামালপুর-সাহিবগঞ্জ-জামালপুর প্যাসেঞ্জার বাতিল করা হয়েছে। ০৫৪০৮ জামালপুর-রামপুরহাট প্যাসেঞ্জার এবং ০৩৪৬০/০৩৪৫৯ জামালপুর-ভাগলপুর-জামালপুর স্পেশ্যাল বাতিল করা হয়েছে। ০৩৪৩৩/০৩৪৩৪ জামালপুর, কিউল-জামালপুর মেমু এক্সপ্রেস বাতিল করা হয়েছে। ঘুরপথে চলবে ১২৩৬৭ ভাগলপুর, আনন্দ বিহার এক্সপ্রেস বাঙ্কা-জেসিডি হয়ে চলবে। ১৩২৪১ বাঙ্কা, রাজেন্দ্রনগর এক্সপ্রেস বাঙ্কা-জেসিডি হয়ে চলবে। ২২৩১১ গোড্ডা, লোকমান্য তিলক এক্সপ্রেস দুমকা-জেসিডি হয়ে চলবে।

০৮৬০১/০৮৬০২ রাঁচি, ভাগলপুর, রাঁচি এক্স্যাম স্পেশ্যাল সাঁইথিয়া-রামপুরহাট-বাড়হারোয়া-ভাগলপুর হয়ে চলবে। ১৩০২৪ গয়া, হাওড়া এক্সপ্রেস কিউল-ঝাঁঝা-আসানসোল হয়ে চলবে। ০৩৪১৩ মালদা টাউন-নিউ দিল্লী এক্সপ্রেস কাটিহার, বারাওনি হয়ে চলবে।১৩৪২৪ আজমের-ভাগলপুর এক্সপ্রেস ঝাঁঝা-জেসিডি, বাঙ্কা হয়ে চলবে। যাত্রা সংক্ষিপ্ত ট্রেনের তালিকা ১৮৬০৪ গোড্ডা, রাঁচি এক্সপ্রেস গোড্ডা অবধি চলবে। ১৫৫৫৪ জয়নগর, ভাগলপুর এক্সপ্রেস বারাওনি অবধি চলবে। ১৫৫৫৩ ভাগলপুর-জয়নগর এক্সপ্রেস বারাওনি অবধি চলবে। ১৩৪১৯ ভাগলপুর , মুজাফ্‌ফরপুর এক্সপ্রেস সমস্তিপুর অবধি চলবে। ১৩৪১০ কিউল-মালদা টাউন এক্সপ্রেস কিউল অবধি চলবে। ১৩০৭২ জামালপুর, হাওড়া এক্সপ্রেস জামালপুর অবধি চলবে। ০৩৪৩১/০৩৪৩২ সাহিবগঞ্জ-জামালপুর-সাহিবগঞ্জ মেমু প্যাসেঞ্জার ভাগলপুর অবধি চলবে। ০৫৪০৭ রামপুরহাট, গয়া প্যাসেঞ্জার সাহিবগঞ্জ অবধি চলবে। ১৩০৩১ হাওড়া, জয়নগর এক্সপ্রেস কাহালগাঁওন অবধি চলবে। ১৩০৩২ জয়নগর, হাওড়া এক্সপ্রেস কাহালগাঁওন অবধি চলবে।

আরজি কর কাণ্ডে এবার ডাক তিন চিকিৎসক ও এসআইকে

প্রথম পাতার পর

শুধু তাই নয়, আরজি করে আর্থিক অনিয়ম মামলায় সিবিআইয়ের হাতে সন্দীপ গ্রেপ্তার হওয়ার পরেই অভীকদের ‘থ্রেট কালচার’ নিয়ে নানা অভিযোগ ওঠে। মুখ খুলতে থাকেন জুনিয়র ডাক্তাররা। চিকিৎসক মহলের একাংশের অভিযোগ, গত কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজ থেকে জেলাস্তরের হাসপাতালে ‘সিন্ডিকেট’ পরিচালনা করতেন অভীকরা। এমনকি, আরজি কর-কাণ্ডের পর ঘটনাস্থলে অভীকের উপস্থিতি নিয়েও একাধিক অভিযোগ ওঠে। সেই সমস্ত বিষয়েই এবার সিবিআইয়ের মুখোমুখি হচ্ছেন বিরূপাক্ষ-অভীকরা।

প্রসঙ্গত, শনিবার প্রায় ১২ ঘণ্টারও বেশি সময় সিবিআই দপ্তরে এই তিন চিকিৎসককে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। আরজি করে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনায় সিবিআইয়ের তলব পেয়ে শনিবার সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে পৌঁছেছিলেন বিরূপাক্ষ, অভীক, সৌরভ। আরজি কর কাণ্ডের পরেই বিরূপাক্ষদের বিরুদ্ধে ‘থ্রেট কালচার’-এ বড় ভূমিকা নেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। একই সঙ্গে অভিযোগ ওঠে, ৯ অগস্ট তৎকালীন বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজের চিকিৎসক বিরূপাক্ষ আরজি করে উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন অভীকও।

বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসক হয়ে বিরূপাক্ষ বা এসএসকেএমের অভীক ঘটনার দিন আরজি করে কী করছিলেন সেই বিষয়ে তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করে সিবিআই, প্রাথমিক ভাবে এমনটাই জানা গিয়েছে। এদিকে সূত্রে এ খবরও মিলছে, সন্দীপ ঘোষের এবার বেতনও বন্ধ হল। ১৩ অগস্ট ছুটিতে পাঠানো হয়েছিল সন্দীপ ঘোষকে। বাতিল করা হয়েছে আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষের এক্সট্রা অর্ডিনারি লিভও। সাসপেনশনের পর এবার ছুটি বাতিল।

আজ বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ তৈরির সম্ভাবনা

প্রথম পাতার পর

বুধবার দক্ষিণবঙ্গের বেশিরভাগ জেলাতেই বৃষ্টির পূর্বাভাস। ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায়।

তবে উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে দার্জিলিংয়ের পাহাড় ও সিকিমে গরম এবং অস্বস্তি দুটোই বাড়বে। আগামী ২৪ ঘণ্টায় এই পরিবেশ-পরিস্থিতিই থাকবে বলে অনুমান আবহাওয়াবিদদের। আপাতত ভারী বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। পার্বত্য এলাকায় বিক্ষিপ্ত ভাবে খুব হালকা বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা। বাকি উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা সেভাবে নেই। মূলত পরিষ্কার আকাশ। তবে বুধবার ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। ভারী বৃষ্টি হবে দার্জিলিং কালিম্পং-সহ পার্বত্য এলাকায়।

কলকাতায় মূলত পরিষ্কার আকাশ। রবিবার তাপমাত্রা ছিল স্বাভাবিকের ওপরে। বাতাসে জলীয় বাষ্প বেশি থাকায় অস্বস্তি বেশি। রবিবার বিকেলের দিকে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ দু’-এক পশলা হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা। সেই সম্ভাবনা সোমবার থেকে একটু বেশি। রবিবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৭.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। শনিবার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৩.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ ৫৮ থেকে ৯৪ শতাংশ। বৃষ্টি হয়েছে সামান্য। ৩.২ মিলিমিটার।

এর পাশাপাশি গরম ও অস্বস্তিকর আবহাওয়া থাকবে উত্তরবঙ্গ এবং সিকিম-সংলগ্ন এলাকায়। তামিলনাড়ু, পুদুচেরি করাইকল ও কেরলেও গরম অস্বস্তিকর আবহাওয়া। উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিতেও স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি তাপমাত্রা থাকবে অরুণাচল প্রদেশ, অসম, মেঘালয়, মণিপুর, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড ও ত্রিপুরায়।

ভাটপাড়ায় তৃণমূল কাউন্সিলরকে খুনের চক্রান্তের অভিযোগ কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ভাটপাড়ায় তৃণমূলের গোষ্ঠী কাজিয়া তুঙ্গে। তারই মধ্যে ভাটপাড়ায় এক তৃণমূল কাউন্সিলরকে খুন করার চক্রান্তের অভিযোগ উঠল আরেক কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে। যা নিয়ে সরগরম ভাটপাড়া। অভিযোগ উঠেছে, ভাটপাড়ার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর তথা স্বাস্থ্য দপ্তরের সিআইসি নূরে জামাল ওরফে সাহেবকে নাকি খুনের চক্রান্ত করা হয়েছিল। আর সেই চক্রান্তের অভিযোগ উঠেছে ভাটপাড়ার ২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর গোপাল রাউতের বিরুদ্ধেই। এমনকি খুনের বরাত নাকি দেওয়া হয়েছিল ভাটপাড়ার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের টিনা গোডাউনের বাসিন্দা মহম্মদ মুমতাজকে। যদিও ইতিমধ্যেই পুলিশের জালে মহম্মদ মুমতাজ। অতি সম্প্রতি ধৃতের একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। সেই ভাইরাল ভিডিওতে ধৃত জানিয়েছে, তাঁকে ১০ লক্ষ টাকার বরাত দেওয়া হয়েছিল। প্রথমে দেড় লক্ষ টাকা দেওয়া হবে এবং বাকি সাড়ে লক্ষ টাকা পরে দেবে। যদিও সেই ভিডিওয়ের সত্যতা যাচাই করেনি ‘একদিন’। এপ্রসঙ্গে স্বাস্থ্য দপ্তরের সিআইসি নূরে জামাল বলেন, পুলিশ কমিশনার এবং ভাটপাড়া থানার আইসি বিষয়টি দেখছেন। পুলিশ খুব সক্রিয়ভাবে কাজ করেছে। এর বেশি তিনি কিছুই বলতে চাননি। অপরদিকে গোপাল রাউত বলেন, পুলিশ তদন্ত করে দেখছে। পুলিশ খুঁজে দেখুক চক্রান্তের পেছনে কারা আছে। তবে তিনি মুমতাজকে চেনেন। অপরদিকে ভাটপাড়ার উপ-পুরপ্রধান দেবজ্যোতি ঘোষ দাবি করেন, ভাটপাড়ায় দলীয় কোন্দল নেই। তবে স্বাস্থ্য দপ্তরের সিআইসি নূরে জামাল ওরফে সাহেবকে খুনের চক্রান্ত করা হয়েছিল। পুলিশের তৎপরতায় সেই চক্রান্ত ভেস্তে গিয়েছে। তাঁর দাবি, গোপাল রাউত ও নূরে জামাল দু’জনের দলের গুরুত্বপূর্ণ নেতা। তিনি বলেন, গোটা বিষয়টি পুলিশ তদন্ত করে দেখছে। ঘটনা নিয়ে ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ বলেন, তৃণমূলের ভাগবাটোয়ার লড়াই চলছে। তাছাড়া তৃণমূল দলটা তো চালায় পুলিশ। পুলিশই কারও সঙ্গে কারও লড়াই করাচ্ছে। আবার কারও সঙ্গে কারও সমঝোতা করাচ্ছে। সুতরাং সবই পুলিশের খেলা। ধৃতের প্রসঙ্গে প্রাক্তন সাংসদ বলেন, মুমতাজকে চিনি না। তবে শুনেছি মুমতাজ গোপাল রাউতের গাড়িতে থাকতো।

এবার হোমগার্ডের তথ্য তলব লালবাজারের

নিজস্ব প্রতিবেদন: সিভিক ভলান্টিয়ারদের পরে এবার হোমগার্ডদের তথ্য জানতে চাইল লালবাজার। সূত্রের খবর, হোমগার্ডদের বিরুদ্ধে অপরাধের অভিযোগ রয়েছে কিনা, তা জানতে চাওয়া হয়েছে বিভিন্ন থানা, ট্র্যাফিক গার্ড, ডিভিশন-সহ কলকাতা পুলিশের বিভিন্ন ইউনিটের কাছে। যা ইতিমধ্যেই বিভিন্ন থানা ও ইউনিট থেকে সংশ্লিষ্ট অফিসে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে।

উল্লেখ্য, আরজি কর হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসককে খুন ও ধর্ষণের ঘটনায় এক সিভিক ভলান্টিয়ারকে গ্রেফতার করা হয়েছে। কিছুদিন পরেই সিঁথি এলাকায় মধ্যরাতে প্রতিবাদীদের কর্মসূচির মধ্যে মত্ত অবস্থায় বাইক চালিয়ে বেপরোয়া ভাবে ঢুকে পড়েন এক সিভিক ভলান্টিয়ার। এর পরেই সিভিক ভলান্টিয়ারদের বিরুদ্ধে কড়া অবস্থান নেয় লালবাজার। তাঁদের কারও বিরুদ্ধে কর্তব্যরত অবস্থায় মদ্যপান করার কোনও ইতিহাস বা অপরাধের রেকর্ড আছে কিনা, সে বিষয়ে লালবাজারের তরফে জানতে চাওয়া হয়েছিল। সূত্রের খবর, প্রাথমিক ভাবে তথ্য খতিয়ে দেখে ২১ জন সিভিক ভলান্টিয়ারকে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে লালবাজার। এক পুলিশকর্তা জানান, তাঁদের মধ্যে ট্র্যাফিক বিভাগের ১৩ জন, ইএসডি ডিভিশনের ৩ জন, এসএসডি ডিভিশনের ১ জন রয়েছেন। বাকি ৪ জন ব্যাটালিয়ন এবং অন্যান্য ইউনিটে কর্মরত ছিলেন। এদিকে, বর্তমানে সিভিক ভলান্টিয়ার নিয়োগ বন্ধ রয়েছে। প্রায় ১৫০টি শূন্য পদ রয়েছে। আগে ঠিক হয়েছিল, দক্ষিণ ডিভিশনে ৮০ জন সিভিক ভলান্টিয়ার নিয়োগ করা হবে। এবার হোমগার্ডের বিষয়ও একই পদক্ষেপ নিতে চাইছে লালবাজার।

সুন্দরবনের কানমারির বিদ্যাধরী নদীতে নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: সুন্দরবনের কানমারি এলাকায় বিদ্যাধরী নদীতে অনুষ্ঠিত হল বাংলার ঐতিহ্যবাহী নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা। উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের গ্রামীণ সেবাকেন্দ্র কানমারি ভ্রাম্যমান চিকিৎসা পরিষেবা কেন্দ্র এবং স্থানীয় কানমারি মৎস্য বাজার কমিটির যৌথ উদ্যোগে এই অভিনব নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রধান সম্পাদক স্বামী বিশ্বাত্মানন্দ মহারাজ ও সন্দেশখালী বিধানসভার বিধায়ক সুকুমার মাহাতো। কয়েকশো সুসজ্জিত নৌকায় করে বাইচ প্রতিযোগিতায় অংশ নেন এলাকার বহু গ্রামের মানুষ। নদীর দুধারে হাজার হাজার মানুষ ভিড় জমান প্রতিযোগিতা দেখতে।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রধান সম্পাদক স্বামী বিশ্বাত্মানন্দ মহারাজ বলেন, ‘বাংলার ঐতিহ্যবাহী এই নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতাকে তুলে ধরতে আচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী প্রনবানন্দজী মহারাজ ধর্মের প্রাণ আচার অনুষ্ঠান ও অনুভূতিই আজ সমগ্র জাতি ধর্ম বর্ণকে মিলিয়ে দিয়েছে এই বিদ্যাধরী নদীবক্ষে। আমরা ভীষণ খুশি। এই অনুষ্ঠান প্রতি বছর মনসা পুজো ও বিশ্বকর্মা পুজোর সময় এই অনুষ্ঠিত হয় বিদ্যাধরি নদীতে। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের পক্ষ থেকেও সব ধরনের সহযোগিতা করা হয়।’

রবিবার আরজি কর হাসপাতালে অভয়ার নির্মম হত্যার প্রতিবাদে ও ধর্ষকের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলা বিজেপি স্পোর্টস ও ক্লাব রিলেশন সেলের উদ্যোগে আনন্দপুরীতে আয়োজিত পথসভায় বক্তব্য রাখলেন বিজেপি নেতা প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং

দীক্ষা মঞ্জরি-র তত্ত্বাবধানে রবিবার রবীন্দ্র সদনে নারী শক্তি মহিষাশুরমর্দিনী নৃত্য-নাট্য পরিবেশন করলেন নৃত্য শিল্পী ডোনা গঙ্গোপাধ্যায় ও তাঁর দল।

আর্জি নয়, দাবি করো। রুবি ক্রশিং থেকে গড়িয়াহাট ক্রশিং পর্যন্ত আরজি কর ইস্যুর কারণে নাগরিক সমাজের মিছিল।

প্রয়াত পরেশ চন্দ্র দাশগুপ্তের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন

নিজস্ব প্রতিবেদন: পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব ও জাদুঘরের প্রথম পরিচালক প্রয়াত পরেশ চন্দ্র দাশগুপ্তের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন করা হল। ‘শতবর্ষের আলোকে পরেশ চন্দ্র দাশগুপ্ত’ বইয়ের উন্মোচন উপলক্ষে শনিবার একটি সভা অনুষ্ঠিত হয় কলকাতার চৌরঙ্গীর রোটারি সদনে। প্রত্নতত্ত্ব ও জাদুঘর বিভাগের প্রাক্তন এইচওডি অধ্যাপক ড. দুর্গা বসু, পশ্চিমবঙ্গ প্রত্নতত্ত্ব ও জাদুঘর বিভাগের প্রাক্তন পরিচালক ড. গৌতম সেনগুপ্ত এবং ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার মহাপরিচালক সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। বইটি তার কর্মজীবনের অসংখ্য প্রত্নতাত্ত্বিক মাইলফলককে ব্যাখ্যা করে। অনুষ্ঠানটি বাংলার পুরাতত্ত্ব গবেশনা কেন্দ্র এবং প্রয়াত পরেশ চন্দ্র দাশগুপ্তের পরিবারের সদস্যদের দ্বারা আহ্বান করা হয়েছিল।

একদিন
আমার শহর
কলকাতা ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ৬ আশ্বিন ১৪৩১ সোমবার

'মুখ্যমন্ত্রীর কাজকর্ম যথেষ্ট সন্দেহজনক', ডিভিসি বিতর্কে মমতাকে তোপ সুকান্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন: 'মুখ্যমন্ত্রীর কাজকর্ম যথেষ্ট সন্দেহজনক, কেন্দ্রীয় সরকারকে উপযুক্ত পদক্ষেপ নেওয়া উচিৎ।' ডিভিসি বিতর্কে মমতাকে তোপ সুকান্তর। রবিবার সন্ধ্যায় জগৎবল্লভপুরে একটি কর্মসূচিতে এসে এভাবেই মুখ্যমন্ত্রীকে তোপ দাগলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। তিনি বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর কাজকর্ম যথেষ্ট সন্দেহজনক, একজন সংবিধানের শপথ নিয়ে এই ধরণের কাজ করতে পারেন না, কেন্দ্রীয় সরকারকে উপযুক্ত পদক্ষেপ নেওয়া উচিৎ'। পাশাপাশি ঘাটাল নিয়েও দেবকে কটাক্ষ করতে ছাড়েন নি সুকান্ত। তিনি বলেন, 'দেবের রাজনীতিতে থাকার ইচ্ছে নেই, ওকে জোর করে রাজনীতি করানো হচ্ছে।' দেবের প্রচারে না

বেরোনোর পাল্টা প্রতিক্রিয়া সুকান্তর। এছাড়াও ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান নিয়ে রবিবার দেবকে একাধিকবার কটাক্ষে বিদ্ধ করেন বিজেপি নেতা সুকান্ত। তিনি বলেন, 'দেব দিদির ঠেলায় পড়ে আসতে বাধ্য হয়েছে। ওর আসার ও রাজনীতিতে থাকার কোনো ইচ্ছে নেই। জোড় করে তাঁকে দিয়ে রাজনীতি করানো হচ্ছে। আর কেন্দ্রের ঘাড়ে দায় ছাপানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। যে রাজ্য সরকার দেশের সংবিধান, নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করে জাতীয় সড়ক বন্ধ করে দেন, ডিভিসি থেকে তাদের প্রতিনিধি ফিরিয়ে নেন। সেই রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যৌথভাবে এই মাস্টার প্ল্যান করবে কি করে! একজন সংসদ হিসাবে তার সক্রিয়তা নেই, আমাকে একটা ট্রেন চালু করতে রেল মন্ত্রকে বহুবার যেতে হয়েছে। তার সংসদে উপস্থিতির হার নেই। আর এটা যতদিন ঘাটালের মানুষ না মানবে, ততদিন ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান বাস্তবায়ন হওয়া কঠিন। এই ধরণের প্রকল্প করতে হলে সাংসদকে সক্রিয় হতে হয়, এটা ঘাটালের মানুষকে বুঝতে হবে, এই সেই মতো সিদ্ধান্ত নিতে হবে।'

গোষ্ঠী কোন্দলে উত্তপ্ত আইএমএ বেঙ্গলের সাধারণ সভা

নিজস্ব প্রতিবেদন: গোষ্ঠী কোন্দলে উত্তপ্ত ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের বেঙ্গলের সাধারণ সভা। আঙুল উঁচিয়ে তর্কাতর্কি হতে দেখা যায় শান্তনু সেন ও সুদীপ্ত রায় গোষ্ঠীর মধ্যে। সভা শুরুর আগেই উত্তরবঙ্গ লবিকে শুনতে হল 'গো ব্যাক' স্লোগান। উত্তরবঙ্গ লবির মাথায় সুদীপ্ত রায়কে সভাস্থল ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্যও বলা হতে থাকে। এরপর আবার হাত জোড় করে একে অপরের উদ্দেশে আবেদন করতেও দেখা যায়।

সূত্রে খবর, এদিন এই সভা হওয়ার আগে শান্তনু সেন ও সুদীপ্ত রায় মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বাক্য বিনিময় করতে দেখা যায়। এই সময় সুদীপ্ত রায়কে ঘিরে থাকেন শান্তনু সেনের অনুগামীরা। শান্তনু যেসব ঘটনার কথা উল্লেখ করেন তার প্রত্যুত্তরে সুদীপ্ত রায়কে বলতে শোনা যায়, 'এগুলো আপনাদের বানানো গল্প।' তখন পাশ থেকে শান্তনু সেনের সমর্থনে বাকি চিকিৎসকদের বলতে শোনা যায়, 'কোনওটাই বানানো নয়।' তখন শান্তনু সেনকে বাকি চিকিৎসকদের থামার জন্য অনুরোধও করেন। একইসঙ্গে হাত জোড় করেন চিকিৎসক সুদীপ্ত রায়কে সভাস্থল থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেন।

প্রসঙ্গত, রবিবার ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সভা ছিল। সেই সভায় গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা ছিল। আগামী দু'বছরের জন্য কয়েকটি পদে নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন নেওয়ার কথা ছিল। আরজি কর কাণ্ডের পর যে উত্তরবঙ্গ লবির কথা উঠে এসেছে, সেই লবির পক্ষ থেকে সুদীপ্ত রায়, সুশান্ত সেন সভাস্থলে আসেন। তাঁরা আসতেই সভাকক্ষে ওঠে 'গো ব্যাক' স্লোগান। এক পক্ষের বক্তব্য, যখন আরজি কর কাণ্ডের পর এত ধরনের অভিযোগ উঠছিল, তখন তাঁরা কেন মুখ খোলেননি বা তাঁরা কেন প্রতিবাদ করেননি। শুধু তাই নয়, থ্রেট কালচারে নাম জড়িয়ে থাকারও অভিযোগ ওঠে।

এদিকে সূত্রে খবর, শেষ পর্যন্ত তিন জন সভায় ঢুকতে পারেননি। মালদা মেডিক্যালের তাপস চক্রবর্তী, বিরূপাক্ষ বিশ্বাসের ঘনিষ্ঠ চিকিৎসক প্রিয়াঙ্কা রানা, কল্যাণী মেডিক্যাল কলেজের জয়া মজুমদারকে সভায় অংশ নিতে দেওয়া হয়নি। এই প্রসঙ্গে চিকিৎসক নেতা অরূপ রায় বলেন, 'তাপস চক্রবর্তী মালদা মেডিক্যালের সভাপতি ছিলেন, তাঁকে আরজি করের ক্রাইম সিনে দেখা যায়। স্টেট কাউন্সিলরের মেম্বাররা ভীষণভাবে প্রতিরোধ করেছেন।'

স্বাস্থ্য, শিক্ষার পর এবার টলিপাড়াতেও থ্রেট কালচার

নিজস্ব প্রতিবেদন: স্বাস্থ্য, শিক্ষার পর এবার টলিপাড়াতেও থ্রেট কালচারের ঘটনা। দীর্ঘদিন কাজ না পেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা টলিউডের এক হেয়ার ড্রেসারের। অভিযোগ, তাঁর হাত থেকে একের পর এক কাজ কেড়ে নিতে থাকে হেয়ার ড্রেসার গিল্ড ও ফেডারেশনের লোকজন। কাজ হারিয়ে দীর্ঘদিন থেকেই হতাশায় ভুগছিলেন তনুশ্রী দাস নামে ওই হেয়ার ড্রেসার আর্টিস্ট। সেই অবসাদ থেকেই শেষ পর্যন্ত তিনি আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেন বলে জানিয়েছেন তাঁর পরিবারের সদস্যরা। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, শনিবার রাত আটটা নাগাদ বাড়ির বাথরুম ঢুকেছিলেন তনুশ্রী দেবী। কিন্তু, দীর্ঘক্ষণ না বেরোনোয় সন্দেহ হয় মেয়ে অঙ্কিতার। দরজার কাছে যেতে কেরোসিনের গন্ধ পায়, দরজা ভেঙে উদ্ধার করে মাকে। এরপরই দ্রুত তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় বাঙ্গুর হাসপাতালে। সেখানেই চিকিৎসা চলছে তাঁর। এদিকে সূত্রে খবর, হেয়ার ড্রেসার গিল্ড তনুশ্রী দেবীকে তিন মাসের জন্য কাজ থেকে সাসপেন্ড করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে তাঁকে বলা হয় গিল্ড যে কাজ দেবে সেই কাজই শুধু তিনি করতে পারবেন। বাইরে থেকে কোনও কাজ নিয়ে এলে তিনি করতে পারবেন না। এরইমধ্যে একটি পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবির জন্য বড় কাজের অফার তিনি পান। যদিও শেষ পর্যন্ত সেখানেও বাধা আসে। একদিন আগে জানতে পারেন ওই কাজও তিনি করতে পারবেন না। গিল্ডের তরফেই এ কথা নাকি জানানো হয়েছিল তাঁকে। একথা শোনার পরেই চরম হতাশায় ভুগতে থাকেন তনুশ্রী দেবী। অস্থির পরিস্থিতি তৈরি হয় বাড়িতে। কিন্তু, তারমধ্যে যে তিনি এভাবে আত্মহত্যা পথ বেছে নেবেন, তা ভাবতে পারছে না কেউ। একটি সুইসাইড নোটও উদ্ধার হয়। তাতে ১০ জনের নামও রয়েছে বলে খবর। তার ভিত্তিতে রাতেই হরিদেবপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়। অন্যদিকে, রাতেই তনুশ্রী দেবীকে দেখতে হাসপাতালে যান সহকর্মীরা। তাঁদের অভিযোগও একই। গিল্ডের দাদাগিরি এবং শাসানির কথা শোনা গেছে তাঁদের গলাতেও।

ন্যাক-এর মূল্যায়নে 'এ' গ্রেড যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে

নিজস্ব প্রতিবেদন: ন্যাক অর্থাৎ ন্যাশনাল অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল-এর মূল্যায়নে এবছর 'এ' গ্রেড পেল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। এ বার তাদের সিজিপিএ ৩.৪৬। গতবার তাদের সিজিপিএ ছিল ৩.৬৮। ফলাফলে দেখা গিয়েছে, পঠনপাঠন, গবেষণায় যাদবপুর ভাল নম্বর পেলেও পড়ুয়ারা পাশ করার পরে কী করছেন, সে সমস্ত নথি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দেখাতে পারেননি। তাই স্টুডেন্ট সাপোর্ট অ্যান্ড প্রোগ্রেশন-এর ক্ষেত্রে নম্বর তুলনায় কম হয়েছে এবছর। সূত্রের খবর, গত সপ্তাহে ন্যাক-এর প্রতিনিধিদল যাদবপুর ক্যাম্পাসে এসে বিশ্ববিদ্যালয়ের টিউশন ফি-র কাঠামো শুনে বিস্মিত হয়েছিলেন। এত কম খরচে কীভাবে পঠনপাঠন হচ্ছে, সে ব্যাপারে তাঁরা নানা প্রশ্ন করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির অর্থাৎ জুটা'র সাধারণ সম্পাদক পার্থপ্রতিম রায় এব্যাপারে বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক কষ্টের কথা বিবেচনা করলে এবার এই ফল যথেষ্ট আশাব্যঞ্জক। দেখা যাচ্ছে, শিক্ষকদের কনফারেন্সে যোগদানের জন্য এবং গবেষণা শুরু করার জন্য টাকা বন্ধ করে দেওয়ায় নম্বর কমেছে।'

প্রসঙ্গত, আগে ন্যাক-এর প্রতিনিধিদল ক্যাম্পাস পরিদর্শন করে সব মূল্যায়ন করত। এখন সেই পদ্ধতি বদলেছে। বিশ্ববিদ্যালয় যে তথ্য পাঠায়, তার উপর নম্বরের ৭০ শতাংশ নির্ভর করে। সেই অনুযায়ী যাদবপুর ৩.২৫ পেয়েছে। বাকি ৩০ ক্যাম্পাস পরিদর্শনের ওপর নির্ভর করে। পার্থপ্রতিম জানান, ক্যাম্পাস পরিদর্শনের উপরে ধার্য নম্বরের মধ্যে যাদবপুর ৩.৮৮ পেয়েছে। যা আশাব্যঞ্জকই বলা চলে।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের পথ সঞ্চালনে এবার আরজি কর

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের পথ সঞ্চালনে এবার আরজি কর। আয়োজক রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত। যা অনুষ্ঠিত হবে আগামী ২ অক্টোবর, মহালয়ার দিন। প্রসঙ্গত, মহালয়ার দিন প্রতি বছরই পথ সঞ্চালন বা মিছিল করেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সদস্যরা। এবারও একইভাবে কর্মসূচি হবে। তবে সবার দাবি মেনে তাতে যুক্ত হচ্ছে আরজি কর।

২ অক্টোবর হেদুয়া থেকে এই কর্মসূচি হওয়ার কথা। গণবেশ পরিধান করে পথ সঞ্চালন করেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সদস্যরা। যা আদতে এক প্রকার মিছিলই। সেখানেই এবার উঠে আসবে ৯ অগাস্ট আরজি কর হাসপাতালে ঘটা অমানবিক ঘটনার প্রসঙ্গ। তরুণী চিকিৎসক খুন এবং ধর্ষণ, দুর্নীতি এই সব উঠে আসবে মহালয়ার দিন আরএসএসের ওই কর্মসূচিতে।

প্রসঙ্গত, আরজি করের ঘটনায় তোলপাড় হয়েছে গোটা দেশ তথা বিশ্ব। দেশজুড়ে প্রতিবাদে সামিল

হয়েছে নাগরিক সমাজ। প্রতিবাদে নেমেছেন ডাক্তারেরাও। প্রশ্ন উঠেছে তদন্তে কলকাতা পুলিশের ভূমিকা নিয়ে। হাইকোর্ট থেকে জল গড়িয়েছে সুপ্রিম কোর্টে। সিবিআইয়ের হাতে গিয়েছে তদন্তভার। রাজনৈতিক মহলে চলছে চাপানউতোর। তৃণমূল সরকারের উপর চাপ বাড়িয়েই চলেছে বিরোধীরা। এরই মাঝে আরএসএসের এই নয়া কর্মসূচি ঘিরে বঙ্গ রাজনীতিতে শুরু হয়েছে জোর জল্পনা।

এরই পাশাপাশি ওই দিনেই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের ঘনিষ্ঠ একটি গণ সংগঠনের নেতৃত্বে গণ তর্পণ কর্মসূচিও হওয়ার কথা রয়েছে। সেখানে রাজ্যের বিভিন্ন অশান্তি এবং রাজ্যের শাসকদলের হাতে আক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়া নাগরিকদের পরিবারদের নিয়ে গণ তর্পণ কর্মসূচি হওয়ার কথা রয়েছে।

দমদম পার্কে প্রতিবাদ কর্মসূচিতে 'বাধা', কাঠগড়ায় শাসকদল

নিজস্ব প্রতিবেদন: সবেমাত্র শহরে অচলাবস্থা কেটেছে। সামনে উৎসব। তাই আর ঝুঁকি নয়! জুনিয়র চিকিৎসকেরা স্বাস্থ্য ভবনের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ শেষ করে কাজে যোগ দিয়েছেন। তাই আরজি কর কাণ্ড নিয়ে প্রতিবাদ কর্মসূচি করা যাবে না। এমনই হুমকি দিয়ে শুক্রবার রাতে দক্ষিণ দমদম পুরসভার ২৮ নম্বর ওয়ার্ডের দমদম পার্ক এলাকায় প্রতিবাদ কর্মসূচিতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠল। অভিযোগের তির শাসকদলের এক পুরপ্রতিনিধি এবং তাঁর অনুগামীদের বিরুদ্ধে। সম্প্রতি সেই ঘটনার একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সমাজমাধ্যমে (ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি একদিন পত্রিকা)। যদিও শনিবার পর্যন্ত লেক টাউন থানায় লিখিত অভিযোগ জমা পড়েনি। শাসকদলের দাবি, প্রতিবাদ নিয়ে আপত্তি করা হয়নি। পুজোমণ্ডপ থেকে দূরে গিয়ে ওই কর্মসূচি পালনের অনুরোধ করা হয়েছিল। প্রতিবাদীরা জানান, শুক্রবার রাত সাড়ে ৯টা থেকে ১১টা পর্যন্ত দমদম পার্কের

পুজোমণ্ডপের কাছে রাস্তায় ছবি আঁকা ও স্লোগান লেখার কাজ চলছিল। স্থানীয় ২৮ নম্বর ওয়ার্ডের পুরপ্রতিনিধি বিশ্বজিৎ প্রসাদ সেখানে এসে দমদম পার্কের অন্যান্য পুজো কমিটির লোকজনদের ডেকে আনেন। প্রতিবাদীদের গালিগালাজ, হুমকি দেওয়া এবং আঁকার সরঞ্জাম ফেলে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। ধাক্কাধাক্কি ও চড় মারার অভিযোগও ওঠে। প্রতিবাদীদের এক জন, পেশায় সিভিল ইঞ্জিনিয়ার শঙ্খ চৌধুরী বলেন, 'আর জি কর-কাণ্ডের পরে একটি নাগরিক ফোরামের সদস্যেরা চেয়েছিলেন, পুজোমণ্ডপও প্রতিবাদের মঞ্চ হয়ে উঠুক। অথচ এঁদের ধারণা, দমদম পার্কের পুজো নষ্ট করতেই এই কর্মসূচি করা হচ্ছিল। বারবার বোঝানো সত্ত্বেও কাজ হয়নি।' তবে পুরপ্রতিনিধি বিশ্বজিতের পাল্টা দাবি, পুজো কমিটি ডেকেছিল বলেই তিনি ঘটনাস্থলে যান। মণ্ডপের সামনে রাস্তায় স্লোগান বা ছবি আঁকা থাকলে দর্শনার্থীরা তা মাড়িয়ে চলবেন, তা অনেকে চাননি। তাই মণ্ডপ থেকে দূরে গিয়ে আঁকতে বলা হয়। তাঁর অভিযোগ, বাম ও বিজেপির কর্মী-সমর্থকেরা বহিরাগতদের সঙ্গে মিলে প্রতিবাদ জানাচ্ছিলেন। তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হলে উত্তেজনা ছড়ায়। বিশ্বজিতের দাবি, দমদম পার্কের পুজো নষ্ট করতেই এমন প্রতিবাদ করা হচ্ছে। তবে তাঁর এই যুক্তি মানতে নারাজ প্রতিবাদীরা।

বিচারের দাবিতে মশাল মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: চিকিৎসক ছাত্রীর হত্যাকাণ্ডের বিচারের দাবিতে রবিবার সন্ধেয় ব্যারাকপুরে মশাল মিছিল করল একাধিক স্কুলের প্রাক্তনীরা। ব্যারাকপুর মহাদেবানন্দ বিদ্যায়তন, মহাদেবানন্দ মহা বিদ্যালয়, দেবী প্রসাদ বিদ্যালয়ের প্রাক্তনী এবং নাগরিক সমাজের তরফে এদিন মশাল মিছিলের ডাক দেওয়া হয়েছিল।

মনিরামপুর থেকে শুরু হয়ে ব্যারাকপুরের বিস্তীর্ন অঞ্চল পরিক্রমা করে এই মশাল মিছিল। ব্যারাকপুরের বহু প্রবীণ মানুষজন এদিন মিছিলে সমবেত হয়েছিলেন। মিছিলে যোগ দেওয়া বিভিন্ন স্কুলের প্রাক্তনীরা বলেন, দ্রুত তদন্ত শেষ করে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। কিন্তু নির্যাতিতার পরিবার বিচার না পাওয়া পর্যন্ত তাদের আন্দোলন চলবে।

বন্যার অজুহাতে দাম বাড়ানো হচ্ছে পেঁয়াজের, দাবি বিজেপি সাংসদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বন্যার অজুহাতে পশ্চিমবঙ্গে পেঁয়াজের দাম অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি করা হচ্ছে। অভিযোগ করে কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশীকে চিঠি লিখলেন পুরুলিয়ার সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো। আর এই চিঠিতে তিনি সরাসরি অভিযোগ তুললেন রাজ্যেরই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকে। খাদ্যমন্ত্রীকে লেখা এই চিঠিতে তিনি জানান, প্রশাসনের মদতে কালো বাজারের মাধ্যমে পেঁয়াজের দাম অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি করা হচ্ছে। একইসঙ্গে তাঁর আরও অভিযোগ, বন্যার অজুহাতকে কাজে লাগিয়ে অন্যায়ভাবে পণ্য পরিবহণ বন্ধ করা হয়েছে। এই পেঁয়াজ দুর্নীতির বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সরকারকে তদন্ত করার আবেদনও জানান বিজেপি সাংসদ। একইসঙ্গে পেঁয়াজের দাম স্বাভাবিক করতে মজুত পেঁয়াজ বাজারে আনার জন্য কেন্দ্রীয়

সরকারের কাছে দরবার করেন সাংসদ।

এদিকে, বাংলার নানা প্রান্তে তৈরি হয়েছে বন্যা পরিস্থিতি। ডুবেছে বিঘার পর বিঘা জমি। জমিতেই পচছে শাক-সবজি। জোগান কমায় দাম বৃদ্ধির আশঙ্কা করছেন কৃষকেরা। আর ডিভিসির জল ছাড়া নিয়ে কেন্দ্র-রাজ্য টানাপোড়েন চলছেই। এই প্রসঙ্গে গুরুতরও অভিযোগ করেছেন খোদ মমতা। ডিভিসি-র সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার কথাও শোনা গিয়েছিল মমতার মুখে। এরইমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দেওয়ার পরেই রাজ্যের ডিভিসি বোর্ড থেকে পদত্যাগ করলেন দুই রাজ্য প্রতিনিধি। মুখ্যমন্ত্রী আগেই জানিয়েছিলেন, রাজ্য ডিভিসি র সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করবে। সেই মতো দুই প্রতিনিধি বেরিয়ে এলেন বলে মত ওয়াকিবহাল মহলের। এরইমধ্যে এবার জ্যোতির্ময় সিং মাহাতোর চিঠি নিয়ে শুরু নতুন চাপানউতোর।

উৎসব উপলক্ষে বাজি বিক্রিতে দিনক্ষণ বেধে দিল কলকাতা পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর-কাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে এখন দুর্গাপুজো নিয়ে আলোচনা চলছে নানা মহলে। 'উৎসবে ফেরা' কিনা তা নিয়ে দ্বিধাবিভক্ত সমাজমাধ্যমের নেটিজেনরা। এরই মধ্যে শনিবার বাজি বাজার নিয়ে প্রাথমিক বৈঠক সারল কলকাতা পুলিশ। বৈঠকে ঠিক হয়েছে, ২৪ অক্টোবর থেকে কালীপুজোর আগের দিন পর্যন্ত অর্থাৎ, সাত দিন শহরে পুলিশের উদ্যোগে বাজি বাজার বসবে। এ নিয়ে পুলিশের সমন্বয় বৈঠকও পুজোর আগেই সেরে ফেলা হবে। বৈঠকে উপস্থিত বাজি বাজারের এক উদ্যোক্তা বলেন, 'উৎসবের অঙ্গ বাজি বাজার। উৎসবে ফেরায় উৎসাহ দিতেই বাজি-বৈঠক দ্রুত সারা হল। আশা করা যাচ্ছে ব্যবসায় ভাল সাড়া মিলবে। বাজার বসাতে প্রশাসন সক্রিয় ভূমিকা নিচ্ছে।'

করোনা-কালে দু'বছর বন্ধ থাকার পরে ২০২২ সালে ফের বাজি বাজার বসে শহরে। তবে, একাধিক বেআইনি বাজি কারখানায় বিস্ফোরণে অনেকের মৃত্যু ঘটায়

বাজি বাজার নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। বাজি ব্যবসায়ী ও পুলিশের তরফে দাবি করা হয়, পুলিশের উদ্যোগে বৈধ বাজি বাজার হওয়া মানে সবটা নজরদারিতে থাকা। কিন্তু বাজি ব্যবসায়ীদেরই বড় অংশের দাবি, যে পরিমাণ বাজি উৎসবে পোড়ে, তার মাত্র ২০ শতাংশ বিক্রি হয় বাজি বাজারে। বেআইনি বাজি থেকে যায় ধরাছোঁয়ার বাইরে। তাই এমন বাজার নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে নানা মহল থেকে।

যদিও পুলিশ সূত্রের দাবি, গাফিলতি এড়াতে যথেষ্ট সতর্ক হয়ে এগোনো হচ্ছে। তাই এত আগে বৈঠক ডাকা হয়েছে। এক পুলিশকর্তা বলেন, 'বাজি বাজারের সঙ্গেও অর্থনীতির যোগ রয়েছে। তাই ব্যবসায়ীদের আর্জি মেনে পুলিশ বাজি বাজার বসানোর অনুমতি দেবে।'

কলকাতা পুলিশের রিজার্ভ ফোর্সের কর্তাদের উপস্থিতিতে এ দিন এই বৈঠক হয়। পুলিশ কর্তারা ছাড়াও ছিলেন টালা, শহিদ মিনার, বেহালা ও কালিকাপুরের বাজি বাজারের প্রতিনিধিরা। সেখানে বলা হয়েছে, পুলিশ, পুরসভা, দমকল, দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ, ন্যাশনাল এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট বা নিরি, পেট্রোলিয়াম অ্যান্ড এক্সপ্লোসিভ সেফটি অর্গানাইজেশন বা পেসো-র আধিকারিকদের উপস্থিতিতে যে সমন্বয় বৈঠক হয় দুর্গাপুজোর পরে, এ বার তা পুজোর আগেই হতে পারে। আপাতত রাজ্যে ১২৫ ডেসিবেল শধমাত্রাই বাজির বৈধতার মাপকাঠি বলে ধরা হবে। কেন আগের ৯০ ডেসিবেল থেকে মাপকাঠি বাড়ানো হল, সে ব্যাপারে যে মামলা হয়ে রয়েছে, তারও উল্লেখ করা হয় বৈঠকে। সিদ্ধান্ত হয়েছে, নিরি-র ছাড়পত্র আছে, এমন সংস্থার বাজিই শুধু পুলিশের বাজি বাজারে বিক্রি করা যাবে। বাজারে এই সংস্থাগুলির নামের তালিকা টাঙিয়ে দিতে হবে। পুলিশের নির্দেশ, বাজি বাজারে দু'টি দোকানের মধ্যে অন্তত ন'ফুট দূরত্ব রাখতে হবে। একটি লাইনে কয়েকটি দোকান বসানোর পরে পাশের লাইনে দোকান পাততে হলে দু'টি লাইনের মধ্যে ৫০ মিটার দূরত্ব রাখতে হবে। দমকলের গাড়ি, অ্যাম্বুল্যান্স রাখার পাশাপাশি বাজারে ৫০টির বেশি দোকান বসানো যাবে না। 'পশ্চিমবঙ্গ বাজি শিল্প উন্নয়ন সমিতি'র সাধারণ সম্পাদক শুভঙ্কর মান্না বলেন, 'সব কিছু মেনেই বাজার বসবে। খুন-ধর্ষণের ঘটনায় বিচার পাওয়া যেমন জরুরি, তেমনই জরুরি পুজো ও বাজি বাজার। কোনওটির সঙ্গেই কোনওটির বিরোধ নেই।'

পুলিশ প্রশাসনের পাশে দাঁড়ালেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী

নিজস্ব প্রতিবেদন: যে পুলিশকে এতদিন বিভিন্ন ইস্যুতে তীব্র নিশানা করতে দেখা গেছে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে, এবার সেই শুভেন্দু-ই পুলিশের 'পাশে' থাকার বার্তা দিলেন। সঙ্গে অভিযোগ আনলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিশমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন সরকার তাদের নিজেদের পুলিশ কর্মীদের উপরেই নজরদারি চালানোর পরিকল্পনা নিয়েছে।'

এই প্রসঙ্গে শুভেন্দু এও জানান, 'এটা ঠিক যে পুলিশে চাকুরিরত সকলকেই একটা নির্দিষ্ট নিয়ম শৃঙ্খলা, অনুশাসন মেনে চলতে হয়। কিন্তু তার মানে এটা নয় যে তাদের ব্যক্তিগত জীবন বলে কিছু থাকবে না।' নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি নথি তুলে ধরে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর এও দাবি করেন, 'হাওড়া পুলিশ

কমিশনারেট একটি আদেশ জারি করেছে, যেখানে বলা হয়েছে, সমস্ত পুলিশ কর্মীদের তাঁদের ব্যক্তিগত সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টের বিস্তারিত বিবরণ জানাতে হবে।'

হাওড়া পুলিশ কমিশনারেট-এর এই আদেশ ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ বলে মত বিরোধী দলনেতার। এই প্রসঙ্গ তুলে শুভেন্দু অধিকারী বলেন,'ভারতবর্ষের সংবিধান দেশের সমস্ত নাগরিককে যে বাক স্বাধীনতার অধিকার দিয়েছে তাতে হস্তক্ষেপ করতে চাইছেন মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিশমন্ত্রী। সোশ্যাল মিডিয়ায় কেউ কোনও পোস্ট করলে সেটা তাঁর বাক স্বাধীনতার মধ্যেই পড়ে। পুলিশের চাকরির সময় কেউ তাঁর ব্যক্তিগত সময়ে কি করছেন তা নিয়ে কারও কোনও প্রশ্ন থাকতে পারে না।'

সম্পাদকীয়

মহিলাদের বাইরে কাজ করা অনেকাংশেই নির্ভর বাড়িতে পুরুষতন্ত্রের চাপের ওপর

গত দু'দশক ধরে ভারতে মহিলাদের সবেতন কাজে অংশগ্রহণ করার প্রবণতা ক্রমাগত কমেছে। যা অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় খুবই আলাদা। কোনও মেয়ে রোজগার করবে, না কি কাজ ছেড়ে দেবে, তার পিছনে মেয়েটির শিক্ষাগত যোগ্যতা, বয়স, বিবাহ, পরিবারের আর্থিক অবস্থা, পরিবারতন্ত্র, স্বামীর শিক্ষার স্তর ইত্যাদির ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে, বেশি শিক্ষিত মহিলারা বেশি শিক্ষিত পুরুষকে বিয়ে করে, স্বাভাবিক ভাবেই সেই পুরুষের আয় করার ক্ষমতা বেশি হয়। ফলে সেই বাড়িতে মহিলাদের উপার্জন অপ্রয়োজনীয় ধরে নেওয়া হয়, ফলে মেয়েদের উপার্জন করার প্রবণতা কমে যায়। এই যুক্তির সত্যতা কিছুটা হলেও মেনে নিতে হয় যখন দেখি যে, শহুরে উচ্চশিক্ষিত পরিবারগুলির মধ্যে মেয়েদের উপার্জন করার প্রবণতা সবচেয়ে কম। তবে এ ব্যাপারে সর্বাধিক গুরুত্ব পায় বৃহত্তর সামাজিক অবস্থা। যে সমাজ মনে করে যে, বাইরে গিয়ে উপার্জন করা পুরুষের কাজ, আর বাড়ির অন্তঃপুরে থেকে সন্তান পালন, বয়োজ্যেষ্ঠদের সেবা করা, বাড়ির যাবতীয় কাজ সামলানোর দায় সবটাই মেয়েদের, সেখানে স্বাভাবিক ভাবে মেয়েদের কাজে বেরোনো কঠিন হয়। তখনই মেয়েরা উপার্জনে বেরোয়, যখন সংসারে অনটন, হাঁড়ি চড়ে না। এই সামাজিক নিয়ম কিন্তু আপাত-আধুনিক ও উচ্চশিক্ষিত পরিবারেও প্রবল। তা হলে কি লেখাপড়া শিখেও মেয়েরা নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নিতে পারছে না? না কি, তারা কাজ করবে কি না, করলে কত ক্ষণ করবে, সে বিষয়ে তারা নিজেরাই সিদ্ধান্ত নেয়? সম্প্রতি এ বিষয়ে আলোকপাত করেছে একটি গবেষণাপত্র। মহিলারা অনেক সময়ই তাদের নিজেদের কাজের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু সেই সিদ্ধান্তের মূলে যে বিবেচনাকে তারা সর্বাধিক গুরুত্ব দেয় তা হল, তারা বাড়ির কাজ করাটাকে কতটা প্রাথমিক দায়িত্ব বলে মনে করে। যদি তাদের কর্মক্ষেত্র অনেক দূরে হয়, বা দিনের অনেকটা সময় বাইরে কাজ করে, তাতে তাদের বিচারে কাজ করার ঘাটতি দেখা দেয়। অর্থাৎ তারা হয়তো কাজ করে, কিন্তু তার থেকে পুরো উপযোগিতা পায় না, কারণ তারা বাড়ির কাজ কম করে। এই অসুবিধাটা স্বভাবতই বেশি হয় যদি পরিবারে পিতৃতন্ত্রের চাপ বেশি হয়। সে ক্ষেত্রে তাদের নানা অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়।

শব্দবাণ-৫৩

১	■	২				
	■		■	■	■	■
	■	৩		৪		৫
	■		■		■	
৬					■	
■	■	■	■		■	
৭					■	

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ২. প্রসূতি হাসপাতাল ৩. রেশমি কাপড় ৬. পরিহাসপটু, রসিকতায় দক্ষ ৭. একজাতীয় করা।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. অবিবাহিত ২. যে রাজস্ব দেয়, জমিদার ৪. অপরকে বশে আনা ৫. নবদ্বীপচন্দ্র।

সমাধান: শব্দবাণ-৫২

পাশাপাশি: ১. পটল ২.চরিত্র ৫. জিনিস ৮. বজিয়ে ৯. ফানুস।

উপর-নীচ: ১. পয়সা ৩. ত্রসর ৪. মিনিট ৬. গরবা ৭. আভাস।

জন্মদিন

আজকের দিন

কুমার শানু

১৯৪৩ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী তনুজার জন্মদিন।
১৯৫৭ বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী কুমার শানুর জন্মদিন।
১৯৭০ বিশিষ্ট চিত্র পরিচালক সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন।

‘তোমার পতাকা যারে দাও তারে বহিবারে দাও শকতি’

শান্তনু রায়

আর জি কর কাণ্ডে রাজ্যের হয়ত দেশেরও অনেকের সাগ্রহ নজর ছিল ১৭ তারিখে শীর্ষ আদালতে শুনানির দিকে, বিশেষত একদিকে রাজ্যসরকারের সঙ্গে আদালতের নির্দেশ সত্ত্বেও কাজে যোগ না দেওয়া ধর্মঘটী জুনিয়র ডাক্তারদের বৈঠক দু'বার ভেস্তে যাওয়ার পর সোমবার মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে ধর্মঘটী জুনিয়র ডাক্তারদের সাথে বৈঠকে কিছু দাবি মেনে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেও কর্মবিরতি প্রত্যাহার নিয়ে কোন সিদ্ধান্ত না হওয়া এবং অন্যদিকে সি বি আই ইতিমধ্যে সন্দীপ ঘোষ ও টালা থানার প্রাক্তন ওসিকে গ্রেফতার করে হেফাজতে নেওয়ার প্রেক্ষিতে।

মঙ্গলবারে শুনানিকালে অবশ্য রাজ্যের প্রতি কড়া মনোভাব গ্রহণ করে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ প্রথমেই শুনানি সরাসরি সম্প্রচারে রাজ্যের আপত্তি খারিজ করে দেয়। সিবিআই এর তদন্তের গতি প্রকৃতি সম্বলিত স্টেটাস রিপোর্ট দেখে প্রধান বিচারপতি মন্তব্য করেন ‘খুবই খারাপ ও বিচলিত করার মত’ এবং সেজন্য সিবিআই কে তদন্ত সম্পূর্ণ করতে আরও সময় দেওয়া উচিত। তিনি মৃতা নির্যাতিতার বাবার উদ্বেগের সাথে সহমর্মী হয়ে তাঁর চিঠিতে উল্লেখিত সূত্রগুলিও সিবিআই কে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে নির্দেশ দেন। মৃতদেহের চালান ও ঘটনাস্থলের সিসি টিভির সম্পূর্ণ ফুটেজ হস্তান্তর প্রসঙ্গে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে তদন্তে সি বি আই কে সর্বোতভাবে সহযোগিতা করবে রাজ্য পুলিশ। রাজ্য সরকারের চালু করা ‘রাত্রিসাথী’ অ্যাপের বিজ্ঞপ্তি সংশোধন করতে নির্দেশ দিয়ে প্রধান বিচারপতি বলেন কোন মহিলাকে বলা যায় না রাতে কাজ করবেন না কারণ রাজ্য সরকার ঠিক করতে পারেন না মহিলারা রাতে কাজ করবেন কিনা। ধর্মঘটী জুনিয়র চিকিৎসকদের কাজে ফেরা সংক্রান্ত বিষয়ে আদালতের পূর্ববর্তী আদেশ বলবৎ রাখলেও শীর্ষ আদালতের নির্দেশ রাজ্য সরকারকেই হাসপাতালে চিকিৎসকদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা করতে হবে এবং তা সিভিক ভলান্টিয়ারের মতো চুক্তিভিত্তিক কর্মী দিয়ে নয়।মহিলা চিকিৎসকেরা রাতে কিভাবে নিরাপদে কাজ করবেন এই মন্তব্য করে আদালতের পর্যবেক্ষন- আর জি কর হাসপাতালে পরিকাঠামো ও নিরাপত্তা উন্নত করার কাজও খুব ধীর গতিতে হচ্ছে। আশা করা যায় শীর্ষ আদালতের এই রায় ধর্মঘটী জুনিয়র চিকিৎসক সহ সংশ্লিষ্ট সকলের ন্যায্য ক্ষোভ প্রশমনে সহায়ক হবে।তবে বোঝা যাচ্ছে না শীর্ষ আদালতের এমত পর্যবেক্ষনের পরও রাজ্য প্রশাসনের হুঁশ ফিরবে কিনা-সদিচ্ছা জাগবে কিনা।তবে ইতিমধ্যে সোমবারে ধর্মঘটী জুনিয়র চিকিৎসকদের সাথে দীর্ঘ বৈঠকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুসারে নবান্ন থেকে এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে কোলকাতার পুলিশ কমিশনারের পদ থেকে বিনীত গোয়েল ও ডিসি নর্থ অভিষেক গুপ্তা এবং স্বাস্থ্য অধিকর্তা দেবাশিস হালদার ও স্বাস্থ্য-শিক্ষা অধিকর্তা কৌস্তব নায়েককেও অপসারন করেছেন রাজ্য সরকার। এর ফলে ধর্মঘটী জুনিয়র চিকিৎসকদের পাঁচদফা দাবির অনেকটাই পুরণ হওয়ায় তাঁদের কাজে ফেরার সম্ভাবনা নিশ্চিত হলো বলে অনেকেরই অনুমান।

প্রসঙ্গত ভারতীয় বিচার ব্যবস্থা ভারতীয় সংবিধানের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ-গনতন্ত্রের এক গুরুত্বপূর্ন স্তম্ভ। ভারতীয় সংবিধান বিচার বিভাগকে আইনের অভিভাবকত্বের দায়িত্ব সোপর্দ করেছে। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সংবিধানের এক মৌলিক এবং অবিচ্ছেদ্য বৈশিষ্ট্য। ভারতেরবিচারব্যবস্থা নিঃসন্দেহে স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও যথেষ্ট শক্তিশালী, যা ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ইদানীং প্রায়শ আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে,সাম্প্রতিক কিছু ঘটনাবলীর এবং বিভিন্ন উচ্চন্যায়ালয় ও দেশের শীর্ষ ন্যায়ালয়ের বিভিন্ন রায়ের প্রেক্ষিতেও।

তবে দেশের সব শাসককুলের পক্ষেই অস্বস্তিকর ঠেকে শক্তিশালী বা স্বনির্ভর স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা।সেহেতু বিচারবিভাগকে শাসনবিভাগের প্রভাবে রাখার এক সুপ্ত বাসনায় অনেক কৌশল হয়ে থাকে মাঝে মধ্যেই। এর চরম ও ন্যক্কারজনক প্রকাশ ঘটেছিল প্রায় অর্ধশতক আগের সেই তমসাচ্ছন্ন অধ্যায়ে যখন গণতন্ত্রের ছদ্মবেশে স্বৈরতন্ত্রের স্তাবকেরা দাবি করেছিল বশংবদ বিচার ব্যবস্থা বা কমিটেড জুডিশিয়ারীর।

লক্ষ্যনীয়, অন্যায়ের শিকার অনেক সাধারণ মানুষ প্রশাসনিক আঙিনায় প্রতিকারলাভে ব্যর্থ হলে এখনও নির্ভর করে আদালতের উপর।প্রশাসনিক বা রাষ্ট্রীয় অবিচারের প্রতিকারেরও শেষ আশা ও অবলম্বন হল আদালত। অভিজ্ঞতা বলে, অন্যায় বা অপরাধের বিরুদ্ধে নিরুপায় পুঞ্জীবিত সামাজিক ক্ষোভ অনেক ক্ষেত্রেই সান্ত্বনা পায় কোন বিশেষ ঘটনার অপরাধীর আদালতের রায়ে যথার্থ শাস্তিবিধানে এবং তার বাহ্যিক প্রকাশও ঘটে, জনমানসের আস্থা পুনর্স্থাপিত হয় বিচারব্যবস্থায়।দেশের জনপরিসরে সাধারণ অভিমত এইযে যথার্থ বিচার দিতে ব্যর্থতা বা বিলম্বিত বিচারের কারণেই জনসাধারণের আইন নিজের হাতে নেবার প্রবণতা গড়ে ওঠে। প্রসঙ্গটি আবার আলোচনায় এসেছে সাম্প্রতিক আর জি কর কাণ্ডের প্রেক্ষিতে।

প্রসঙ্গত ন্যায় বিচারে জরুরী তদন্তকারী সংস্থার দক্ষতা ও সততার পাশাপাশি প্রশাসন বা রাষ্ট্রযন্ত্রের সহায়তাও।রাজনীতি প্রভাবিত প্রশাসনিক পক্ষপাতদুষ্টতায় এবং বিচার পদ্ধতির দীর্ঘসুত্রিতায় হতাশ দুর্গতদের (উদাহরণ—ভোপাল গ্যাস ট্র্যাজেডি) অনেক বিভ্রান্ত মনে প্রশ্ন জাগতেই পারে যে আইনের চোখে সকলেই সমান- এ কি নিছকই তত্ত্ব? এ যে নিছক তত্ত্ব নয়তা প্রমাণের দায়িত্ব প্রধানত বিচারব্যবস্থার-তবে সংশ্লিষ্ট অন্যদেরও।

আর জি করের ঘটনার অভিঘাত বুঝতে অনিচ্ছুক শাসকদলের কিছু মন্ত্রী সান্ত্রীরা প্রকাশ্য সভাসমিতিতে ‘আঙ্গুল ভেঙ্গে দেব’-‘হাতমুচড়ে ভেঙ্গে দেব’ জাতীয় হুংকার দিয়ে চলেছেন ।এদিকে নিজের প্রশাসনের সার্বিক ব্যর্থতা ও অন্যায় ঢাকতে প্রশাসনিক প্রধান পারিষদদের দোহারে মঞ্চে ‘ফাঁসি চাই’ ‘ফাঁসি চাই’ উচ্চকিত শ্লোগান তুলছেন আর দলীয় সেনাপতি হাতে গরম পদ্ধতি বাতলে অপরাধীকে এনকাউন্টারে খতমের হঠকারি নিদান দিয়েছেন ঘটনা অভিঘাতে আবেগাপ্লুত সাধারণ মানুষের সস্তা চমকে হাততালি পাওয়ার লক্ষ্যে। এ প্রয়াস দলীয় লক্ষ্যে সৃষ্ট প্রশাসনিক পঙ্গুতা ও অকর্মন্যতা থেকে দৃষ্টি ঘোরানোরও এক কৌশল হতে পারে। কিন্তু এভাবে বিচারব্যবস্থাকে এড়িয়ে ধৃতকে শাস্তি প্রদানের মানসিকতা ও প্রবণতা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আদৌ সমর্থনযোগ্য নয়। বরং ঐভাবে মৃত্যু ঘটিয়ে তথ্য প্রমাণ লোপাট করে আসল অপরাধীকে আড়াল করার এক সুযোগ চক্রান্তকারীর হাতে এসে যায়।

প্রসঙ্গত ২০১৯ এর নভেম্বরে হায়দ্রাবাদের কাছে ২৬ বছর বয়সী এক পশু চিকিৎসককে গণধর্ষন করে শাস্তি এড়াতে প্রমাণ লোপাটের উদ্দেশ্যে খুন করে দেহটি নিয়ে গিয়ে রাস্তার পাশে ফেলে দেওয়া ধৃত অপরাধীদের এনকাউন্টারে মৃত্যু ঘটিয়ে শাস্তিদানে সাধারন জনতার উল্লাস তো বটেই নাগরিক সমাজের একাংশের প্রশংসা ও সমর্থন জুটেছিল পুলিশবাহিনীর প্রতি। যদিও বিচারের আগে ঐভাবে ধৃতদের মৃত্যু ঘটানোয় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের আচরণে কার্যত বিচারব্যবস্থার প্রতি অনাস্থা প্রকাশে বা বিচারবিভাগকে পার্শ্বিকতায় নির্বাসিত করার প্রয়াসের বিরুদ্ধেও উচ্চারিত হয়েছিল অনেক স্বর। সুপ্রীম কোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতিও তখন বলেছিলেন-জাস্টিস মাস্ট নেবার টেক দি ফর্ম অফ রিভেঞ্জ।

দেশে ক্রমবর্ধমান অপরাধের কারণস্বরুপ প্রলম্বিত বিচারপ্রক্রিয়ায় বিচারে বিলম্বের দূর্বলতাকেই অবশ্য কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর একটা সাধারণ প্রবণতা প্রায়শ পরিলক্ষিত হয়।প্রসঙ্গত ২০১২ সালের ডিসেম্বরে নির্ভয়া কাণ্ডের ১৮ দিনের মাথায় চার্জশিট দাখিল করেছিল দিল্লী পুলিশ; অপরাধীদের দোষী সাব্যাস্ত করে ‘বিরলের মধ্যে বিরলতম’ বিধায় ফাঁসির আদেশ হয়েছিল এ ঘটনার প্রেক্ষিতে সদ্য স্থাপিত ফার্স্ট ট্র্যাক আদালতের ২০১৩র সেপ্টেম্বরের রায়ে এবং দায়রা আদালতের সে আদেশ দিল্লি উচ্চন্যায়ালয়ের ২০০১৪র ১৩ই মার্চের আদেশে অনুমোদিতও হয় কিন্তু আসামী পক্ষ বিভিন্নভাবে কালহরনের (আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই) দরুন ছ'বছর গড়িয়ে সেই শাস্তির আদেশ অবশেষে কার্যকরী হয় ২০২০র ২০শে মার্চ। তখনও স্বাভাবিকভাবেই ধৈর্যচ্যুত মৃতা নির্যাতিতার পরিবারের মত তখন অনেকের মনে হয়েছিল পরবর্তীকালেও অন্যক্ষেত্রেও হয়েছে, হয়ত অনেকক্ষেত্রে অপরাধীদের যথাযথ বা আদৌ শাস্তি না হওয়ার প্রেক্ষিতে-বিচারব্যবস্থার দীর্ঘসূত্রীতার কথা। নিগ্রহের ঘটনা ঘটলে উত্তাল জনমানসের বিচারব্যবস্থার দীর্ঘসূত্রীতার দিকেই প্রথম আঙ্গুল ওঠে, সার্বিক দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া হয় বিচারব্যবস্থার কাঁধে হয়ত কখনো কখনো কিঞ্চিৎ ভ্রান্তিবশত।

একথা সত্য যে সমাজে যে অনুপাতে অপরাধ ও হিংসার ঘটনা ক্রমবর্ধমান সেইঅনুপাতে আদালতের বিচারে দোষীসাব্যাস্ত হয়না- সেকারণে শাস্তিও হয়না অপরাধীর। কিন্তু সেজন্য বিচারব্যবস্থাকেই একমাত্র দায়ী করে নিজেদের সামাজিকদায় এড়িয়ে যাওয়া ভাবের ঘরে চুরি করা ব্যতীত আর কিছু নয়। বিচারে বিলম্ব এবং দীর্ঘবিচার প্রক্রিয়া ক্ষেত্রবিশেষে ধৈর্যের পরীক্ষা হয়ে দাঁড়ালেও তা অভিযুক্তের দোষী সাব্যাস্ত না হওয়ার একমাত্র কারণ হতে পারেনা। কারণ বিচারে অপরাধীর দোষী সাব্যাস্ত না হওয়ার অন্যতর কারণগুলিও (যথাযথ তদন্ত না হওয়া, সাক্ষ্যপ্রদানে অনীহা ইত্যাদি) অস্বীকার করা যায় না। অন্যদিকে টিআরপি বাড়ানোর লক্ষ্যে একশ্রেণীর সংবাদমাধ্যমের অত্যুৎসাহে বিচারকের ভূমিকাগ্রহণ এবং তদন্তমূলক সাংবাদিকতা ও মিডিয়া ট্রায়ালের মধ্যবর্তী সীমারেখাটি সচেতন বিস্মরন বা উলঙ্ঘনের অতিপরিচিত প্রবনতায় সাময়িক উত্তেজনার আগুন পোহানো যায় মাত্র। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে সঠিক তদন্ত করে যথা সময়ে চার্জশিট দাখিলি মামলায়ও ঘটনার পরপরই যে বা যারা অপরাধীর চরম শাস্তির দাবিতে সোচ্চার হন থানা ঘেরাও করেন তারাই আদালতে বিচার চলাকালে সাক্ষ্য দিতে এগিয়ে আসেন না,অনেকে এমনকি নির্যাতিতা বা মৃতার ঘনিষ্ঠরাও আদালতে সাক্ষ্য দিতে এলেও সত্য গোপন করেন সাক্ষ্যে হয়ত তাৎক্ষণিক উত্তেজনা অবসানে কিংবা ইতিমধ্যে কোন ‘বোঝাপড়া’ বা অন্য কোন হেতুতে। সাম্প্রতিকতম উদাহরন বগটুই গণহত্যা কাণ্ড মামলায় সাক্ষ্যপ্রদানকালে নিহতদের পরিবারের সদস্যদেরই সাক্ষীহিসেবে আচরণ। অনেকসময় ফরেন্সিক রিপোর্ট বা অন্য বিশেষজ্ঞের রিপোর্ট আসতে অস্বাভাবিক বিলম্ব হয় বা রিপোর্টের অভিমত অভিযোগ প্রমাণে সহায়ক হয়না। বিচারকার্য সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করতে আদালতকে পুলিশ সহ অন্যান্য রাষ্ট্রীয় বিভাগের উপর নির্ভর করতে হয় যাদের যথাযথ সক্রিয়তা, সময়ানুবর্তিতার এবং পরিকাঠামোগত দক্ষতা এবং গুরুদায়িত্বে ব্যত্যয় ঘটলে ন্যায় বিচারে বিঘ্ন ঘটে ।

ফৌজদারি মামলার বিচারকার্য সম্পূর্ন করার জন্য কোন নির্দিষ্ট সময়সীমা ধার্য করা উচিত কিনা এ বিষয়ে ঐক্যমত নয় আইনীমহল, বিশেষত আদর্শ সামাজিক পরিকাঠামোগত অবস্থার অনুপস্থিতিতে ।কিন্তু তবু অসত্য হয়ে যায় না সেই বহু উল্লেখিত প্রবাদবাক্য-‘ জাস্টিস ডিলেইড, জাস্টিস ডিনাইড’।যেমন স্মর্তব্য-‘জাস্টিস হারিড ইজ জাস্টিস বারিড’ প্রবচনটিও।অতএব বিচারকের এখানে গুরুদায়িত্ব।

অপরাধের যথাযথ তদন্ত হওয়া এবং উপযুক্ত সাক্ষ্যপ্রমান পেশে প্রমান করা মামলার দ্রুত নিস্পত্তিতে ও ন্যায়বিচারে জরুরী হলেও আজ রাজনীতির অপরাধকরন এবং অপরাধের রাজনীতিকরনের আবহে এমনটি প্রায়শই ঘটেনা।মামলা আদালত পর্যন্ত পৌঁছনোর আগেই মামলার ভাগ্য বা পরিনতি অনেকাংশেই স্থির হয়ে যায়।সেক্ষেত্রে ন্যায়বিচার অধরাই থেকে যায়।

প্রসঙ্গত যেহেতু ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্তকে দোষীসাব্যাস্ত করতেহলে তার অপরাধ সর্বোতপক্ষে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করতে হয় সেজন্য তদন্তকারী আধিকারিকের সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহের দক্ষতা ও আন্তরিকতার উপর ফৌজদারি মামলার সাফল্য অনেকখানি নির্ভর করে। ফৌজদারী মামলা দ্রুত নিস্পত্তিতে সরকারি উকিল মহোদয়ের এক গুরুত্বপূর্ন ভূমিকাআছে। তদন্তকারী আধিকারিক এবং সংশ্লিষ্ট থানার সহযোগিতায় প্রয়োজনীয় সাক্ষীদের ধার্য আদালতে উপস্থিত করিয়ে মামলাটি যথাযথভাবে পরিচালনার দায়িত্ব আন্তরিকভাবে পালিত হলে কেবল যে মামলা নিস্পত্তিতে বিলম্ব অনেকটাই এড়ান যায় তাই নয় অপরাধ প্রমানেও অনেক সুবিধা হয় কারণ মামলায় সাক্ষ্যদানপর্বের সূচনা অধিক বিলম্বিত না হলে প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীদের পাওয়া এবং তাঁরাও ঘটনার খুটিনাটি স্মরণে যথার্থ বিবরণ দিতে সক্ষম হতে পারেন। আসামী পক্ষের আইনজীবীরও তাঁর পেশাগত ভূমিকার সাথে সাথে সমাজে অপরাধ নিবারণে নিজের সামাজিক দায়িত্বও স্মরনে রাখতে হবে,সচেতন হতে হবে যে জনসাধারণের বিচারব্যবস্থার উপর আস্থা লোপ হয়ে গেলে পরিণামে সমাজেরই ক্ষতি, তাঁর নিজের পেশার পক্ষেও সুখকর নয়।

তবে মামলা দ্রুত নিস্পত্তিতে বিধিগত দীর্ঘ পদ্ধতির বাধা ছাড়াও অন্যতম কারন আদালত পিছু বিপুল সংখ্যক মামলা যেহেতু মামলার সংখ্যা অনুযায়ী বা লোকসংখ্যা অনুপাতে আদালতের সংখ্যা বৃদ্ধি না হওয়া।এ রাজ্যে আরও ফার্স্ট ট্র্যাক কোর্ট স্থাপন নিয়ে রাজ্যের সক্রিয়তার অভাবের অভিযোগও সম্প্রতি উঠছে।

অন্যদিকে আর জি করের নারকীয় ও বীভৎস ঘটনার বিরুদ্ধেও প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর রুদ্ধ করতে অতিতৎপর রাজ্য প্রশাসন। প্রসঙ্গত ‘নবান্ন চলো’ অভিযানের রাতে এক বৈদ্যুতিন চ্যানেলের অফিস থেকে বেরোনোর পরই ছাত্রসমাজের পক্ষে ‘নবান্ন চলো’ ডাকের অন্যতম আহ্বায়ক ছাত্রনেতাকে গ্রেফতার করা হলো। হাইকোর্টের আদেশে তাঁর মুক্তির পর জনগনের করের টাকা ব্যয় করে নামী দামী আইনজীবী নিয়োগ করে রাজ্যপ্রশাসন তার জামিন খারিজ করতে গেলেও রাজ্যের মুখ আবার পোড়ে। আবার পুলিশ নয়, শাসক দলের নেতার পেশ করা একটি অডিও ক্লিপে কথোপকথনের ভিত্তিতে চিকিৎসকদের ধর্নায় হামলা চালানোর ‘ষড়যন্ত্রের’ অভিযোগে গ্রেফতার করা হলো লালবাজারে বামফ্রন্টের রাতভর অবস্থান শেষে বাড়িফেরার পথে এক বাম যুব নেতাকে। যদিও ভারতীয় সাক্ষ্য আইনের সংশ্লিষ্ট ধারায় স্পষ্ট বিধান আছে কিভাবে এরকম অডিও/ভিডিওয় তথ্য সাক্ষ্য হিসেবে আদালতে গ্রাহ্য হতে পারে। অডিও'র গলার কণ্ঠস্বর পরীক্ষা করতে গ্রেফতার করা জরুরি কিনা সে প্রশ্নও উঠছে।

প্রসঙ্গত সন্দেশখালি ঘটনায়ও শাসক দলের পেশ করা ভিডিও জাল কিনা পরীক্ষার আগেই পুলিশ প্রতিদ্বন্দ্বী দলের সদস্যদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে ছিল অতি সক্রিয়।

বস্তুত দুষ্টের পালন ও শিষ্টের দমন এমন রাজধর্মে এখন সাধারন নাগরিকদের সুরক্ষা দিতে অনীহ রাজ্যের আরক্ষাবাহিনী রাজনৈতিক প্রভুদের তুষ্ট রাখতে নারীপুরুষ নির্বিশেষে প্রতিবাদীদের লাঠিপেটা আর শাসকদলের স্থানীয় মাতব্বরের হামলায় ফাইলের আড়ালে আশ্রয় নিতে এমনকী যুথবদ্ধ রাজনৈতিক গুণ্ডাদের হাসপাতাল আক্রমন ও ভাঙচুরের সময়ও নির্বিকার দর্শকের ভূমিকা কিংবা ভয়ে আত্মগোপন করতে, কর্তব্যরত নার্সদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার দায়িত্বপালনের পরিবর্তে তাঁদের কাছেই আশ্রয় প্রার্থনার মতো লজ্জাহীন আচরণে অভ্যস্ত হওয়াই তো স্বাভাবিক।চলছে প্রতিবাদ দমন করতে প্রতিহিংসাপরায়নতা।

এ পরিস্থিতিতে মানুষের অন্তিম আশা-ভরসা বিচারব্যবস্থা সক্রিয় ও নির্ভীক নাহলে এ রাজ্যের পক্ষে বড় দুর্দিন ও হতাশা। এ প্রেক্ষিতে অনেকের মনেই যে ধন্দ ও সংশয় জাগছে তা হল আর জি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে ‘নবান্ন চলো’ ডাক দিয়ে গ্রেফতার হওয়া দুই ছাত্রনেতাদের ১৪দিনের এবং শাসক দলের এক নেতার উপস্থিত করা এক অডিও ক্লিপে কথোপকথনের (অপরীক্ষিত) ভিত্তিতে ‘ষড়যন্ত্রে’র অভিযোগে আটক এক বাম যুবনেতার সাত দিনের পুলিশ হেফাজত;অথচ পড়ুয়া চিকিৎসকের হাসপাতালের মধ্যেই খুন ও ধর্ষণের মত গুরুতর অপরাধের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে গ্রেফতার হওয়া আসামী হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ কিংবা টালা থানার প্রাক্তন ওসি'র প্রাথমিকভাবে মাত্র দু'দিন সিবি আই হেফাজত!

প্রসঙ্গত ভারতীয় বিচার ব্যবস্থার ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত ১২ই জুন ১৯৭৫ দিনটি ভারতীয় বিচার ব্যবস্থার পক্ষে অতীব গরিমার দিন হিসেবে সুচিহ্নিত-হয়ত দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসেও এক গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণ । কারণ এলাহাবাদ উচ্চন্যায়ালয়ের এক মামলায় (উত্তরপ্রদেশ সরকার বনাম রাজনারায়ন) এক সাহসী ও নির্ভীক বিচারপতির সেদিনের রায়ে (এ আই আর ১৯৭৫পাতা ৮৬৫) দেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর ক্ষমতার আসন প্রকম্পিত হওয়ায় পরবর্তী গভীর অন্ধকার অধ্যায়ের সূচনাহয়েছিল। আলোড়ন সৃষ্টিকারি সাহসী ও নিরপেক্ষ এবং উচ্চপ্রশংসিত তাঁর সেই রায় ভারতের বিচার ব্যবস্থার,হয়ত ভারতীয় গণতন্ত্রেরও, সম্ভ্রম ও মর্যাদা সমুন্নত করেছিল।সেই মামলায় আদালতের কার্যপরিচালনায়ও তাঁর দৃঢ়তা ন্যায়বিচার ও বিচার বিভাগের প্রতি দায়বদ্ধতার সমুজ্জ্বল উদাহরন। কেবল বিচারব্যবস্থাই পারে এমন সদর্থক বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণে; এই নিবন্ধকারের মত আরো অনেকেরও কর্মজীবনে বিচারকের পেশাগত দায়িত্ব পালনে হয়ত সতত প্রণোদনা লাভ সাতের দশকের সেই বিচারবিভাগীয় নিরপেক্ষতা, দার্ঢ্য,শুভ্র সম্ভ্রমবোধও নৈর্ব্যক্তিকতার আদর্শ উদাহরন স্মরণে। নিঃসন্দেহে ন্যায়বিচার সুনিশ্চিত করতে সুষ্ঠবিচারকার্যে প্রয়োজন মেধা তো বটেই -কিন্তু সর্বোপরি নিরপেক্ষতার সাথে সেই কিংবদন্তীসম ‘কারেজ’। তবেই বহুশ্রুত প্রবাদ Justice is blind অর্থাৎ ন্যায়বিচার পক্ষপাতশূন্য ও নৈর্ব্যক্তিক-বন্ধু-শত্রু, ধনী-নির্ধন নিরপেক্ষ বাস্তবে রূপ নেবে।

গণতন্ত্রের বনিয়াদ মজবুত করতে-আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় স্বাধীন বিচারব্যবস্থার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন এবং সেকারণে বিচার ব্যবস্থাকে গতিশীল, স্বচ্ছ এবং সুদৃঢ় করতে ও সুমহান ঐতিহ্য বজায় রাখতে প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব বিচারবিভাগের নিজেরই-এ ব্যবস্থার উপর সাধারণের আস্থা সুরক্ষিত রাখারও।

আনন্দকথা

যে সাধন-ভজন করছে — পূজা, জপ, ধ্যান, নামগুণকীর্তন করছে — সে ব্যক্তি সাধক। যে-ব্যক্তি ঈশ্বর আছেন বোধে বোধ করেছে, তাকেই সিদ্ধ বলে। যেমন বেদান্তের উপমা আছে — অন্ধকার ঘর, বাবু শুয়ে আছে। বাবুকে একজন হাতড়ে হাতড়ে খুঁজছে। একটা কৌচে হাত দিয়ে বলছে, এ নয়, জানালায় হাত দিয়ে বলছে, এ নয়, দরজায় হাত দিয়ে বলছে এ নয়য। নেতি, নেতি, নেতি। শেষে বাবুর গায়ে হাত পড়েছে, তখন বলছে, ‘ইহ’ এই বাবু — অর্থাৎ ‘অস্তি’ বোধ হয়েছে। বাবুকে লাভ হয়েছে, কিন্তু বিশেষরূপে জানা হয় নাই।

‘‘আর-এক থাক আছে, তাকে বলে সিদ্ধের সিদ্ধ। বাবুর সঙ্গে যদি বিশেষ আলাপ হয় তাহলে আর একরকম অবস্থা — যদি ঈশ্বরের সঙ্গে প্রেমভক্তির দ্বারা বিশেষ আলাপ হয়। যে সিদ্ধ সে ঈশ্বরকে পেয়েছে বটে, যিনি সিদ্ধের সিদ্ধ তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে বিশেষরূপে আলাপ করেছেন।

‘‘কিন্তু তাঁকে লাভ করতে হলে একটা ভাব আশ্রয় করতে হয়। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য বা মধুর।

(ক্রমশঃ)

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

নর্দমা থেকে উদ্ধার সদ্যোজাত ২টি ভ্রূণ, স্থানীয় পলিক্লিনিকের বিরুদ্ধে অবৈধ গর্ভপাতের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: খোদ পুরসভার অদূরে নর্দমায় উদ্ধার সদ্যোজাত দুই ভ্রূণ, স্থানীয় পলিক্লিনিকের বিরুদ্ধে অবৈধভাবে গর্ভপাত করানোর অভিযোগ তুলে সরব এলাকাবাসী।

খোদ পুরসভার সামনে নর্দমা থেকে সদ্যোজাত জোড়া ভ্রূণ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল বাঁকুড়ার সোনামুখী শহরে। রবিবার সকালে এক মহিলাকে নর্দমায় বালতিতে করে কিছু ফেলতে দেখে সন্দেহ হওয়ায় ওই নর্দমার কাছে গিয়ে স্থানীয় একজন দেখেন দুটি ভ্রূণ ফেলে দেওয়া হয়েছে। স্থানীয়দের দাবি স্থানীয় একটি পলিক্লিনিকে অবৈধভাবে গর্ভপাত করানোর পর ওই দুটি ভ্রূণ ফেলে দেওয়া হয়েছে নর্দমায়। বিষয়টি পুলিশের নজরে আনার পাশাপাশি অবিলম্বে ওই পলিক্লিনিক বন্ধের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

বাঁকুড়ার সোনামুখী শহরের পুরসভার অদূরেই রয়েছে শ্রীনিবাস পলিক্লিনিক নামের একটি পলিক্লিনিক। পেশায় চিকিৎসক মানস মুখার্জী ওরফে পাহাড়ি বাবু ওই পলিক্লিনিকে দীর্ঘদিন ধরে অবৈধভাবে গর্ভপাতের ব্যবসা চালিয়ে আসছেন বলে অভিযোগ। আজ সকালে স্থানীয়রা দেখেন পলিক্লিনিক থেকে চিকিৎসক পাহাড়ি বাবু বেরিয়ে আসেন। সঙ্গে এক মহিলা বালতিতে করে কিছু নিয়ে পুরসভার সামনের নর্দমায় ফেলে আসেন। স্থানীয় এক ব্যক্তির সন্দেহ হওয়ায় তিনি নর্দমার কাছে গিয়ে দেখেন নর্দমার মধ্যে ২টি সদ্যোজাত ভ্রূণ পড়ে রয়েছে। ওই ব্যক্তি বিষয়টি স্থানীয়দের নজরে আনলে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। তাঁরাই সোনামুখী থানায় খবর দিলে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ভ্রূণ দুটি উদ্ধার করে সোনামুখী থানায় নিয়ে যায়। স্থানীয়দের দাবি, পলিক্লিনিকে অবৈধভাবে গর্ভপাত করার পর ভ্রূণ দুটিকে ফেলে দেওয়া হয়েছে। ঘটনার সময় স্থানীয়দের চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে এক মহিলা স্বীকার করেছেন গর্ভাবস্থায় ভ্রূণের মৃত্যু হওয়ায় ৯ হাজার টাকার বিনিময়ে শ্রীনিবাস পলিক্লিনিকে গর্ভপাত করিয়ে মৃত ভ্রূণ নর্দমায় ফেলা হয়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই ওই পলিক্লিনিকে চিকিৎসার নামে এই বেআইনি ব্যবসা চলে আসছে। অবৈধ এই কারবারের অভিযোগ তুলে অবিলম্বে ওই পলিক্লিনিক বন্ধের দাবিতে সরব হয়েছেন এলাকাবাসী। যদিও সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন অভিযুক্ত চিকিৎসক মানস মুখার্জি। তিনি এই কাজের সঙ্গে কোনওভাবে যুক্ত নন। তাঁর দাবি ২০২৩ সাল থেকে ওই নার্সিংহোম ভাড়ায় দিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাই সেখানে কী হয়েছে সেই দায় তাঁর নয়।

রাস্তা তৈরির বোর্ড থাকলেও তৈরি হয়নি রাস্তা, টাকা বঞ্চনার অভিযোগ, পাল্টা কটাক্ষ বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: ২০২০-২১ আর্থিক বছরে কেন্দ্রীয় প্রকল্পে রাস্তা তৈরির জন্য বোর্ড পড়েছে তিন বছর আগে, এখনো তৈরি হয়নি রাস্তা, কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে ১০০ দিনের কাজের টাকা-বঞ্চনার অভিযোগে শাসকবিরোধী তরজা। সমস্যায় সাধারণ, ঘটনা পাত্রসায়ের থানার ঘোড়াডাঙার।

বাঁকুড়া জেলার পাত্রসায়ের থানার নারায়ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘোড়াডাঙায় মেন রাস্তা থেকে গ্রামের ভেতরে যাওয়ার রাস্তা বলতে প্রায় ২০০ মিটার একটি মাটির রাস্তা। বর্ষার সময় এক হাঁটু কাদা হয়ে থাকে এই রাস্তার ওপর। চরম সমস্যায় পড়তে হয় গ্রামের সাধারণ মানুষের। বারবার স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতে জানানোর পর ২০২০-২১ অর্থবর্ষে নারায়ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে সময় মহাত্মা গান্ধি জাতীয় গ্রামীণ কর্ম নিশ্চয়তা প্রকল্পে এলাকায় কংক্রিটের রাস্তার জন্য ১৮২৩০৬ টাকা বরাদ্দ করা হয়। কাজের জন্য এলাকায় একটি বোর্ডও লাগানো হয়। তিনবছর পেরিয়ে যাবার পরেও ওখানে মাত্র এই ২০০ মিটার রাস্তা কংক্রিটের হয়নি। চরম সমস্যায় রয়েছে এলাকার মানুষজন। স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের এখন দাবি ওই রাস্তা তৈরির জন্য সমস্ত প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়ে পর কেন্দ্র সরকারের ওই প্রকল্পের টাকা আটকে দেয়। বাংলার সঙ্গে বঞ্চনা করে, তাই এই রাস্তা তৈরি করা সম্ভব হয়নি। শুধু নারায়ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে নয়, এই সমস্যা গোটা রাজ্যেই রয়েছে। শুধুমাত্র কেন্দ্র সরকারের জন্যই এই রাস্তা তৈরি করা সম্ভব হয়নি। তবে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে অবশ্যই দেখা হবে এই কাজটি কিভাবে করা যায়।

সমগ্র বিষয় নিয়ে স্থানীয় তথা সোনামুখীর বিজেপি বিধায়ক দিবাকর ঘরামী বলেন, আগে তৃণমূল কংগ্রেসকে পরিষ্কার করতে হবে তারা কি বলছে, যখন এলাকায় রাস্তা হয় তখন ওনারা বলেন তারা করছেন। কাজ হলে তৃণমূলের, বন্ধ হলে বিজেপির। এই সমস্যা প্রায় নারায়ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘোড়াডাঙা নয়, সমস্ত পঞ্চায়েতের এবং নারায়ণপুর অঞ্চলের আরো কাজ তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার লুটপাট করেছে। এই রাস্তার টাকা পঞ্চায়েতে নিয়ে নিয়েছে আরটিআই করলে রিপোর্ট দিচ্ছে না। কারণ ওই টাকা ওরা তুলে নিয়েছে, তৃণমূল কংগ্রেস ভাগবাটোরা করে খেয়েছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের টাকা আটকে দেওয়া এবং রাস্তার কাজ না হওয়া নিয়ে রীতিমতো শাসকবিরোধী তরজা তুঙ্গে। বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের যুব সভাপতি তথা স্থানীয় তৃণমূল নেতা সুব্রত দত্ত বলেন, ওই এলাকার গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা এটি। এলাকার মানুষের সমস্যার কথা ভেবে ওই রাস্তার প্রপোজাল পাঠানো হয়। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী জিও ট্যাকিং এর জন্য বোর্ড লাগিয়ে নারায়ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পাঠায়। তারপরেই কেন্দ্র সরকারের বঞ্চনা, কেন্দ্র সরকার বন্ধ করে দেয় প্রকল্পের টাকা। তিনি বিজেপির উদ্দেশ্যে বলেন, যদি দুর্নীতি হয়, তিনি দুর্নীতি প্রকাশ করুন। আইন আইনের পথে চলবে। আর যদি দুর্নীতি সামনে না আসে তবে তাকে ক্ষমা চাইতে হবে।

বানভাসিদের নতুন পোশাক বিতরণ ও বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: দুর্গা পুজোর মরশুমে উৎসব মুখর হওয়ার জন্য দুঃস্থ মানুষদের নতুন পোশাক দিল পুরাতন মালদা ব্লক যুব তৃণমূল নেতৃত্ব। সংশ্লিষ্ট ব্লকের যুব তৃণমূলের কনভেনার কমল ঘোষের নেতৃত্বে রবিবার বানভাসি দুঃস্থ মানুষদের পুজোর নতুন পোশাক এবং বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। রবিবার এই অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয় পুরাতন মালদা ব্লকের সাহাপুর হাইস্কুলে। পাশাপাশি মালদা মেডিক্যাল কলেজের ব্লাড ব্যাংকে রক্তের সংকট

মেটাতে এদিন একটি স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। সেখানে প্রায় ২৫০ জন রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। পুরাতন মালদা ব্লক যুব তৃণমূল নেতৃত্বের উদ্যোগে একদিনে এত বিপুল পরিমাণ রক্ত সংগ্রহের কর্মসূচিতে সাধুবাদ জানিয়েছে মালদা মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষ।

এদিনের এই কর্মসূচির প্রধান উদ্যোক্তা তথা পুরাতন মালদা ব্লক যুব তৃণমূলের কনভেনার কমল ঘোষের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন সংশ্লিষ্ট ব্লকের মহিলা তৃণমূল নেত্রী মৃণালিনী মণ্ডল মাইতি, পুরাতন মালদা পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান বিভূতি ঘোষ সহ বিশিষ্টজনেরা। যুব তৃণমূল নেতা কমল ঘোষ বলেন, মহানন্দা নদী সংলগ্ন বেশ কিছু এলাকাতেও নদীর জলে কিছু এলাকা প্লাবিত হয়েছিল। এছাড়াও এলাকার আরো বেশকিছু দুঃস্থ মানুষদের পরিস্থিতির কথা লক্ষ্য করেই দুর্গা পুজোর জন্য নতুন পোশাক বিলি করা হয়েছে। এছাড়াও বিনামূল্যে একটি স্বাস্থ্য শিবিরেরও ব্যবস্থা করা হয়েছিল। মেডিক্যাল কলেজের রক্ত সংকট নিয়ে যে সমস্যা তৈরি হয়েছিল, এদিনের স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের মাধ্যমে সেটি মেটানোর চেষ্টা চালানো হয়েছে। সংগঠনের শতাধিক কর্মী সমর্থকরা এদিন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেছেন।

অঙ্কন প্রতিযোগিতা ও বিজ্ঞান প্রদর্শনী

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: শিশুকাল থেকেই ছাত্রীদের সার্বিক বিকাশের পাশাপাশি বিজ্ঞানমনস্ক করে তুলতে বিশেষ উদ্যোগী রসুলপুরের বিবেকানন্দ মডেল স্কুল। আর এই লক্ষ্যে বিগত বছরের ন্যায় এই বছরও আয়োজিত হল ভিএমএস এড্-ফেস্ট। এই উৎসবে বিবেকানন্দ মডেল স্কুল সহ অন্যান্য বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো। এই দিন অঙ্কন প্রতিযোগিতা ও বিজ্ঞান প্রদর্শনী ঘিরে ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়।

প্লাস্টিক জায়ান্ট, টেসলা কয়েল, ওয়াটার লেভেল ডিটেক্টর, লেজার সিকিউরিটি সিস্টেম, রিমোট কন্ট্রোল কার ও অন্যান্য মডেলের তৈরির মধ্য দিয়ে ছাত্রছাত্রীরা তাদের বিজ্ঞান মনস্কতা ও পরিবেশ সচেতনতার পরিচয় দিয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে খবর, এলাকার অন্যতম নামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে ব্যাপক পরিচিতি রয়েছে রসুলপুর বিবেকানন্দ মডেল স্কুলের। এখানে পড়াশোনার পাশাপাশি ক্যারাটে, অঙ্কন, যোগা, ব্রতচারী ও কম্পিউটার শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। সব মিলিয়ে পরিকাঠামোগত দিক থেকে অন্যতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে মানুষের মনে স্থায়ী জায়গা করে নিয়েছে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

বিবেকানন্দ মডেল স্কুলের তরফে জানানো হয়েছে, 'শিশুর পড়াশোনার পাশাপাশি মানসিক ও শারীরিক বিকাশের উপর আমরা জোর দিই।' একই সঙ্গে একদম ছোটো থেকেই ছাত্রছাত্রীদের বিজ্ঞানমনস্ক করে তোলাই লক্ষ্য বলে তাঁরা জানান।

রাহুল গান্ধিকে প্রাণনাশের হুমকির প্রতিবাদে বুনিয়াদপুরে বিক্ষোভ যুব কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: রাহুল গান্ধিকে প্রাণনাশের হুমকির প্রতিবাদে বুনিয়াদপুরে বিক্ষোভ যুব কংগ্রেসের, পোড়ানো হয় প্রধানমন্ত্রীর কুশপুত্তলিকা। জানা গিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ যুব কংগ্রেসের তরফে আজহার মল্লিকের নেতৃত্বে এদিন বিক্ষোভ মিছিল করা হয় বুনিয়াদপুর শহরে। বুনিয়াদপুর ট্রাফিক মোড়ে জেলা যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বিক্ষোভ প্রদর্শনের পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কুশপুত্তলিকা পোড়ানো হয়। যুব কংগ্রেসের এই কার্যক্রমে কেন্দ্র করে কোনো রকম অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে ঘটনাস্থলে মোতায়েন ছিল বংশীহারি থানার পুলিশ। এদিনের এই কর্মসূচিতে

উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস নেতা রাখু দাস, আসিফ ইকবাল, কুণাল কান্তি চৌধুরী। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা যুব কংগ্রেস নেতৃত্বের তরফে শাহজাহান আলি, আকরামুল ইসলাম, নজরুল ইসলাম, মামনুর রশিদ সহ যুব কংগ্রেসের কর্মী সমর্থক। এ বিষয়ে প্রদেশ যুব কংগ্রেসের তরফে আজহার মল্লিক জানান 'বিজেপি ইচ্ছাকৃতভাবে আমাদের নেতা তথা লোকসভার বিরোধী নেতাকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করছেন। এমনকী প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়েছে, এর প্রতিবাদে দেশ জুড়ে পথে নেমেছে যুব কংগ্রেস।'

সিউড়িতে সংগীতের কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিবেদন, সিউড়ি: গীত-বাদ্য-নৃত্য বিষয়ের সমাবেশ হল 'সংগীত'। গীত এক ধরনের শ্রবণ যোগ্য কলা যা সুসংবদ্ধ শব্দ ও অনু শব্দের সমন্বয়ে মানব চিত্তে বিনোদন সৃষ্টি করতে সক্ষম। স্বর ও ধ্বনির সমন্বয়ে গীতের সৃষ্টি। সংগীত সর্বাঙ্গীন সুন্দর হয় তখনই যখন তাল মাত্রা লয় সহকারে নির্দিষ্ট প্রণালীতে সম্পন্ন হয়। সংগীত বা সুর বা স্বর প্রকাশ পদ্ধতিতে সাতটি চিহ্ন সা রে গা মা পা ধা নি ব্যবহৃত হয় যা সাতটি কম্পাঙ্ক নির্দেশ করে। সংগীতের এমন নানা তথ্যই গান সহকারে ছাত্রছাত্রীদের বোঝানোর জন্য রবিবার দিনভর কর্মশালা পরিচালনা করলেন সংগীতগুরু স্বপ্নব্রত নন্দন। সিউড়ি ডিভার ডিসি হলে অলংকার মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী সহ বহিরাগত ছাত্র-ছাত্রীদের সংগীতের কর্মশালায় তালিম দিলেন তিনি। সংস্কৃতি শহর সিউড়িতে এমন কর্মশালায় সুযোগ পেয়ে উপকৃত হলেন সংগীতের ছাত্র-ছাত্রীরা।

AKNA-SENPUR 'O' KHANDAKSHETRA S.K.U.S LTD.
Regd. No. 3HG, Date-08/04/1961
Vill.-Senpur, P.O.-Poshpur,
Dist.-Hooghly, West Bengal
Memo No.- BOD election 2024 (25), Date- 20.09.2024

নোটিশ

অত্র সমবায় সমিতির পরিচালক মন্ডলীর নির্বাচনের খসড়া ভোটার তালিকা ২৩/০৯/ ২০২৪ তারিখে প্রকাশিত হয়েছে। বিশদে জানতে সমবায় অফিসে যোগাযোগ করুন।

Sd/- Suprovat Maji
Manager
Akna-Senpur Khandakshetra S.K.U.S Ltd.

কেন্দ্রীয় সরকার (রিজিওনাল ডিরেক্টর) ইস্টার্ন রিজিওন, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক সমীপে

২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুল ৩০ এর সাব রুল (৫) এর ক্লজ (এ) বিষয় সম্পর্কিত

এবং

খুসাবু বিয়ারিং প্রাইভেট লিমিটেড (CIN : U51502W82004PTC098059), রেজিস্টার্ড অফিস ৭৫ডি, শোভা বাজার স্ট্রিট, আহিরিটোলা, কলকাতা - ৭০০০০৫ সম্পর্কিত

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, **১ আগস্ট ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায়** গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস **"পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য"** থেকে **"ওড়িশা রাজ্যে"** স্থানান্তর নির্ধারণ নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারা অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।

যে কোনও ব্যক্তির কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে **বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in)** বা রেজিস্টার্ড ডাকে হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে স্বার্থের ধরন এবং আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ **রিজিওনাল ডিরেক্টর (ইস্টার্ন রিজিওন, নিজাম প্যালেস, II এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪, এ জে সি বোস রোড, কলকাতা - ৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ** ঠিকানায় এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের **চৌদ্দ (১৪) দিনের** মধ্যে পাঠাতে পারেন, একটি কপি আবেদনকারী কোম্পানির উপরে উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে।

খুসাবু বিয়ারিং প্রাইভেট লিমিটেডএর পক্ষে
স্বা/-
অশোক কুমার নায়ক
ডিরেক্টর
তারিখ : ২৩.০৯.২০২৪
স্থান : কলকাতা
ডিন :০৭৯৬৯৬১৯

ফর্ম নং ১৪
[দ্রষ্টব্য রেগুলেশন ৩৩(২)]
রিকভারি অফিসার-I/II-এর অফিস ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল শিলিগুড়ি ৩য় তল, পিসিএম টাওয়ার, সেবক রোড, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ (পশ্চিমবঙ্গ)

দাবি নোটিশ

১৯৯৩ সালের ডেটস অ্যান্ড ব্যাঙ্ক রাপ্টসি আইনের ধারা ২৫ থেকে ২৮ এবং ১৯৬১ সালের আয়কর আইনের সেকেন্ড সিডিউল এর রুল ২ অধীনে বিজ্ঞপ্তি।

RC/226/2023 11.09.2024

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক (ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া)
বনাম
সেলিম রেজা মন্ডল এবং অন্যান্য

প্রতি
(সিডিএস)

১. সেলিম রেজা মন্ডল, পিতা আলি বক্স মন্ডল এবং স্বত্বাধিকারী মেসার্স কম্পিউটার গ্যালাক্সি (স্বত্বাধিকারী সংস্থা) ব্যবসা পরিচালিত স্টল নং এ-৩, কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স, পো : বহরমপুর, থানা : বহরমপুর, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পিন : ৭৪২১০১।

২. শ্রীমতি সাবিনা বেগম, স্বামী সেলিম রেজা মন্ডল, সাকিন : মীরপাড়া, পো : হরিহরপাড়া, থানা হরি হরপাড়া, জেলা : মুর্শিদাবাদ।

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে প্রিসাইডিং অফিসার, ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল শিলিগুড়ি কর্তৃক ইস্যুকৃত রিকভারি সার্টিফিকেট **TA/1025/2017** অনুযায়ী পরিমাণ **১৩৬৬৭৪৭৬.০০ টাকা (এক কোটি ছত্রিশ লাখ সাতষট্টি হাজার চারশ ছিয়াত্তর টাকা)** টাকা পরবর্তী জরিমানা এবং ভবিষ্যত সুদ **১২.৭৫** শতাংশ সরল হারে সুদ বার্ষিক **২২.০৫.২০১৫** থেকে সমুদয় শুল্ক **১৩৯০০০ (এক লাখ উনচল্লিশ হাজার) টাকা** আদায় পর্যন্ত যা আপনাদের দ্বারা বকেয়া রয়েছে (যৌথভাবে এবং সামগ্রিকভাবে/ সম্পূর্ণ/সীমিত)।

২. আপনাদের উল্লিখিত নির্দেশিত পরিমাণ ১৫ দিনের মধ্যে এই নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে আদায় দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে, অন্যথায় ব্যর্থ হলে রিকভারি অফ ডেটস ডিউ টু ব্যাঙ্কস অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস আইন ১৯৯৩ এবং সংশ্লিষ্ট রুল অধীনে আদায়ের ব্যবস্থা করা হবে।

৩. আপনাদের আরও নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে হলফনামা দ্বারা আপনাদের সম্পত্তির বিস্তারিত পরবর্তী শুনানির তারিখে দাখিল করতে।

৪. আপনাদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট **১৯.১১.২০২৪** তারিখে সকাল ১০.৩০টায় পরবর্তী প্রক্রিয়ার জন্য হাজির হতে।

৫. উল্লিখিত পরিমাণের অতিরিক্তে আপনারা আরও যে পরিমাণ আদায়দানে দায়বদ্ধ :
ক) সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেট/প্রক্রিয়া শুরুর জন্য প্রেরিত নোটিশ অনুযায়ী আদায়যোগ্য সুদ সংশ্লিষ্ট সময়ের জন্য
খ) সমুদয় শুল্ক, ব্যয়, চার্জ, সংশ্লিষ্ট নোটিশ এবং সতর্ক নোটিশ প্রেরণ এবং অন্যান্য প্রক্রিয়ার জন্য যা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়ের ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয়েছে।

স্বহস্তে ট্রাইব্যুনালের সিল প্রদত্ত
তারিখ : ১১.০৯.২০২৪
স্বা/-
রিকভারি অফিসার
ডিআরটি শিলিগুড়ি, ভারত সরকার
অর্থমন্ত্রক, শিলিগুড়ি - ১

সংখ্যা-১এ/১এন/২০২৪/০৮ তারিখ-২৩.০৯.২০২৪

বিজ্ঞপ্তি

বিষয় : ম্যানুয়াল স্ক্যাভেঞ্জার সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত চূড়ান্ত তালিকা

ভারতের মাননীয় সুপ্রীম কোর্টের নির্দেশানুযায়ী বিগত ০২.০৯.২০২৪ থেকে ১১.০৯.২৪ পর্যন্ত চন্দননগর পৌর নিগমের ম্যানুয়াল স্ক্যাভেঞ্জার সহ ইনস্যানিটারি ল্যাট্রিন সমীক্ষার যে কর্মসূচি গৃহীত হয়েছিল, তার প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে উক্ত সমীক্ষায় কোনো ম্যানুয়াল স্ক্যাভেঞ্জার সহ ইনস্যানিটারি ল্যাট্রিন পাওয়া না যাওয়ায় খসড়া তালিকাটি শূন্য (NIL) বলে ঘোষণার মাধ্যমে এই সংক্রান্ত বিষয়ে আপত্তি আহ্বান করে বিগত ১২.০৯.২৪ তারিখে যে বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশ করা হয়েছিল, তার নির্ধারিত সময়সীমার (১৯.০৯.২৪) মধ্যে কোনো লিখিত আপত্তি জমা না পড়ায় চন্দননগর পৌর নিগম এলাকায় ম্যানুয়াল স্ক্যাভেঞ্জারের চূড়ান্ত তালিকাটি শূন্য (NIL) বলে ঘোষণা করা হচ্ছে।

স্বাঃ কমিশনার
চন্দননগর পৌর নিগম

BARRACKPORE MUNICIPALITY
B.T.ROAD, TALPUKUR, N 24 PGS
PUBLICATION OF FINAL LIST IN REGARD TO MANUAL SCAVENGER & INSANITARY LATRINE SURVEY 2024
NO MANUAL SCAVENGER & INSANITARY LATRINE FOUND WITHIN BARRACKPORE MUNICIPALITY DURING FIELD SURVEY & EVEN AFTER THE PUBLICATION OF DRAFT LIST. FOR DETAIL VISIT MUNICIPAL WEBSITE: **bkpmuty.in**
SD/- CHAIRMAN
BARRACKPORE MUNICIPALITY

SBI
এসবিআই আরএসিপিসি রাজারহাট (১৬৮২২)
সন্তোষ চেম্বার, ৩য় তল, সিটি সেন্টার - II এর নিকট নিউ টাউন, কলকাতা - ৭০০১৬১ ইমেল : sbi.16822@sbi.co.in
পরিশিষ্ট - ৪ (রুল ৮(১)
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে ০২.০৫.২০২৪ তারিখে ঋণগ্রহীতা **শ্রী নিরুপম রায়, পিতা নিখিল রায়, গ্রাম - গোয়ালবারি, পূর্ব মধ্যপাড়া, পো. - ছাউগাছা, থানা - চাকদা, জেলা - নদিয়া, পিন - ৭৪১২২২** আরও ঠিকানা **৫ ব্যাটেলিয়ন কলকাতা আর্মড পুলিশ, ৭/এম কমার্শিয়াল বিল্ডিং, টাটা বিল্ডিং হাউজিংয়ের বিপরীতে, কলকাতা - ৭০০০৫৪** কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৩১,৯১,৯৮৪.০০ টাকা (একত্রিশ লাখ একানব্বই হাজার নশো চুরাশি টাকা) ০২.০৫.২০২৪ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিস ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **২০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।

ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া,** নিকট বকেয়া **৩১,৯১,৯৮৪.০০ টাকা (একত্রিশ লাখ একানব্বই হাজার নশো চুরাশি টাকা) ০২.০৫.২০২৪ অনুযায়ী** অধার্য সুদ সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত এবং পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং তাৎক্ষণিক ব্যয় সহ।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ আনুমানিক ১৭ ডেসিমেল,মৌজা : ডুমুরিয়া, জেএল নং ১৭৫, তৌজি নং ১২, এলআর খতিয়ান নং ১০৯, এবং ৩২৫, আরএস এবং এলআর দাগ নং ১৭৮, থানা এবং এডিএসআর অফিস চাকদহ, পো : আলমপুর, জেলা : নদিয়া। স্বত্ব দলিল নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৩০৪-২০১৬, পৃষ্ঠা ১৪২৭৭ থেকে ১৪২৯৪, দলিল নং ১৩০৪০০৯৪৫-২০১৬।

সম্পত্তির স্বত্বাধিকারীর নাম শ্রী নিরুপম রায় পিতা শ্রী নিখিল কুমার রায়।

সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : অসিত কুমার রায় এর জমি; **দক্ষিণে :** অরুণ কুমার রায় এর জমি, **পূর্বে :** জয়ন্তী বিশ্বাসের জমি; **পশ্চিমে:** সতীশচন্দ্র সরকারের জমি।

তারিখ - ২০.০৯.২০২৪
স্থান - রাজারহাট
অনুমোদিত অফিসার,
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

শিডিউল - ১
ফর্ম এ
সাধারণ ঘোষণা
২০১৭ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ভলান্টারি লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ১৪ অধীনে
এএসডি ট্রেডিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

১.	কর্পোরেট সংস্থার নাম	**এএসডি ট্রেডিং প্রাইভেট লিমিটেড**
২.	কর্পোরেট সংস্থার গঠনের তারিখ	০৫.০৪.২০০৭
৩.	যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট সংস্থা সংযুক্ত/নথিভুক্ত	কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক
৪.	কর্পোরেট সংস্থার কর্পোরেট আইডেন্টিটি নাম্বার/লিমিটেড লায়াবিলিটি আইডেন্টিটি নাম্বার	U51109WB2007PTC115033
৫.	কর্পোরেট সংস্থার রেজিস্টার্ড অফিস এবং মূল অফিস (যদি কিছু থাকে) ঠিকানা	১১তম তল, রুম নং ৪৭, ২৩এ নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত ৭০০০০১
৬.	কর্পোরেট সংস্থার লিকুইডেশন শুরুর তারিখ	২০ সেপ্টেম্বর ২০২৪
৭.	লিকুইডেটরের নাম, ঠিকানা, ইমেল ঠিকানা, টেলিফোন নাম্বার এবং রেজিস্ট্রেশন নাম্বার	অনিল কুমার দুবে মেরিডিয়ান স্পেলেনডোরা, টাওয়ার ২ ৫ম তল, ফ্ল্যাট নং ৪এফ ৯এ/১ উমাকান্ত সেন লেন, কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০৩০ ইমেল : anil@mandaassociates.in ফোন নং : ৮৩৩৪৯৮৪৩৫০ রেজিস্ট্রেশন নং : IBBI/IPA-002/IP N01187/2022-23/14294
৮	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ :	২০ অক্টোবর ২০২৪

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে এএসডি ট্রেডিং প্রাইভেট লিমিটেড ভলান্টারি লিকুইডেশন শুরুর তারিখ ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৪।
এএসডি ট্রেডিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর ক্রেডিটরদেরকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি ২০ অক্টোবর ২০২৪ তারিখের পূর্বে লিকুইডেটরের নিকট ক্রম নং ৭-এ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে।
আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি কেবলমাত্র বৈদ্যুতিন মাধ্যমে দাখিল করতে পারবেন। অন্যান্য বিনিয়োগকারীগণ হাতে হাতে, পোস্ট বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন।
মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।

স্বা/-
তারিখ : ২৩.০৯.২০২৪
স্থান : কলকাতা
অনিল কুমার দুবে
(এএসডি ট্রেডিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর লিকুইডেটর)

SBI
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা
১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১ মিডলটন স্ট্রিট,
কলকাতা - ৭০০০৭১, শাখার ইমেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in
ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : সত্যজিৎ চৌধুরী, ই-মেল আইডি : satyajit.c@sbi.co.in, মোবাইল নং : ৯৪০২৬৯৮৩৫৫

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [রুল ৮(৬) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীনে ব্যাঙ্কের নিকট দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পদের বিক্রয়। নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নোক্ত সম্পত্তি(গুলি) সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে স্বত্ব দখল করেছেন। সাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে ই-নিলাম (২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে) সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ সম্পত্তি/সমূহ নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ০৫.১১.২০২৪ সময় : ৩০০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রত্যেকটি ডাকের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত** ০৫.১১.২০২৪ তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **৯৪,১০,০০,০০০.০০ টাকা (চুরানব্বই কোটি দশ লাখ টাকা) টাকা ৩০.০৬.২০২৪ অনুযায়ী** চুক্তি মোতাবেক হারে সংশ্লিষ্ট পরিমাণের সহিত পরবর্তী সুদ সহ তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি জামিন অধীনে ঋণদাতা কর্তৃক বকেয়া আদায় করা হবে **মেসার্স সান বায়োটেকনোলজি লি., ঠিকানা** - মিলনপুর, রেহাবারি, গুয়াহাটি, আসাম, পিন - ৭৮১০০৮, **শ্রী জগদীশ সারদা,** ৩এ, শেক্সপিয়র সরণি, কলকাতা - ৭০০০৭১, **শ্রী ঘনশ্যাম সারদা,** ১৪/১ জাজড কোর্ট রোড, কলকাতা - ৭০০০২৭, **মেসার্স টি এম এক্সপোর্টস প্রা. লি.** ৩এ, শেক্সপিয়র সরণি, কলকাতা - ৭০০০৭১, **মেসার্স ওয়েস্টউইন্ড মার্কেটিং প্রা. লি.** ১৯বি, শেক্সপিয়র সরণি, কলকাতা - ৭০০০৭১, **মেসার্স দি আগরপাড়া কোম্পানি লি.** ২১এ, শেক্সপিয়র সরণি, কলকাতা - ৭০০০১৭, **মেসার্স ওয়ার্ডলি কমার্স প্রা. লি.** ২১এ, শেক্সপিয়র সরণি, কলকাতা - ৭০০০১৭, **মেসার্স নীলিমার্লা ওভারসিজ লি.** ৩এ, শেক্সপিয়র সরণি, কলকাতা - ৭০০০৭১, **মেসার্স সানবায়ো অ্যাগ্রো এন্টারপ্রাইজেস প্রা. লি.** ২১এ, শেক্সপিয়র সরণি, কলকাতা - ৭০০০১৭ কাছ থেকে।

জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ

সম্পত্তি ১. সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট বর্তমান সর্বোচ্চতলে ৫মতল ভবনের (এরিয়া ৪৩৩১ বর্গফুট) অবস্থিত প্রেমিসেস নং ১০৫-ডা. মেঘনাদ সাহা (পূর্বতন ১০৫ সাউদার্ন এভিনিউ), কলকাতা: ৭০০০২৯, পব,দলিল নং ১-১০৪০৪ তারিখ ২৯.০৬.১৯৯০ অনুযায়ী।
সম্পত্তি ২: সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তির এরিয়া মেসার্স দ্য আগরপাড়া কোম্পানি লি. এর নামে। সম্পত্তির এরিয়া পরিমাণ ৮ বিঘা, ১৮ কাঠা, ০৯ শতক ৩৭ বর্গফুট স্থানীয় বিস্তারিত ১৪, ইলিয়াস রোড, আগরপাড়া, খড়দহ, উত্তর ২৪পরগনা, পব, দলিল নং ১-১৬৩২ তারিখ ০৭.০৫.১৯৩৬।
সম্পত্তি ৩ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ অফিসরুম সম্পত্তি মেসার্স ওয়ার্ডলে কমার্শ প্রা লি এর নামে, সংশ্লিষ্ট সকল অংশ অফিস রুম পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৫৯৯ বর্গফুট ইউনিট নং ১৪ অবস্থিত ম্যাজেনাইন এরিয়া একতলা-এস বি টাওয়ার প্রেমিসেস নং ৩৭, শেক্সপিয়ার সরণি,কলকাতা : ৭০০০১৭, দলিল নং ১-০৬০৩৩ তারিখ ১২.০৩.২০০৩ অনুযায়ী।
সম্পত্তি ১ : সংরক্ষিত মূল্য : **১,৩৬,০০,০০০.০০ টাকা,** বায়না জমা **১৩,৬০,০০০.০০ টাকা** এবং বর্ধিতকরণ মূল্য **১০,০০০.০০ টাকা**
সম্পত্তি ২ : সংরক্ষিত মূল্য : **২৩,৯৯,০০,০০০.০০ টাকা,** বায়না জমা **২,৩৯,৯০,০০০.০০ টাকা** এবং বর্ধিতকরণ মূল্য **১০,০০০.০০ টাকা**
সম্পত্তি ৩ : সংরক্ষিত মূল্য : **৭২,০০,০০০.০০ টাকা,** বায়না জমা **৭,২০,০০০.০০ টাকা** এবং বর্ধিতকরণ মূল্য **১০,০০০.০০ টাকা**

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ২৯.১০.২০২৪	প্রতীকী দখলীকৃত	যোগাযোগ নং - ৯৬৭৪৭২০৪৫৬

দ্রষ্টব্য : একটি স্বত্ব মামলা ১৭৩/২০০৮, ফার্স্ট কোর্ট, বারাসত, একটি স্বত্ব মামলা ৫২২/২০১১ সিভিল জজ, সিনি. ডিভিশন ফার্স্ট কোর্ট বারাসত, একটি স্বত্ব মামলা টিএস /২৬৬/২০১১, ১৩তম জজ সিটি সিভিল কোর্ট, কলকাতা সমীপে এবং একটি সিকিউরিটাইজেশন আবেদন টিএসএ/১৪৬/২০১৪, ডিআরটি ৩, কলকাতা সমীপে বিচারাধীন।

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট **www.sbi.co.in** এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন **https://ebkray.in** দরদাতা হিসেবে রেজিস্ট্রেশনের জন্য দেখুন **https:-//ebkray.in>eauction-psb>bidder-registration**
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ **ebkray/PSB Alliance Pvt. Ltd.** সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। (ই-মেইল আইডি **support.ebkray@psballiance.com) https://ebkray.in**-এ নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে **NEFT/RTGS** স্থানান্তর করে

তারিখ ঃ ২৩.০৯.২০২৪
স্থান ঃ কলকাতা
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

IN THE SUPREME COURT OF INDIA
EXTRA-ORDINARY APPELLATE JURISDICTION
Special Leave Petition (C) Diary No. 14978 OF 2021
WITH PRAYER FOR INTERIM RELIEF
WITH
63969/2024- APPLICATION FOR CONDONATION OF DELAY IN REFILING/ CURING THE DEFECTS

SAMAR BIJOY ROY ...Petitioner(s)/Appellant(s)
-VERSUS-
MUKUL ROY ... Respondent(s)

To,
1. MUKUL ROY W/O SAMAR BIJOY RAY,
R/AT VILLAGE IRAILPARA, PO AND PS KALIYAGANJ, DISTRICT-UTTAR DINAJPUR, WEST BENGAL-733129
PID: 210049/2024 FOR R[1] IN DIARY NO. 14978/2021 (SEC XVI)

WHEREAS the Petition for Special Leave to Appeal with prayer for interim relief along with application for **CONDONATION OF DELAY IN REFILING / CURING THE DEFECTS,** above mentioned (copy enclosed) filed in the Registry by **Mr. SOUMYA DUTTA,** Advocate on behalf of the Petitioner(s) above named was listed for hearing before this Court on **18th March, 2024,** when the Court was pleased to pass the following order:-

"Issue notice on the application for condonation of delay as well as on special leave petition, returnable within six weeks."

AND WHEREAS, the matter above-mentioned was listed before **Ld. Registrar's Court on 06th September, 2024**, When the following order was passed:-

"Application for substituted service has been filed for effecting service upon sole respondent by Ld. Counsel for the petitioner. The same is allowed. Proof of publication be filed in this regard within a period of four weeks. List again on 06.11.2024."

NOW, THEREFORE, TAKE NOTICE that the above petition with prayer for interim relief will be posted for hearing before this Court in due course and you may enter appearance before this Court either in person or through an advocate on record of this Court duly appointed by you in that behalf within 30 days from the date of service of notice. You may thereafter show cause to the Court on the day that may subsequently be specified as to why delay in refiling SLP be not condoned and Special Leave Petition and interim relief as prayed be not granted and the resultant appeal be not allowed.

Take Further Notice that the prayer for interim relief after notice will also be listed before the Court in due course.

You may file your affidavit in opposition to the petition as provided under Rule 14(1) of Order XXI, S.C.R.2013 within 30 days from the date of receipt of notice or not later than 2 weeks before the date appointed for hearing, whichever be earlier, but shall do so only by setting out the grounds in opposition to the questions of law or grounds set out in the SLPS and may produce such pleadings and documents filed before the Court/Tribunal against whose order the SLP is filed and shall also set out the grounds for not granting interim order or for vacating interim order if already granted.

TAKE FURTHER NOTICE that if you fail to enter appearance as aforesaid, no further notice shall be given to you even after the grant of special leave for hearing of the resultant appeal and the matter above mentioned shall be disposed of in your absence.

Dated: **13th September, 2024**
Copy to :-
1 Mr. Soumya Dutta (adv.) **ASSISTANT REGISTRAR**

ত্রাণ বিলিকে কেন্দ্র করে আরামবাগে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব ঘিরে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: ত্রাণ বিলিকে কেন্দ্র করে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে হাতাহাতি। আর এই মারপিটকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা আরামবাগের হরিণখোলা এলাকায়। বর্তমান প্রধান পার্থ হাজারী ও প্রাক্তন প্রধান লাল্টু খানের মধ্যে গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব অনেকদিনের। পঞ্চায়েত ভোটের আগে থেকেই এই গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। এদিন সেই গোষ্ঠী দ্বন্দ্বের ঝলক দেখা গেল আরামবাগ ব্লকের হরিণখোলার একটি ত্রাণ শিবিরে। মুখ্য সচিবের উপস্থিতিতে হুগলি জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ত্রাণ সামগ্রী দেওয়া হয় হরিণখোলার হরাদিত্য এলাকার ত্রাণ শিবিরে। বহু বন্যা দুর্গত মানুষ সেখানে হাজির হয়। অভিযোগ বর্তমান প্রধান পার্থ হাজারী তাঁর অনুগামী ও পরিচিতদের আগে ত্রাণ দিচ্ছেন। বাকি অসহায় সাধারণ মানুষ রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাদের মধ্যে অধিকাংশ মানুষের বন্যার জলে ঘর বাড়ি তলিয়ে গেছে। একটা

ত্রিপলের জন্য তারা দাঁড়িয়ে রয়েছে। এই সময় সাধারণ মানুষ বর্তমান প্রধানের ত্রাণ বিলির অসম বণ্টন নিয়ে প্রতিবাদ করে। এই খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান প্রাক্তন প্রধান লাল্টু খান। এরপর দুই গোষ্ঠীর মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয়। মুহূর্তের মধ্যে রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। দুই গোষ্ঠীর লোকজনকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে। এই বিষয়ে হরিণখোলা এক নম্বর পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান লাল্টু খান বলেন, বিক্ষোভ দেখানো আমার কাজ নয়। আমরা ভালোবাসা দিয়ে মানুষের মন জয় করব। সকল বন্যা দুর্গত মানুষ যাতে ত্রাণ পায় সেই বিষয়ে নজর দিতে হবে। কুপন দেওয়া হোক। পরে পঞ্চায়েত থেকে নিয়ে নেবে। বন্যার জন্য গরিব বড়লোক সবাই আজ অসহায়। পরিবারের সদস্য হিসাবে পাশে দাঁড়াতে হবে। হাত জোর করে বলব, পঞ্চায়েত যেমন মানবিক হয়। গায়ে হাত দিয়ে লাভ নেই। মহিলাদের তাড়িয়ে দিয়ে লাভ নেই। মুখ্য সচিব বন্যা দুর্গত মানুষদের ত্রাণ দিয়েছে। এটা তাদের দিতে হবে। তা না হলে প্রতিবাদ হবে। অপরদিকে বর্তমান প্রধান পার্থ হাজারী বলেন, এই অঞ্চলে বন্যায় বহু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। মুখ্য সচিব এসেছিলেন। বহু বন্যা দুর্গত মানুষ এসেছে। ত্রাণ দেওয়া হচ্ছে। কোনও ঝামেলা হয়নি।

কর্তব্যরত নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীকে হেনস্তা ও মারধরের হুমকির অভিযোগ, গ্রেপ্তার অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: কর্তব্যরত নার্সকে উদ্দেশ্য করে অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি এবং মারধরের হুমকি দেওয়ার ঘটনায় এক রোগীর আত্মীয়কে গ্রেপ্তার করল চাঁচল থানার পুলিশ। শনিবার রাতে এমন ঘটনাকে ঘিরে চাঁচল সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। উন্মুক্ত ওই যুবকের আচরণে রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে পড়েন সংশ্লিষ্ট সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালের কর্তব্যরত নার্স থেকে স্বাস্থ্য কর্মীরা। তড়িঘড়ি বিষয়টি নিয়ে চাঁচল সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট থানার পুলিশকে খবর দেয়। এরপরই চাঁচল থানার পুলিশ এসে ওই যুবককে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত যুবকের নাম আরিফ আলি। তার বাড়ি হরিশ্চন্দ্রপুর থানার বদনাপুর এলাকায়। অভিযুক্তের বাবা আজগর আলি অসুস্থ অবস্থায় ভর্তি রয়েছেন চাঁচল সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে। চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়কে ঘিরেই এদিন রাতে আচমকায় ওই যুবক এই সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালের এক স্বাস্থ্যকর্মী এবং সিস্টার ইনচার্জকে উদ্দেশ্য করে অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করার পাশাপাশি গালাগালি শুরু করে বলে অভিযোগ।

হাসপাতালের সিস্টার ইনচার্জের বক্তব্য, ওই যুবকের এক আত্মীয়কে সঠিকভাবে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হচ্ছিল। হঠাৎ করে ওই যুবক আরিফ আলি প্রথম এক স্বাস্থ্যকর্মীকে আজেবাজে ভাষায় গালাগালি করতে থাকে। এরপরই সেখানে আমি দাঁড়িয়ে থাকলে, আমাকে উদ্দেশ্য করে অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করে। এমনকী হাসপাতালে আরজি করের মতো কাণ্ড ঘটানোর হুমকি দেয় অভিযুক্ত ওই যুবক। এতেই আমরা ভয় পেয়ে যাই। এরপরই পুলিশকে ফোন করা হয়। এই পরিস্থিতিতে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে হাসপাতালের কর্মরত নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীরা।

যদিও অভিযুক্ত যুবক আরিফ আলি থানায় যাওয়ার পথে সাফ জানিয়েছেন, তার বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ তোলা হয়েছে। বরঞ্চ এই হাসপাতালের স্বাস্থ্যকর্মী নার্সেরা তার বাবার কোনওরকম চিকিৎসা করছিলেন না। ফলে তিনি চিৎকার করে ডাক্তার ডাকছিলেন। কিন্তু কাউকে গালাগালি করেননি। মিথ্যা ভাবে তাকে ফাঁসানো হয়েছে।

জেলা জুড়ে বিভিন্ন বিদ্যালয়গুলোতে শুরু হচ্ছে বিশেষ পরিদর্শন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা জুড়ে বিভিন্ন বিদ্যালয়গুলোতে শুরু হচ্ছে পরিদর্শন। পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ২০৪ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে এই বিশেষ পরিদর্শনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। শিক্ষা দপ্তর থেকে এ বিষয়ে একটি নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। ইতিমধ্যে সমস্ত জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকদের সেই নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে। সেইমতো গোটা রাজ্যের পাশাপাশি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা জুড়েও শুরু হচ্ছে এই বিশেষ পরিদর্শন।

এ বিষয়ে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) নিতাই চন্দ্র দাস জানান, 'এই বিশেষ পরিদর্শনের জন্য আমরা একটি রূপরেখা ইতিমধ্যে তৈরি করে ফেলেছি। শিক্ষা দপ্তরের পাশাপাশি ব্লক স্তরের অফিসারদের এই পরিদর্শন টিমে রাখা হয়েছে।'

জানা গিয়েছে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ২৩-২৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই বিশেষ পরিদর্শন চলবে। মূলত শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং বিদ্যাসাগরের আদর্শকে বিদ্যালয়ে প্রয়োগ করা এই পরিদর্শনের মূল উদ্দেশ্য। জেলা শিক্ষা দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা জুড়ে প্রায় ৩২৪ টি উচ্চ বিদ্যালয় এবং ১১৮৭ টি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। পাশাপাশি রয়েছে বেশ কিছু শিশু শিক্ষা কেন্দ্র এবং মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্র। এই পরিদর্শনের সময় সমস্ত বিদ্যালয়গুলিতে পঠন-পাঠন, পরিকাঠামো, মধ্যাহ্নকালীন আহার সহ বিভিন্ন বিষয়গুলি খতিয়ে দেখা হবে।

এ বিষয়ে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক) সানি মিশ্র জানান, 'বিভিন্ন সময় বিদ্যালয়গুলিতে আমরা পরিদর্শনে যাই। পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আমাদের প্রথম বিদ্যালয় পরিদর্শক। তাঁর জন্মতিথি উপলক্ষ্যে পুরো মাস জুড়েই পরিদর্শন চলছে। এই সময়টিতে একটু বেশি গুরুত্ব দিয়ে এই পরিদর্শন করা হবে।'

অন্যদিকে, এ বিষয়ে অতিরিক্ত জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) নগেন্দ্রনাথ রায় জানান, 'শিক্ষা দপ্তরের এম-পরিদর্শন অ্যাপের মাধ্যমে আমাদের পরিদর্শন চলছে। এই পরিদর্শনে এখন আরো গতি বাড়ানো হবে।'

জানা গিয়েছে, সোমবার থেকে শুরু হতে চলা এই পরিদর্শন প্রাথমিক, উচ্চ-প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় এর পাশাপাশি শিশু শিক্ষা কেন্দ্র, মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্রগুলোতেও করা হবে। শিক্ষা দপ্তরের পাশাপাশি জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরাও এই পরিদর্শনে যাবেন। ইতিমধ্যে এ বিষয়ে জেলা শিক্ষা দপ্তরের তরফে একটি রূপরেখা তৈরি করা হয়েছে।

বন্যায় মাকে আর দেখা হল না সমরের

নিজস্ব প্রতিবেদন, উলুবেড়িয়া: কথা ছিল কাজ ছেড়ে বাড়িতে এসে সবকিছু গুছিয়ে দেবে সে। বন্যায় জয়পুরের মহাকালপুরের নিজের বসতভিটে গিয়েছে ডুবে। খবর পেয়ে বাড়ি ফেরার সময়ে জলের তীব্র স্রোতে শনিবার তলিয়ে যায় তেইশ বছরের যুবক সমর মাইতি। মা মঙ্গলা মাইতি সারাদিন ছেলের পথ চেয়ে ছিলেন। স্বামী চলে যাওয়ার পর পরিচারিকার কাজ করে একমাত্র ছেলেকে বড় করেছেন। কিন্তু সে ছেলে আর ঘরে ফিরল না। রবিবার সন্ধ্যায় গ্রাম থেকে বেশ কিছুটা দূরে উদ্ধার হল তার মৃতদেহ। মূলত তলিয়ে যাওয়ার পর থেকেই এলাকার লোকজন ও পুলিশ তল্লাশি চালাচ্ছিল। এদিন সন্ধ্যায় ছেলের দেহ উদ্ধারের খবর পেয়েই জ্ঞান হারান মা। জানা গিয়েছে, সমর মায়ের চোখের জল

মোছাতে কলকাতায় মিষ্টির দোকানে কাজ করত। মাসের শেষে আসত। সব কেনাকাটা করে আবার কাজে ফিরত। শনিবার ও সংসারের জন্য সব কিছু কিনে এনেছিল সে। রান্না করে রেখে ছিলেন মা মঙ্গলা। সে খাওয়া আর হল না সমরের। মা মঙ্গলার জীবনে ফের অমঙ্গলের ছায়া নেমে এল। সৌজন্যে বন্যা।

সমাজসেবামূলক কাজের জন্য গঠিত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন 'আমতা আশার আলো' আবারও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল আমতার বন্যাকবলিত মানুষদের জন্য। সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত অসহায় মানুষদের পাশে দাঁড়াতে 'আমতা আশার আলো' আমতা ২ নং ব্লকের বিনলা গ্রামে আয়োজন করেছিল 'আশার হেঁসেল'। যেখানে প্রায় ৭০০ লোকের জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এছাড়া খিচুড়ি বিতরণ করা হয় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কুলটিকারি গ্রামের ৫০০টির ও বেশি বাড়িতে।

আরামবাগে বানভাসিদের ত্রাণ দিলেন মুখ্য সচিত মনোজ পন্থ

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: বন্যা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে আরামবাগ মহকুমায় এলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। রবিবার ছুটির দিনেও রাজ্যের মুখ্যসচিব ছাড়াও হুগলির জেলা শাসক মুক্তা আর্যা সহ একাধিক উচ্চ পর্যায়ের আধিকারিক বিভিন্ন ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় আসেন। প্রথমে

পুরশুড়ায় কথা বলার পর তারা আসেন আরামবাগের হরিণখোলা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার হরাদিত্য গ্রামে। সেখানে মানুষের সঙ্গে কথা বলেন। সেখান থেকে সোজা চলে যান খানাকুল কিশোরপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার সব চেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা তালিতে। এখানেই জলের তোড়ে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে বাড়ি গুলি। ভেসে যায় বড় বড় সাতটি পাকার বাড়ি। এখানে অস্থায়ী যে ক্যাম্প করা হয় সেখানে এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ জনকে ত্রাণ সামগ্রী ও নানান সরঞ্জাম, শুকনো খাবার, ছাত্র ছাত্রীদের বই পত্র দেন মুখ্য সচিব ও একাধিক আধিকারিকেরা। জানা গেছে, এখানে বাড়ি ভেঙে যাওয়া প্রত্যেক পরিবারকে আর্থিক ভাবে সহযোগিতা করা হয় রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে। প্রত্যেককে এক লক্ষ টাকা করে চেক দেওয়া হয়েছে। পরে তারা যান খানাকুল ২ নং বিডিও অফিসে। সেখানেও তারা কথা বলবেন বন্যা দুর্গতদের সঙ্গে। তবে নদী বাঁধ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে স্থানীয় মানুষ। তালিতের বাসিন্দা অর্চনা সামন্ত বলেন, ৪০ বছর ধরে দেখছি নদী বাঁধে কোনও মাটি পড়েনি। নদীবাঁধে কোনও কাজ হয়নি। মাঝে মাঝে লোক দেখানো কাজ করে চলে যায়। তাই নদী বাঁধ ভেঙে গেছে। সব ধ্বংস করে দিল বন্যার জল।

কাঁকসায় দামোদরের জলে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করলেন জেলাশাসক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: গত কয়েকদিন আগে প্রবল বৃষ্টির ফলে ডিভিসি থেকে দামোদর নদে জল ছাড়ায় দামোদর নদের তীরবর্তী স্থানগুলি প্লাবিত হয়। হুগলি ও মেদিনীপুরের পাশাপাশি পশ্চিম বর্ধমান জেলার কাঁকসার আমলাজোড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত এবং দুর্গাপুর পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রের সিলামপুর ও তার

আশেপাশের বেশ কয়েকটি এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়ে। যদিও ওই এলাকা থেকে দামোদর নদের জমা জল পরে বেরিয়ে গেলেও এলাকায় দামোদরের জল ঢোকার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হন বহু বাসিন্দা। সেই সমস্ত এলাকাগুলি রবিবার পরিদর্শন করেন পশ্চিম বর্ধমান জেলার জেলাশাসক এস পান্নাওয়ালাম, দুর্গাপুর মহকুমা শাসক সৌরভ চট্টোপাধ্যায়।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কাঁকসার বিডিও পর্ণা দে, কাঁকসা পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ সহ পঞ্চায়েতের কর্মীরা। কাঁকসা পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ কুলদীপ সরকার জানিয়েছেন, গত কয়েকদিন আগে প্রবল বৃষ্টির ফলে ডিভিসি থেকে ছাড়া জলে রাজ্যের বিভিন্ন জেলার পাশাপাশি পশ্চিম বর্ধমান জেলার সিলামপুর এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়ে। এলাকায় জল ঢুকে যাওয়ার ফলে বহু বাসিন্দা ক্ষতিগ্রস্ত হন। এদিন প্রশাসনের আধিকারিকরা এলাকা পরিদর্শন করার পর তারা জানিয়েছেন। শীঘ্রই একটি দল গোটা এলাকা পরিদর্শন করে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণের একটি তালিকা তৈরি করবে। সেই তালিকা অনুযায়ী এলাকার যে সমস্ত ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ রয়েছেন তাদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হবে সরকারের পক্ষ থেকে।

বোলপুরে বঙ্গ নাট্য রঙ্গ উৎসব

নিজস্ব প্রতিবেদন বোলপুর: বোলপুর উচ্চ বিদ্যালয় গীতবিতান প্রেক্ষাগৃহে দু'দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত হল বঙ্গ নাট্য রঙ্গ উৎসব। পশ্চিমবঙ্গ নাট্য একাডেমীর আর্থিক সহায়তায় বোলপুর নৃত্য নিকেতন ডান্স গ্রুপ অ্যান্ড স্কুলের আয়োজনে প্রেরণা সিউড়ি বীরভূম অক্ষয় গুনা, থিয়েটার ওয়াকার্স রেপোটারি এবং ইলোরার সহযোগিতায় দু'দিন ব্যাপী এই নাট্য অনুষ্ঠানে নাট্য প্রেমীদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। এই উৎসবে অংশগ্রহণ করেন ইলোরা নাট্যগোষ্ঠীর নাটক একদিন প্রতিদিন,

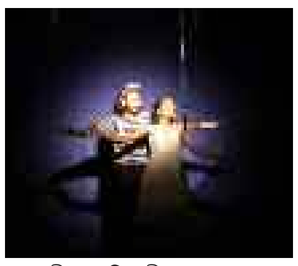

মাহালী আদিবাসী ওয়েলফেয়ার সোসাইটির নাটক রুশিক মাহলে, আসানসোল চর্যাপদের বিষছায়া এবং বীরভূম মুখোশ নাচ ও নাট্যগোষ্ঠীর নাটক কালিয়া দমন।

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাড়িতে ধাক্কা ডাম্পারের, অল্পের জন্য রক্ষা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেমারি: নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি পাকা বাড়িতে ধাক্কা মারল ডাম্পার। যদিও এই ঘটনায় প্রাণহানি না হলেও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে একটি দালান বাড়ি। জানা গিয়েছে, বাড়ির মধ্যে এক বৃদ্ধ, এক মহিলা ও এক ১০ বছরের কিশোরী ঘুমিয়ে ছিলেন। রবিবার ভোর রাতে বিকট শব্দ হওয়ার পরে বাড়ির দেওয়ালের ইট ভেঙে পড়তে থাকে। তড়িঘড়ি সকলেই বাড়ির বাইরে বেরিয়ে পড়েন। ওই বাড়ির পরিবার সহ স্থানীয়রা রাস্তায় বেরিয়ে দেখেন। ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ির কান ঘেঁষে একটি পাথর বোঝাই ডাম্পার নিয়ন্ত্রণহীনভাবে বাড়ির কিছু অংশে ধাক্কা দিয়ে একটি ইলেকট্রিক পিলারকে ধাক্কা মেরে রাস্তার পাশে নয়ানজুলিতে নেমে যায়।

তবে এই ঘটনায় যদিও কেউ গুরুতর আহত হননি বলেই জানা গিয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারি থানার অন্তর্গত গন্তার বটতলা সংলগ্ন গন্তার লাইব্রেরির সন্নিকটে।

স্থানীয় সূত্রের খবর, একটি পাথর বোঝাই ডাম্পার রামপুরহাট থেকে সাতগাছিয়া হয়ে মেমারির দিকে আসছিল, হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি বসতবাড়িতে ধাক্কা মেরে ঘষতে ঘষতে একটি ইলেকট্রিক পিলারে ধাক্কা মেরে নয়ানজুলিতে ঢুকে যায়। কিছু অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয় বাড়িটির। যদিও গাড়ির ড্রাইভারকে নিরাপত্তার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ির মধ্যে রাখেন পরিবারের সদস্যরা। স্থানীয়রা স্পিড ব্রেকারের দাবিতে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান। প্রশাসন না এলে পথ অবরোধ চলবে এমনই দাবি করেন স্থানীয়রা। কিছুক্ষণ পর ঘটনাস্থলে পৌঁছয় মেমারি থানার পুলিশ আধিকারিকরা। পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পুলিশের আশ্বাসে উঠে যায় অবরোধ।

গাড়ির চালক জানিয়েছেন, গাড়িটি চালাচ্ছিল খালাসি, তিনি ঘুমিয়ে গিয়েছিলেন, হঠাৎ একটি বিকট আওয়াজ হওয়ার পরই তার ঘুম ভেঙে যায়। পলাতক খালাসি।

মেধাবী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা সভা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ধান্য ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকে রবিবার পশ্চিম বর্ধমান গলসি ইউনিটের উদ্যোগে কাঁকসার ১১ মাইলে কাঁকসা আউশগ্রাম ও বীরভূম জেলার মেধাবী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এদিন এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ধান্য ব্যবসায়ী সমিতির সদস্যরা, কাঁকসা পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ নবকুমার সামন্ত, গলসি বিধানসভার বিধায়ক নেপাল ঘড়ুই সহ এলাকার বিশিষ্টজনেরা। এদিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয়। পাশাপাশি এদিন কাঁকসা ও আইশগ্রাম ব্লকের প্রায় ৫০ জন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা জানানো হয়। এছাড়াও বীরভূম জেলার এক মেধাবী শিক্ষার্থীকে সংবর্ধনা জানানো হয়। এদিন অনুষ্ঠান মঞ্চে দাঁড়িয়ে গলসির বিধায়ক নেপাল ঘড়ুই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ধান্য ব্যবসায়ী সমিতির ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, করানোর সময় ধান্য ব্যবসায়ী রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবেদনে সারা দিয়ে সাধারণ মানুষকে চাল, ডাল দিয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। যার ফলে বহু অসহায় মানুষ দু'মুঠো অন্ন তারা মুখে তুলতে পেরেছিল। আগামী দিনে তারা সমাজের বিভিন্ন স্তরের অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে এইভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিক সেই আবেদন করেন তিনি।

প্রতিশ্রুতিই সার, ঘাটাল রয়েছে জলের তলায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: সমস্ত প্রতিশ্রুতি, প্রতিশ্রুতি হিসেবে থেকে গেছে। বন্যার সময় ঘাটাল যথারীতি থাকছে জলমগ্ন। ওয়ার্ডের পর ওয়ার্ড জলে ভাসছে।

এক সপ্তাহ হয়ে গেল জলমগ্ন রয়েছে ঘাটাল পুরসভার বেশ কয়েকটি ওয়ার্ড। বিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পরিষেবা, মিলছে না পানীয় জল। শনিবার পর্যন্ত মানুষ সমান জল ছিল। রবিবার সামান্য জল কমেছে। কিন্তু দুর্ভোগ কমছে না ঘাটালবাসীর। জমা জলে দম বন্ধ হওয়ার অবস্থা হয়েছে। বন্যা পরিস্থিতিতে একমাত্র ভরসা ডিঙ্গি বা নৌকো করে ছোট শিশুদের সঙ্গে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গা যাতায়াত করতে হচ্ছে এলাকার বাসিন্দাদের। ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান নিয়ে শুধুই রাজনীতি চলছে বলে তাদের অভিযোগ। চেয়ারম্যান, কাউন্সিলর ও অন্যান্য জনপ্রতিনিধিরা শুধু প্রতিশ্রুতি দিয়েই চলেছেন। এলাকার বাসিন্দাদের দাবি, বামফ্রন্ট থেকে তৃণমূল জামানাতেও স্বস্তি মিলছে না ঘাটালবাসীর। ভোট আসে, ভোট যায়, মেলে শুধু প্রতিশ্রুতি। কোনও প্রতিশ্রুতি কার্যকর হয় না। দেব তো চ্যাম্পিয়ন, তবু মাস্টার প্ল্যান কার্যকর হওয়ার কোনও আশা দেখছি না। ঘাটালে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেছেন। সে সব এখনও বিশ বাঁও জলের তলায় রয়েছে।

বিশ্ব নদী দিবসে নদীর পাশে বসল সবুজ পাঠশালা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: নদীর পাশে সবুজ পাঠশালা বসল বিশ্ব নদী দিবসে। একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার তরফে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট ব্লকের অন্তর্গত অযোধ্যা কালিদাসী শিক্ষানিকেতনের শিক্ষার্থীদের নিয়ে বিশ্ব নদী দিবসে এই রিভারসাইড গ্রিন ক্লাসরুম বসানো হয়। বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির দীপা মণ্ডল, দশম শ্রেণির শ্রেয়া দাস, যূথিকা মালি, তিথি দেবনাথ প্রমুখরা সেই পাঠশালায় অংশ নিয়ে বেজায় খুশি। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার পক্ষে উপস্থিত ছিলেন সম্পাদক তুহিনশুভ্র মণ্ডল, জয়ন্ত দাস। কি কি হল এদিনের এই রিভার সাইড গ্রিন ক্লাসরুমে? প্রথমে হারিয়ে যাওয়া নদীর সন্ধানে সাইকেল চালিয়ে ঘুপসি খাঁড়ি যা ঘুসকি নদী হিসাবে অতীত নথিতে পাওয়া যায় তার কাছে এল দীপা, শ্রেয়ারা। তারপর প্রকৃতির গান 'পাখির ডাকে সকাল হল... ' গাইল একসঙ্গে।

তারপর ঘুপসির অতীত কথা, বর্তমান অবস্থা, শিক্ষার্থীদের কি করণীয় তা নিয়ে কথা বলেন তুহিনশুভ্র মণ্ডল ও জয়ন্ত দাস। তারপর নদী পর্যবেক্ষণে যায় সবাই। পরে নদীর কাছে দাঁড়িয়েই নদীর বন্ধু হওয়ার, নদী রক্ষার শপথ নেয় পড়ুয়ারা।

আরজি কর ঘটনার প্রতিবাদে মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: 'তোমার আমার এক স্বর, জাস্টিস ফর আরজি কর' কলকাতার আরজি কর হাসপাতালের তরুণী ডাক্তারি পড়ুয়াকে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার প্রতিবাদে রবিবার বিকেলে এই স্লোগান

তুলে পথে নামে পানাগড়ের রেলপাড় নাগরিক বৃন্দ। এদিন রেলপাড়ের নতুনপাড়া এলাকা থেকে কয়েকশো বাসিন্দা আরজি করের ঘটনার প্রতিবাদে মিছিল করে সমগ্র রেলপাড় পরিক্রমা করার পর, পানাগড় স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় মিছিল শেষে সেখানে পথসভা করে প্রতিবাদ জানানোর পাশাপাশি মোমবাতি জ্বালিয়ে আরজি করের ঘটনায় মৃত ডাক্তারি পড়ুয়ার আত্মার শান্তি কামনা করেন। প্রকৃত দোষীরা যাতে দ্রুত গ্রেপ্তার হয় এবং দোষীরা যাতে কঠোরতম শাস্তি পায় এদিনের এই মিছিল থেকে তারা সেই দাবি তোলেন।

আচমকা অগ্নিকাণ্ড পেট্রোল পাম্পের পাশে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: পেট্রোল পাম্পের পাশে আগুন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের দুটি ইঞ্জিন। মাটিয়ার বিবিপুর পেট্রোল পাম্পের পাশে রবিবার বেলা এগারোটা নাগাদ বিকট আওয়াজ হয় তারপরে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলতে দেখে স্থানীয়রা। এই আগুন লাগার ঘটনাস্থল থেকে মাত্র কুড়ি মিটার দূরেই রয়েছে একটি পেট্রোল পাম্প। পেট্রোল পাম্পের কাছে এই আগুন লাগার ঘটনা যথেষ্ট আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন এলাকার বাসিন্দারা। তবে কি কারণে আগুন লেগেছে তা পরিষ্কার জানা যায়নি। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসেছে দমকলের দুটি ইঞ্জিন। ঘণ্টা কয়েকের মধ্যেই আগুন নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। কি কারণে আগুন লাগল তার কারণ খুঁজছে দমকল ও পুলিশ আধিকারিকেরা।

মৈত্রেয়ীদেবী প্রতিষ্ঠিত 'খেলাঘর' আবাসিক ছাত্রীদের সাটসার শারদ অর্ঘ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, মধ্যমগ্রাম: কৃষি দপ্তরে কর্মরত কৃষি প্রযুক্তিবিদদের সংগঠন স্টেট এগ্রিকালচারাল টেকনোলজিস্ট সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন (সাটসা), উত্তর ২৪ পরগণা জেলা শাখার উদ্যোগে স্বর্গীয় মৈত্রেয়ীদেবী'র প্রতিষ্ঠিত বাদু, মধ্যমগ্রাম স্থিত 'খেলাঘর' চিলড্রেন হোম এবং এডুকেশনাল সেন্টারে শারদোৎসবের প্রাক্কালে আয়োজিত এক সামাজিক দায়বদ্ধতার অনুষ্ঠানে ১০০ জন দুঃস্থ শিশুকন্যাকে নতুন পোশাক, পাঠ্যসামগ্রী ও কৃষি উপকরণ বীজ, চারাগাছ বিতরণের কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছিল। উপস্থিত ছিলেন সাটসা পশ্চিমবঙ্গের যুগ্ম সম্পাদক দুলাল বিশ্বাস, সাটসা, উত্তর ২৪ পরগনা'র সভাপতি দীপক বিশ্বাস, কেন্দ্রীয় কমিটি'র সদস্য জয়মাল্য সাহা, জেলা সম্পাদক শংকর বিশ্বাস প্রমুখ নেতৃবৃন্দ সহ জেলা শাখার সকল সদস্য-সদস্যাগণ। সাটসার অনুষ্ঠান আরও প্রভাস পেয়েছিল মৈত্রেয়ীদেবী'র পুত্র শ্রদ্ধেয় প্রিয়দর্শী সেনের উজ্জ্বল উপস্থিতিতে। রবীন্দ্র সংগীতের মূর্ছনায় উদ্বেল মন নিয়ে সবাইকে নিয়ে হল চড়ুইভাতি।

বাংলাদেশকে হারিয়ে টেস্ট বিশ্বকাপের পয়েন্ট তালিকায় আরও উঠল ভারত

নিজস্ব প্রতিনিধি: চেন্নাইয়ে সাড়ে তিন দিনে শেষ হয়েছে খেলা। বাংলাদেশকে প্রথম টেস্টে ২৮০ রানে হারিয়েছে ভারত। এই জয়ের ফলে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট তালিকায় আরও উঠেছে ভারত। অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে ব্যবধান আরও বাড়িয়েছেন রোহিত শর্মারা।

বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট তালিকায় শীর্ষেই রয়েছে ভারত। ১০ ম্যাচ খেলে সাতটিতে জিতেছে তারা। হেরেছে দু'টি টেস্ট। একটি টেস্ট ড্র হয়েছে। রোহিতদের পয়েন্ট ৮৬। তাদের পয়েন্টের শতাংশ ৭১.৬৭। এই পয়েন্টের শতাংশের উপরেই নির্ভর করে কোন দুই দেশ ফাইনাল খেলবে।

দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে অস্ট্রেলিয়া। ১২টি টেস্টের মধ্যে আটটিতে জিতেছে তারা। তিনটি হেরেছে। একটি টেস্ট ড্র হয়েছে। প্যাট কামিন্সদের পয়েন্ট ৯০। তাঁদের পয়েন্টের শতাংশ ৬২.৫০। তিন নম্বরে নিউ জল্যান্ড। ছ'টি টেস্টের মধ্যে তারা তিনটি জিতেছে ও তিনটি হেরেছে। তাদের পয়েন্ট ৩৬। পয়েন্টের শতাংশ ৫০.০০।

টেস্ট বিশ্বকাপের তালিকায় চতুর্থ স্থানে রয়েছে শ্রীলঙ্কা। সাতটি টেস্টের মধ্যে তারা তিনটি জিতেছে ও চারটি হেরেছে। শ্রীলঙ্কার পয়েন্ট ৩৬।

পয়েন্টের শতাংশ ৪২.৮৬। পাঁচ নম্বরে ইংল্যান্ড। ১৬টি টেস্টের মধ্যে তারা আটটি জিতেছে, সাতটি হেরেছে ও একটি ড্র করেছে। ইংল্যান্ডের পয়েন্ট ৮১। পয়েন্টের শতাংশ ৪২.১৯।

ভারতের কাছে হারের পরে ষষ্ঠ স্থানে রয়েছে বাংলাদেশ। সাতটি টেস্টের মধ্যে তারা তিনটি জিতেছে ও চারটি হেরেছে। তাদের পয়েন্ট ৩৩। পয়েন্টের শতাংশ ৩৯.২৯। সাত নম্বরে থাকা দক্ষিণ আফ্রিকা ছ'টি টেস্টের মধ্যে দু'টি জিতেছে, তিনটি হেরেছে ও একটি ড্র করেছে। তাদের পয়েন্ট ২৮। পয়েন্টের শতাংশ ৩৮.৮৯।

আট নম্বরে রয়েছে পাকিস্তান। সাতটি টেস্টের মধ্যে তারা দু'টি জিতেছে ও পাঁচটি হেরেছে। তাদের পয়েন্ট ১৬। পাকিস্তানের পয়েন্টের শতাংশ ১৯.০৫। তালিকায় সকলের শেষে রয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ন'টি টেস্টের মধ্যে তারা একটি জিতেছে। ছ'টি টেস্ট হেরেছে। ড্র হয়েছে দু'টি টেস্ট। ওয়েস্ট ইন্ডিজরে পয়েন্ট ২০। তাদের পয়েন্টের শতাংশ ১৮.৫২।

দাবায় ইতিহাস, অলিম্পিয়াডে প্রথম বার জোড়া সোনা ভারতের, প্রজ্ঞাদের পরে জয় মহিলা দলের

নিজস্ব প্রতিনিধি: দু'বছর আগে দেশের মাটিতে পারেননি। ব্রোঞ্জ জিতেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল। কিন্তু হাঙ্গেরির বুদাপেস্টে ইতিহাস তৈরি করল ভারত। প্রথম বার ওপেন বিভাগে সোনা জিতল তারা। শেষ রাউন্ডে স্লোভেনিয়াকে হারিয়েছেন রমেশবাবু প্রজ্ঞানন্দ, ডি গুকেশরা। পুরো রাউন্ডের খেলা শেষ হওয়ার আগেই চ্যাম্পিয়ন হয়ে গিয়েছে ভারত। সোনা জিতেছে ভারতের মহিলা দলও।

স্লোভেনিয়ার বিরুদ্ধে শেষ রাউন্ডের আগে ভারতের পয়েন্ট ছিল ১০ রাউন্ডে ১৯। দ্বিতীয় স্থানে ১৭ পয়েন্ট নিয়ে ছিল চিন। শেষ রাউন্ডে আমেরিকার বিরুদ্ধে দু'টি খেলায় পয়েন্ট নষ্ট করে চিন। তখনই ভারতের সোনা প্রায় নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু অন্য দলের খেলার উপর নির্ভর করেনি ভারত। ভারতের গুকেশ, অর্জুন এরিগাইসি ও প্রজ্ঞানন্দ নিজেদের ম্যাচ জেতেন।

স্লোভেনিয়ার বিরুদ্ধে শুরুটা করেছিলেন বিশ্বের তিন নম্বর গুকেশ। ভ্লাদিমির ফেদোসিভের বিরুদ্ধে কালো ঘুঁটি নিয়ে খেলেন তিনি। তাতে অবশ্য সমস্যা হয়নি তাঁর। ভ্রাদিমির লড়াই করেও ভারতের ১৮ বছর বয়সি গুকেশকে হারাতে পারেননি। সামনেই বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য চিনের ডিং লিরেনের বিরুদ্ধে নামবেন গুকেশ। তার আগে দাবা অলিম্পিয়াডে সোনা গুকেশের আত্মবিশ্বাস অনেকটাই বাড়াবে।

দ্বিতীয় ম্যাচে নামেন অর্জুন। তিনিও কালো ঘুঁটি নিয়ে খেলেন। স্লোভেনিয়ার ইয়ান সুবেলিকে হারান

তিনি। এই দুই জয়ের পরে ভারতের সোনা নিশ্চিত হয়ে যায়। কিন্তু প্রজ্ঞানন্দ নিজের ম্যাচ হাল্কা ভাবে নেননি। তিনি অ্যান্টন ডেমচেঙ্কোকে হারান। এখনও একটি খেলা বাকি। বিদিত গুজরাতি সেই ম্যাচে খে লবেন। পুরো প্রতিযোগিতায় ২২ পয়েন্টের মধ্যে ২১ পয়েন্ট পেয়েছে ভারত। প্রতিযোগিতার প্রথম আট রাউন্ড জেতে ভারত। নবম রাউন্ডে গিয়ে উজবেকিস্তানের সঙ্গে ড্র করে তারা। দশম রাউন্ডে আবার আমেরিকাকে হারায় ভারত। শেষ রাউন্ডও জিতলেন গুকেশরা। অর্থাৎ, ১১ রাউন্ডের মধ্যে ১০ রাউন্ড জিতেছে ভারত। একটি রাউন্ড ড্র হয়েছে। এর আগে ২০১৪ ও ২০২২ সালে দাবা অলিম্পিয়াডে ব্রোঞ্জ জিতেছিল ভারত। এ বার এল সোনা।

দলের সঙ্গে বুদাপেস্টে রয়েছেন ভারতের দ্বিতীয় তথা বাংলার প্রথম গ্র্যান্ড মাস্টার দিব্যেন্দু বড়ুয়া। সেখানে বসেই আনন্দবাজার অনলাইনকে তিনি বললেন, ভারতীয় দাবায় সবচেয়ে বড় মুহূর্ত। এই মুহূর্তে যে আমি দলের সঙ্গে প্রতিনিধি হিসাবে আসতে পেরেছি তাতে আমি আরও খুশি। পুরো দল খুব ভাল খেলেছে। আমরা দাপট দেখিয়ে জিতেছি। বিশেষ করে গুকেশ ও প্রজ্ঞানন্দ অসাধারণ খেলেছে। ভারতীয় ফুটবলের সোনার সময় এ বার শুরু হল। পুরুষদের পরে ভারতের মহিলা দলও সোনা জিতেছে অলিম্পিয়াডে।

১০ নম্বর রাউন্ডে চিনকে হারিয়ে সোনার সামনে পৌঁছে গিয়েছিলেন আর বৈশালীরা। শেষ রাউন্ডে ভারতের সামনে ছিল আজেরবাইজান। তাদের ৩.৫-০.০৫ পয়েন্টে হারায় ভারত। ডি হরিকা, দিব্যা দেশমুখ ও বন্তিকা আগরওয়াল নিজেদের ম্যাচ জেতেন। ড্র করেন প্রজ্ঞানন্দের দিদি বৈশালী। চ্যাম্পিয়ন হয় ভারত। এই প্রথম বার ভারতের মহিলা দলও অলিম্পিয়াডে সোনা জিতল।

Government of West Bengal
Press Notice
e-Tender are hereby invited from bonafide experienced reliable contractor for supplying of ((i) Duckling (iii) Vermicom post vide **NIT No-01(e)RAD CC 2024-25/SC- DPAP (2nd Call); Dated- 20/09/2024.** For details pl visit: **www.wbtenders.gov.in;** Memo No-88/1(20); Dt 20/09/2024.
Sd/- R. Hansda
Assistant Director of Agriculture (Admn)
Soil Conservation, DPAP, Purulia

BOLPUR MUNICIPALITY
Bolpur, Birbhum
(1) WBMAD/ULB/ BM/PW/Own Fund/ NIT–27/2024-2025
Memo No:-1926/PWD/BM/2024-2025
Dated. 21.09.2024
Name of the Work:- (i) (Sl-1 to Sl-3) Construction of Cement Concrete Drain with RCC Slab Ward No.-08 (ii) Beautification of Road With Paver Block in Ward No.- 07 (iii) Extension of Central Processing Unit (C.P.U.) (iv) Construction of PCC drain in Ward No.- 10 (v) Construction of Roof Shed at Cycle Stand of Municipal Office (vi) Construction of Cement Concrete Road in Ward No.- 02 (vii) Construction of Boundary Wall at Sudhamoy Primary School in Ward No.- 07 (viii) Construction of Kamar Sona Pukur ghat in Ward No.-18 (ix) construction of pukur ghat Madhu pukurpurba par at suripara in ward no-20 under Bolpur Municipality. Last Date of Submission **01.10.2024**. For details see Bolpur Municipality Notice Board & Website:- **www.bolpurmunicipality.org, www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Chairman
Bolpur Municipality

TENDER NOTICE
Tender is invited through offline Bid System with The vide **NIeT No: -**
NGP/01/2024-25,
NGP/02/2024-25,
NGP/03/2024-25,
NGP/04/2024-25 And
NGP/05/2024-25 on
Dated: -20/09/2024,
***The Last date for submission of Bids **01/10/2024 upto 02.00 P.M.**
For details, please visit the website:
htpp://wbtenders.gov.in
Sd/-, Prodhan
Nurpur Gram Panchayat

NIT No.SFDC/MD/ NIT- 10(e)/2024-25
SFDC Ltd. Invites tender from the bonafide and resourceful contractors having experience for the work 'Construction of 50 MT, 70 MT & 100 MT Fish Feed Go-down at Alampore & UNDP Fisheries Project, Purba Medinipur'. Last date of (online) bid submission on **21/10/2024 at 4.00 p.m.** and date of opening technical bid on **23/10 /2024 at 4.00 p.m.**
For details, please visit our website www.wbsfdcltd.com or https://wbtenders.gov.in.

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/357/24-25 Dated 20.09.2024	Construction of U.C. Ballah Pilling With Pavement Road at Bangalpara Near Hakkani Mazjid & Earth Filling Work At Various Places Of Ward No-33, Under Rajpur Sonarpur Municipality	Rs. 4,68,018.00

Bid Submission end date: **30.09.2024 at 11-00 hrs.**
For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in
Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

আমার দেশ/আমার দুনিয়া

সেনা জওয়ানদের ট্রেনে বিস্ফোরণের ষড়যন্ত্র চালকের সতর্কতায় বানচাল

ভোপাল, ২২ সেপ্টেম্বর: এবার মধ্যপ্রদেশে সেনা জওয়ানদের ট্রেনে বিস্ফোরণ ঘটানোর ষড়যন্ত্র হলেও, চালকের সতর্কতায় বানচাল হয়েছে।

জানা গিয়েছে, গত ১৮ সেপ্টেম্বর জম্মু ও কাশ্মীর থেকে কর্নাটক যাচ্ছিল সেনাবাহিনীর স্পেশাল ট্রেন। যাত্রাপথে দুপুর ১.৪৮ নাগাদ মধ্যপ্রদেশের নেপানগর বিধানসভা এলাকার সাগফাতা স্টেশনে ঘটে এই দুর্ঘটনা। যেখানে অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীরা ডিটোনেটরের সাহায্যে ট্রেনে বিস্ফোরণ ঘটানোর চেষ্টা করে। রেললাইনে ফেলে রাখা ডিটোনেটরের উপর থেকে ট্রেন যাওয়ার সময় জোরদার বিস্ফোরণ ঘটে। এই পরই ট্রেন থামিয়ে দেন চালক। যার জেরে বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পায় দেশের সেনা জওয়ানদের নিয়ে যাওয়ার জন্য স্পেশাল ট্রেনটি।

জানা গিয়েছে, দুর্ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে পরবর্তী স্টেশন মাস্টারকে ঘটনার কথা জানান ট্রেন চালক। সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে পৌঁছন পুলিশ ও রেল আধিকারিকরা। পাশাপাশি বড়সড় এই ষড়যন্ত্রের তদন্তে নামে এটিএস ও এনআইএ। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, রেল লাইনের উপর ১০টি ডিটোনেটর লাগানো হয়েছিল। ব্যাপক বিস্ফোরণ ক্ষমতাসম্পন্ন এই সব ডিটোনেটর সাধারণত খনিতে ব্যবহার করা হয়। যেহেতু ট্রেনটি সেনার স্পেশাল ট্রেন ফলে এই মামলার তদন্তে গোপনীয়তা বজায় চাইছেন তদন্তকারীরা।

উল্লেখ্য, চলতি মাসের ৮ তারিখ রাজস্থানের আজমেঢ় রেল স্টেশনের কাছে একটি মালগাড়িকে লাইনচ্যুত করানোর চেষ্টা করা হয়। ওয়েস্টার্ন ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডরের ওপর দুটি সিমেন্টের চাঁই ফেলে রাখা হয়েছিল। এর পর উত্তরপ্রদেশের কানপুরের কাছে কালিন্দী এক্সপ্রেস লাইনচ্যুত করার চেষ্টা হয়েছিল বলে অভিযোগ। রেল লাইনের ওপর ফেলে রাখা হয়েছিল একটি গ্যাস সিলিন্ডার। পর পর এই ধরনের ঘটনায় দেশের রেল প্রতিমন্ত্রী রবনীত সিং বিট্টু রেল দুর্ঘটনা নিয়ে ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত দেন।

স্বর্ণমন্দিরে পুলিশের বন্দুক ছিনিয়ে নিজেকে গুলিতে মৃত যুবক, আতঙ্ক

অমৃতসর, ২২ সেপ্টেম্বর: শিখ সম্প্রদায়ের পবিত্র ধর্মস্থান অমৃতসরের স্বর্ণমন্দিরে রবিবার সকালে পুলিশের বন্দুক ছিনিয়ে নিয়ে নিজেকে গুলি করলেন এক যুবক। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় যুবকের। সাত সকালে স্বর্ণমন্দিরে গুলির আওয়াজ শুনে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন পুণ্যার্থীরা। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

জানা গিয়েছে, অন্যান্য দিনের মতো রবিবার সকালে পুণ্যার্থীদের যাতায়াত তখন সবে শুরু হয়েছে স্বর্ণমন্দিরে। নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে নিয়ে সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন এক ভিভিআইপি অতিথি। হঠাৎ সকলকে অবাক করে সেই ভিভিআইপির নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা পুলিশকর্মীর পিস্তল ছিলিয়ে নেন এক যুবক। এর পর কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই নিজের মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে গুলি চালিয়ে দেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে রক্তে ভেসে যায় স্বর্ণমন্দির চত্বর। তড়িঘড়ি যুবককে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনার খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় পুলিশ। মৃতদেহ পাঠানো হয় ময়নাতদন্তে। তবে কেন ওই যুবক আত্মহত্যা করলেন, তা এখনও জানা যায়নি। ওই যুবক ভিনদেশি বলে প্রাথমিক ভাবে তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, 'আমরা মৃত যুবকের পরিচয় জানার চেষ্টা করছি। স্বর্ণমন্দিরের প্রবেশদ্বারের ঠিক সামনে এই দুর্ঘটনা ঘটে। এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খ তিয়ে দেখা হচ্ছে।'

স্কুলে যৌন হেনস্থার অভিযোগ, দ্রুত পদক্ষেপের নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

ভোপাল, ২২ সেপ্টেম্বর: ভোপালের বেশ কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে একের পর এক যৌন হেনস্থার অভিযোগ প্রকাশ্যে এসেছে গত চার দিনে। আর এই ঘটনাকে ঘিরেই অভিভাবক এবং শহরাবাসীর মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে। প্রশ্ন উঠছে, স্কুলগুলিও তা হলে নিরাপদ নয়? পর পর কয়েকটি ঘটনা নিয়ে যখন শোরগোল পড়ে গিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব দ্রুত তদন্ত করে পদক্ষেপ করার নির্দেশ দিয়েছেন প্রশাসনকে। তিনি আরও জানিয়েছেন, বিশেষ আদালতে বিচারের ব্যবস্থা করে অভিযুক্তদের শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে।

স্থানীয় সূত্রে খবর, দু'দিন আগে শহরের একটি বেসরকারি স্কুলে এক কিশোরের যৌন হেনস্থার অভিযোগ উঠেছে রসায়ন শিক্ষকের বিরুদ্ধে। এমনকি ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে কিশোরকে শাসানোর অভিযোগও উঠেছে। এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই শিক্ষকের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়। তার পরই তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। শনিবার এক ছাত্রীকে যৌন হেনস্থার অভিযোগ উঠেছে স্কুলেরই গাড়িচালকের বিরুদ্ধে।

আরও একটি ঘটনায় শহরেরই অন্য একটি বেসরকারি স্কুলে এক পড়ুয়ার যৌন হেনস্থার অভিযোগ ওঠে স্কুলেরই এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে। অভিযুক্ত শিক্ষককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। শহরে গত কয়েক দিন ধরে কয়েকটি স্কুলে পড়ুয়াদের সঙ্গে এ রকম ঘটনায় ক্ষোভ তৈরি হয়েছে বিভিন্ন মহলে।

BERABERI GRAM PANCHAYAT
Habra II Panchayat Samiti, North 24 Parganas
E-Tender
Nit No 570/BGP/15thFC/2024
Date: 20/09/24
1. Tender ID 2024_ZPHD_755355_1 **2.** Tender ID 2024_ZPHD_755355_2 **3.** Tender ID 2024_ZPHD_755355_3 **4.** Tender ID 2024_ZPHD_755355_4 **5.** Tender ID 2024_ZPHD_755355_5
Nit No 571/BGP/15thFC/2024
Date: 20/09/24
1. Tender ID 2024_ZPHD_755396_1 **2.** Tender ID 2024_ZPHD_755396_2 **3.** Tender ID 2024_ZPHD_755396_3 **4.** Tender ID 2024_ZPHD_755396_4
Nit No 572/BGP/5thSFC/2024
Date: 20/09/24
1. Tender ID 2024_ZPHD_755429_1 **2.** Tender ID 2024_ZPHD_755429_2 **3.** Tender ID 2024_ZPHD_755429_3. Bid submission Date **21/09/2024** to **28/09/2024.** Bid submission end Date **28/09/2024 Time 11.30AM.** Bid Opening date **30/09/2024.**
Sd/- **Prodhan**
Beraberi Gram Panchyat

GOBARDANGA MUNICIPALITY
NOTICE INVITING E-TENDER
Memo: 531/GM/NIT/GREEN CITY MISSION/24-25, Dated: 19/09/2024
Tender No. WBMAD/ULB/GOBAR/NIT-05(e)/24-25, DT:-19/09/2024
The e-tender has hereby invited by the Chairman, Gobardanga Municipality. Name of the work: (1) Supply, Fitting and Fixing of 45W LED Street Light In existing poles at different locations of Gobardanga Municipality Area. Last date of submission of Bid on **03/10/2024**.For details Visit: **https://wbtenders.gov.in.**
Sd/-
Chairman
GOBARDANGA MUNICIPALITY

NIT NO-18/SB/EN/2024-2025, Memo No-2142/1(55)/EN/SB, Date -19/09/2024. Name of Work: As mentioned in the NIT Column No. 2 (Name of the work) Date of Publishing - 19/09/2024 From 18:00 hours on **https://wbtenders.gov.in**. Period and time for download of bidding documents: **From- 19/09/2024 18:00 hours To- 27/09/2024 14:00 hours.** Period and time of submission Bids: **From- 19/09/2024 18:00 hours To-27/09/2024 14:00 hours.**
Date for opening Technical Bid/Bids: **29/09/2024**. For more details visit **https://wbtenders.gov.in** or contact with office of the undersign.
Sd/- Block Development Officer
Sagardighi Development Block,
Sagardighi, Murshidabad

NIT NO-17/SB/EN/2024-2025, Memo No-2111/1(55)/EN/SB, Date -17/09/2024. & **NIT NO -13/SB/EN/2024-2025(2nd Call),** Memo No-2112/1(55)/EN/SB, Date -17/09/2024. Name of Work: As mentioned in the NIT Column No. 2 (Name of the work) Date of Publishing - 17/09/2024 From 18:00 hours on **https://wbtenders.gov.in** .Period and time for download of bidding documents: **From- 17/09/2024 18:00 hours To- 25/09/2024 14:00 hours.** Period and time of submission Bids: **From- 17/09/2024 18:00 hours To-25/09/2024 14:00 hours.** Date for opening Technical Bid/Bids: **27/09/2024.** For more details visit **https://wbtenders.gov.in** or contact with office of the undersign.
Sd/- Block Development Officer
Sagardighi Development Block, Sagardighi, Murshidabad

শ্রীলঙ্কার নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন বামপন্থী নেতা অনুরাকুমার দিশানায়েকা

কলম্বো, ২২ সেপ্টেম্বর: দুই রাউন্ডের হাড্ডাহাড্ডি ভোটগণনা। টানটান উত্তেজনার পরে অবশেষে নির্বাচিত হলেন শ্রীলঙ্কার নতুন প্রেসিডেন্ট। দ্বীপরাষ্ট্রের ইতিহাসে প্রথমবার প্রেসিডেন্টের কুর্সিতে বসতে চলেছেন কোনও বামপন্থী নেতা। রবিবার বিকেলে শ্রীলঙ্কার নির্বাচন কমিশন জানিয়ে দিয়েছে, রনিল বিক্রমাসিংহেকে হারিয়ে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন অনুরাকুমার দিশানায়েকা। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, ভারত বা চিন দুই দেশের ঘনিষ্ঠ নেতাদেরই বাতিল করে দিয়েছে শ্রীলঙ্কার আমজনতা। ধুঁকতে থাকা অর্থনীতির বেহাল দশা থেকে দেশকে টেনে তুলতে তাঁদের ভরসা বামপন্থী দিশানায়েকের উপর।

শ্রীলঙ্কার বামপন্থী দল ন্যাশনাল পিপলস পাওয়ারের নেতা দিশানায়েকা প্রথম থেকেই এগিয়ে ছিলেন ভোটগণনায়। ৫২ শতাংশ ভোট পেয়ে এগিয়ে যান তিনি। কিন্তু বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই এই বিরাট ব্যবধান তাঁর হাতছাড়া হয়। লড়াইয়ে উঠে আসেন বিক্রমাসিংহে। প্রথম রাউন্ডের পরে দেখা যায়, কোনও প্রার্থীই ৫০ শতাংশ ভোট পাননি। ফলে শুরু হয় দ্বিতীয় রাউন্ডের গণনা। ইতিহাসে প্রথমবার দ্বিতীয় রাউন্ডে যায় শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের গণনা। শেষ পর্যন্ত ৪২.৩১ শতাংশ ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছেন দিশানায়েকা। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন বর্তমান বিরোধী দলনেতা সাজিথ প্রেমদাসা। অনেকটা ব্যবধানে পিছিয়ে থেকে তৃতীয় হয়েছেন রনিল বিক্রমাসিংহে। চতুর্থ স্থান পাওয়া

গোতাবায়া রাজাপক্ষে কার্যত মুছে গিয়েছেন নির্বাচন থেকে। জানা গিয়েছে, সোমবারই শপথ নেবেন শ্রীলঙ্কার সদ্যনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট। উল্লেখ্য, ২০২২ আর্থিক সংকটে জেরবার হওয়ার পরে এটাই শ্রীলঙ্কার প্রথম নির্বাচন ছিল।

চলতি বছরের শুরুতেই ভারত সফরে এসেছিলেন দিশানায়েকা। বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর এবং জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালের সঙ্গে বৈঠকও করেন। তবে নানা ক্ষেত্রে ভারতের সঙ্গে সহযোগিতার বার্তা দিলেও অতীতে একাধিকবার ভারত বিরোধিতার নিদর্শন রেখেছে দিশানায়েকার দল। ভারত সফরের পরে শ্রীলঙ্কা ফিরে গিয়েও তিনি সাফ জানিয়েছিলেন, দলের অবস্থানগত পরিবর্তন হবে না। অর্থাৎ দ্বীপরাষ্ট্রের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে যথেষ্ট চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বে নয়াদিল্লি। অন্যদিকে, নির্বাচনী প্রচারেই দিশানায়েকা সাফ জানিয়ে দিয়েছিলেন যে চিনের প্রতি 'বশ্যতা' স্বীকার করতেও তাঁরা মোটেই রাজি নন।

BOLPUR MUNICIPALITY
Bolpur, Birbhum
(1) WBMAD/ULB/ BM/PW/DEVELPOMENT GRANT/NIT– 04(2nd Call)/2024-2025
Memo No:-1922/PWD/BM/2024-2025,
Dated. 21-09-2024
Name of the Work:- 1) Repairing of Cement Concrete road with Mastic Asphalt ward no- 03 (ii) Construction of Concrete road Ward No-03 under Bolpur Municipality.
2) WBMAD/ULB/ BM/PW/DEVELPOMENT GRANT/NIT– 05(2nd Call)/2024-2025
Memo No:-1923/PWD/BM/2024-2025
Dated. 21.09.2024
Name of the Work:- (i) Repairing of Cement Concrete road with Mastic Asphalt ward no- 08 (ii) Construction of Cement concrete Road ward no-09 (iii) Repairing of Cement Concrete road with Mastic Asphalt in ward no-09 under Bolpur Municipality.
3) WBMAD/ULB/ BM/PW/DEVELPOMENT GRANT/NIT– 07(2nd Call)/2024-2025
Memo No:-1924/PWD/BM/2024-2025
Dated. 21.09.2024
Name of the Work:- Improvement of Cement Concrete Road by mastic Asphalt in ward no-14 under Bolpur municipality
(4) WBMAD/ULB/ BM/PW/DEVELPOMENT GRANT/NIT– 09(2nd Call)/2024-2025
Memo No:-1925/PWD/BM/2024-2025
Dated. 21.09.2024
Name of the Work:- Construction of Cement concrete Road in ward no-01 under Bolpur municipality. **Last Date of Submission 18.10.2024.** For details see Bolpur Municipality Notice Board & Website:- **www.bolpurmunicipality.org, www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Chairman
Bolpur Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/352/24-25 Dated 20.09.2024	Construction of Bats Consolidation Road at Natunpally Main Road in Ward No- 15 within Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 14,32,463.00
WBMAD/ULB/ RSM/353/24-25 Dated 20.09.2024	Estimate For Repairing Of Pot- Holes From Hindusthan Road To Garia Station Road Via Katha Appartment, Canal Side Road From N.s.c Bose Road To K.b.roy Garden, P.k.ghosh Memorial To Opposite Sahid Khudiram Metro Station & N.s.c.bose Road From Garia Bridge To Sitala Mandir In Ward No.- 29,under Rajpur-Sonarpur Municipality	Rs. 11,34,327.00
WBMAD/ULB/ RSM/354/24-25 Dated 20.09.2024	Estimate For Repairing Of Pot- Holes From Bhuter Bari To Jagriti Sangha, Lebutala To Bidhan Chandra School Via Bhuter Bari & Lebutala To Kamalgazi More In Ward No.- 31 Under Rajpur-sonarpur Municipality	Rs. 11,56,999.00
WBMAD/ULB/ RSM/355/24-25 Dated 20.09.2024	Construction of Concrete Road At Rania, From Beleghata More To 1st H/O Sadhan Mistry Road In Ward No-35 Under Rajpur Sonarpur Municipality	Rs. 14,44,345.00
WBMAD/ULB/ RSM/356/24-25 Dated 20.09.2024	Construction of Concrete Road At Rania, From Culvert To 1st 30'0" Road In Ward No-35 Under Rajpur Sonarpur Municipality	Rs. 13,66,339.00
WBMAD/ULB/ RSM/358/24-25 Dated 20.09.2024	Repairing & Renovation Of Black Top Road At Bishnu Mandir,Lakepally,Pailanpara,In ward No-33 Of Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.12,37,215.00
WBMAD/ULB/ RSM/359/24-25 Dated 20.09.2024	Patch up work for Road at Ghosh Builders (Sukanta Pally)Sukantapally party Office, Sreepur School,Banipara Club, Rudra Bekary, Jana mangal Club,Kabiguru Play Ground,in Ward No-32.	Rs. 16,22,048.00

Bid Submission end date: **19.10.2024 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

আসছে মা সাজছে বাংলা

রীতি আর শুদ্ধাচারে পটেশ্বরী পূজিত হন বর্ধমানের রাজবাড়িতে

শুভাশিস বিশ্বাস

গত কয়েক বছর দুর্গাপুজোয় পূর্ব বর্ধমানের বিভিন্ন বারোয়ারি পুজো কমিটি নানা ধরনের থিম তৈরি করে আক্ষরিক অর্থেই তাক লাগিয়ে দিয়েছে। ফলে পুজোর কয়েকটা দিন দর্শনার্থীদের একটা বিরাট অংশকে পূর্ব বর্ধমানমুখি হতেও দেখা যে যায়নি তা নয়। এবছরও তার ব্যতিক্রম ঘটবে না ঠিকই তবে পূর্ব বর্ধমানের পুজো বলতে যে পুজোর কথা সবার আগে বলতে হবে, তা হল বর্ধমান রাজবাড়ির পুজো। তবে পূর্ব বর্ধমানে এসে রাজবাড়ির পুজো মণ্ডপে পা না দিয়ে চলে গেলে পুজোর আনন্দ উপভোগ করাটাই মাটি তা নিশ্চিত ভাবেই বলা যায়। আর এই পুজো না দেখলে বর্ধমান পূর্বের পুজো যে দেখেছন তাও আপনি কোনওভাবেই দাবি করতে পারবেন না। কারণ, এ পুজোর পরতে পরতে জড়িয়ে রয়েছে ইতিহাস। অনেকে এও মনে করেন, এই রাজবাড়ির পুজো না দেখলে পুজো দেখাই হয় না। দর্শনার্থীদের বিরাট এক অংশ এই পুজোকে ঘিরে ভোগেন এক অদ্ভুত নস্ট্যালজিয়াতেও।

এক সময় লোকজন-পাইক-বরকন্দাজে গমগম করত এই রাজবাড়ি। বাহিরমহল-অন্দরমহলে ভিড় জমাতেন নানা লোকজন। স্বাভাবিক ভাবেই থিল তুমুল এক ব্যস্ততা। আর এই ব্যস্ততা হাজারো গুণে বেড়ে যেতো এই দুর্গাপুজোকে ঘিরে। পাশাপাশি রাজবাড়িতে তখন এতো মানুষের ভিড় যে তিলধারণেরও জায়গা থাকত না। আর এই রাজবাড়ির পুজোর একটা অদ্ভুত ইতিহাসও রয়েছে।

বাংলায় অধিকাংশ দুর্গাপুজোই হয় চারদিন ধরে। কিন্তু বর্ধমান রাজবাড়ির এই পুজো হয় দশদিন ধরে। মহালয়ার পরদিন প্রতিপদ থেকেই শুরু হয়ে যায় বর্ধমান রাজবাড়ির দুর্গাপুজো। প্রাচীন আমল থেকেই এই রীতি চলে আসছে। এখনে প্রতিমা নয়, পটে পূজিতা হন দেবী দুর্গা। এটাও বর্ধমান রাজবাড়ির পুজোর বিশেষত্ব। এই ট্র্যাডিশন এখনও চলছে।

বর্ধমানের এই রাজবাড়ির পুজোর ইতিহাস খুঁজতে গেলে দেখা যায়, একসময়

বর্ধমান রাজবাড়ির পুজোর জাঁকজমক আর তার জৌলুস ছিল নজরকাড়া। তবে কালের নিয়মে সেসব আজ অতীত। রাজাও নেই, রাজবাড়িও সে অর্থে ভগ্নপ্রায়। রাজবাড়ির নাট মন্দিরও ভগ্নপ্রায়। পলেস্তারা খসে পড়েছে, বেরিয়ে পড়ছে ইট। রাজবাড়ি ভেঙে পড়লেও যা এখনও বেঁচে আছে তা হল পুজোকে ঘিরে নানা রীতি আর নিয়ম। আর এই সব রীতি মেনে শুদ্ধাচারে আজও পুজো পান পটেশ্বরী দুর্গা।

কথিত আছে, বর্ধমানের মহারাজার হাতেই তৈরি হয়েছিল লক্ষ্মীনারায়ণ জিউ-এর এই মন্দির। বর্ধমানের মাটিতে কান পাতলে এও শোনা যায়, এই মন্দির প্রতিষ্ঠা হওয়ার আগে পাশের একটি মন্দিরে দেবী পূজিতা হতেন। পরে মহারাজ মহাতাব চাঁদ এই মন্দির তৈরি করেন। মন্দিরের সামনেই নাটমন্দির। পুরনো আমলে এই পুজোর সময়ে এই পুজো দেখতে নানা জায়গা থেকে ভিড় জমাতেন বহু মানুষ। দামোদর পেরিয়ে আসতেন অনেকেই। পায়ে হেঁটে-গরুর গাড়িতে করে আসতেন বহু মানুষ। যার ফলে পুজোর এই কয়েকটা দিন মেলা প্রাঙ্গনের চেহারা নিত বর্ধমানের রাজবাড়ি। বহু মানুষের জমায়েত এই পুজো উপলক্ষে হলেও রাজ পরিবারের মহিলারা কখওনই কারও সামনে আসতেন না। রাজবাড়ি থেকে মন্দিরে আসার জন্য তাঁদের জন্য গোপন রাস্তা ছিল। মন্দিরের দোতলায় একটি জায়গা করা ছিল যেখানে বলে রাজপরিবারের মহিলারা পুজো দেখতেন। আর এমনভাবে তাঁদের আবৃত করা থাকতো যে বাইরের লোকেরা তাঁদের কোনও ভাবেই দেখতেও পেতেন না। এককথায় তাঁরা ছিলেন পর্দানসীন।

কথিত রয়েছে, আজ থেকে প্রায় সাড়ে তিনশো বছর আগে এই পটেশ্বরী দুর্গাপুজো শুরু করেন বর্ধমানের তৎকালীন মহারাজ মহাতাব চাঁদ। দেবী দুর্গা এখানে শালকাঠের কাঠামোর উপর প্রতিষ্ঠিত। কাঠের কাঠামোর উপর নানা রং দিয়ে নিপুণ তুলির টানে তৈরি হয় দশভুজার একচালার পট। এখানে একমাত্র গণেশ ছাড়া দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক এবং অসুরের মুখের ছবি এমন ভাবে আঁকা আছে যেখানে শুধুমাত্র একটি চোখ দেখা যায়। মা দুর্গার বাহন সিংহের জায়গায় আঁকা আছে ঘোড়ার ছবি। ১২ বছর অন্তর একবার রঙ করা হয় পটেশ্বরী দুর্গার। একসময় এখানে বলি প্রথা ছিল। তবে কোনও প্রাণী বলি দেওয়া হতো না। রাজাদের আমলে বলি দেওয়া হতো সুপারি। এখন অবশ্য কোনও বলি হয় না। আর নবমীর দিন হয় নবকুমারী পুজো। এর পাশাপাশি দশদিন ধরে গুজরাটি সম্পদায়ের মানুষজন এসে নাটমন্দিরে ডাণ্ডিয়া নৃত্য প্রদর্শন করেন। সেই রীতি এখনও চালু আছে। কিন্তু নাট মন্দিরের ভগ্নদশার কারণে মূল মন্দির প্রাঙ্গনে হয় ডাণ্ডিয়া নাচ। পুজোর ভোগ প্রসাদেও আছে বিশেষ বৈশিষ্ট্য, অষ্টমী ও নবমীর দিন ছোলা,হালুয়া, পুরীর ভোগ দেওয়া হয়। ফলে বর্ধমানের পুজোর ইতিহাস জানতে হলে রাজবাড়ির পুজোও না দেখলে কিন্তু নয়।

দীপঙ্কর গোস্বামী

মল্লিকবাড়ির বড়কর্তা নাকি ভয়ংকর এক স্বপ্ন দেখেছিলেন কয়েকদিন আগে রাতে। তাই আতঙ্কে দফায় দফায় আলোচনায় বসেছিলেন মল্লিকবাড়ির মাতব্বররা। আলোচনার বিষয়টি হল, দুর্গাপুজোর আয়োজন মল্লিকবাড়িতে এবছর আদৌ হবে কি হবে না। স্বপ্ন সত্যি হলে চারদিকে যা পরিবেশ পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে, সেক্ষেত্রে পুজোর আয়োজনের ঝুঁকি নেওয়া কতটা যুক্তিসঙ্গত হবে চিন্তায় ফেলে দিয়েছে তাঁদের। একবার সিদ্ধান্ত হয়, পুজো হবে না। আবার কয়েকদিন পর সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার জন্য বসা হয়। সাতপুরুষের চারশ বছরের পুরোনো পুজো বলে কথা! আজ পর্যন্ত পারিবারিক বা সামাজিক কোনও ঝড়ঝাপটাতে তা বন্ধ হয়নি। ফলে মনের কোণায় সকলের অস্বস্তি কাজ করছিল পুজো বন্ধ রাখতে। শেষমেষ টালবাহানা করতে করতে পুজোর ঠিক কুড়ি দিন আগে পাকা সিদ্ধান্ত হল, পুজো হবেই। যা হয় হোক। তবে সঙ্গে এটাও ঘোষণা হল, পুজোর আড়ম্বর কমবে।

বাড়ির বড়দের চূড়ান্ত রায় দানে ছোটরা আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল। বাড়ির মেয়ে, বউরা ব্যস্ত হয়ে পড়ল নাটমন্দিরের ঝাড়পোঁছ করতে। বিদেশে থাকা বাড়ির সদস্যরা ঘরে ফেরার টানে ঝপাঝপ কেটে ফেলল প্লেনের টিকিট। কিন্তু সমস্যা হল প্রতিমা গড়ার শিল্পীকে নিয়ে। বাঁধাধরা শিল্পী চৈতন্য পাল প্রতিবার পুজোর দেড় মাস আগে মেদিনীপুর থেকে চলে আসেন প্রতিমা গড়তে। এখন খবর দিয়ে তাঁকে আনতে আরও দু-পাঁচ দিন চলে গেলে পনেরো দিনে কী করে তিনি মূর্তি গড়বেন কে জানে! সময় থাকতে তিনি অনেকবার ফোন করে তাগাদা দিয়েছিলেন। তখন তাঁকে জানানো হয়েছিল, এবারে এবাড়ির পুজো অনিশ্চিত। সম্ভবত হচ্ছে না। পুজো যদি না হয়, মূর্তির প্রয়োজন থাকে না। চৈতন্য পালও তাই হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন।

এখন সিদ্ধান্ত হওয়ার পর তাঁকে ফোনে ধরে জোর তলব করা হল। কিন্তু জানা গেল, তিনি এখানে কাজ না পেয়ে দিন পনেরো আগে ভুবনেশ্বরে চলে গেছেন মূর্তি গড়ার বরাত পেয়ে। শুনে সবার মাথায় হাত! বাড়ির চণ্ডীমণ্ডপেই গড়ে তোলা মূর্তি ছাড়া বাইরে থেকে কিনে আনা মূর্তি দিয়ে কখনও মল্লিকবাড়ির পুজো হয় না। তাহলে কী হবে? স্থানীয় মৃৎশিল্পীদের কাছে ছুটে যাওয়া হল বাড়িতে এসে প্রতিমা গড়ে দেওয়ার প্রস্তাব নিয়ে। তাঁরা সবাই ব্যস্ত। কেউ রাজি হলেন না। অগত্যা চৈতন্যকে আবার ফোন করা হল কিছু একটা উপায় বের করতে। সব শুনে তিনি বললেন, ‘এবছর উচ্চ-মাধ্যমিক পাস করা আমার বড় ছেলেকে পাঠিয়ে দিতে পারি আপনারা গাড়ি পাঠালে। ও আমার কাছে কিছুটা প্রতিমা গড়ার তালিম নিয়েছে। সেক্ষেত্রে অবশ্য আপনাদের বাড়ির কোনও ছেলেকেও হাত লাগাতে হবে ওকে সাহায্য করার জন্য।’

পাশে দাঁড়িয়ে ফোনালাপ শুনে এগারো ক্লাসে পড়া মল্লিকবাড়ির বড়কর্তার নাতি যিশু বলে উঠল, ‘নো প্রবলেম দাদু। ওকে নিয়ে এসো। আমি হেল্প করব।’ এছাড়া কোনও উপায় ছিল না। কী আর করা? নিয়ে আসা হল চৈতন্য পালের ছেলে নিতাই পালকে। চণ্ডীমণ্ডপের ভিতরে মণ্ডপগৃহের বেদির সামনেটা ঘিরে ফেলা হল ত্রিপলে। ষষ্ঠীর আগে দেবি দর্শন করা যাবে না। মল্লিকবাড়ির প্রথা। সেইহেতু খোলা হবে না ত্রিপল সেই পর্যন্ত। দেখা যাবে না প্রতিমা নির্মাণের কর্মকাণ্ড। নিতাই ও যিশু আবরণের আড়ালে লেগে পড়ল তাদের কাজে।

যুদ্ধকালীন ব্যস্ততায় প্রতিমা গড়ার কাজ চলছে। মাঝে মাঝে খোঁজ নিচ্ছেন চৈতন্য পাল। মল্লিকবাড়ির কর্তারাও নিতাই ও যিশুকে দ্রুততার সঙ্গে হাত চালাতে দিচ্ছেন তাড়া। দিন ছাড়াও গভীর রাত পর্যন্ত চলছে ওদের কর্মকাণ্ড। ওরা সমানে অভয় দিয়ে যাচ্ছে সকলকে। শিল্পীদের আশ্বাস পেয়ে এবং শেষ অবধি পুজো যে হচ্ছে মল্লিকবাড়িতে এতেই খুশি গোটা বাড়ি।

পুজোর দিন যত এগিয়ে আসছে, প্রবাসী একেক দল ঢুকছে বাড়িতে। চেঁচামিচি, হুল্লোড়, হইচইয়ের সীমা নেই। বাচ্চারা বাড়ি জুড়ে করছে ছোটাছুটি। দিদিমা, ঠাকুমা, মা, মাসি, পিসি, মামি, কাকি, জেঠিমারা নাড়ু, মোয়া, সন্দেশ গড়ায় দিয়েছেন হাত। দাদু, ঠাকুর্দারা দাবা খেলছেন। ক্যারামবোর্ড ঘিরে বসেছে কিশোরকিশোরীর দল। বউদিরা হাত পাকাচ্ছেন আলপনার মৌলিক নকশা আঁকার সন্ধানে। এরই মাঝে বাবা, কাকা, মামা, জ্যাঠারা বার বার মনে করিয়ে দিচ্ছেন বড়কর্তার দেখা স্বপ্নের পরিপ্রেক্ষিতে আগাম সতর্কতামূলক সাবধানতাগুলো মেনে চলার কথা।

এসব দেখা বা শোনার সময় নেই যিশুর। ইচ্ছে হলেও ফুরসত নেই কারও সঙ্গে গল্প করার। সে নিরলসভাবে কখনও নিতাইয়ের অ্যাসিস্ট্যান্ট হচ্ছে। কখনও হচ্ছে গাইড। কখনও আবার সহযোদ্ধা। দিনে দিনে দুজনে হয়ে উঠেছে দাদা ও ভাইয়ের মতো দুই বন্ধু।

শরতের শিশির যত ঝরছে, শিউলিতলায় বিছিয়ে থাকছে তত ফুল। পুকুরও ছেয়ে যাচ্ছে পদ্মে। মাঠে মাঠে বাড়ছে কাশফুলের শুভ্র শোভা। আর দেখতে দেখতে চণ্ডীমণ্ডপের বাইরেটাও উঠছে সেজে। ডেকরেটার্স প্রথমে বেঁধে গেল মেরাপ। ক্রমে কাপড়ের সজ্জায় সেখানে ফুটে উঠল প্যান্ডেল। চলে এল ঢাকি। কাঠি নেচে উঠল বোল তুলে ঢাকে। নতুন জামা, কাপড়, শাড়ি, প্যান্ট, জুতো যে যার মতো শুরু করল কেনাকাটা। বাদ গেল না প্রসাধন সামগ্রীও। যা বের করা হবে আনন্দের দিনগুলোতে।

মহালয়ার দুদিন পর প্রতিমা নির্মাণ সমাপ্ত হলে পুরো মূর্তিটি নতুন কাপড়ে ঢেকে রেখে নামিয়ে দেওয়া হল সামনের ত্রিপল। মূর্তির উপরে চাঁদোয়া টাঙিয়ে রঙিন ফুলের মালা ও শিকল দিয়ে সাজানো হল চারপাশ। বাহারি এল-ই-ডি লাইটেরও হল ব্যবস্থা। ষষ্ঠীর সাতসকালে চলে এলেন পুরোহিতমশাই। তিনি এসে পুজোর আসনে বসলে, নিতাই ও যিশু আবরণ উন্মোচন করল মূর্তির। নীচে স্টিকারে জ্বলজ্বল করতে থাকল, শিল্পী: নিতাই পাল ও যিশু মল্লিক।

প্রতিমার রূপ দেখে ধুন্ধুমার বাঁধিয়ে দিলেন পুরোহিত। বললেন, ‘একী! এটা কী?’

‘কেন? দুর্গা প্রতিমা।’ সমস্বরে উত্তর দিল নিতাই ও যিশু।

‘মায়ের হাতে ওগুলো কী? একটাও অস্ত্র নেই! ত্রিশূল কোথায়? অসুর কোথায়? লক্ষ্মী, কার্তিক, গণেশ, সরস্বতীর হাতেই বা কী?’

পুরোহিতের চিৎকারে বাড়ির সবাই ছুটে এলেন। প্রতিমা দেখে বড়কর্তা নিতাইকে প্রশ্ন করলেন, ‘তোর বাবা কি তোকে এমন মূর্তি গড়া শিখিয়েছে?’

‘না।’

‘চৈতন্য জানে তুই এসব করছিস?’

‘শেষটা বাবা জানে না। অসুর গড়া এবং মূর্তিগুলোর হাতে অস্ত্র দেওয়ার আগে পর্যন্ত জানে।’

‘তাহলে এমন গড়লি যে?’

অসহায় নিতাই ভয়ে ভয়ে যিশুর দিকে তাকাল। বলল, ‘যিশু ভাইয়ের কথায় গড়েছি। বাবাকে এসব বলতে ভাই মানা করেছিল। আমি তো আগে কখনও বাবার সঙ্গে এখানে আসিনি। আপনাদের আগের মূর্তি তাই দেখিনি। বাবা বলেছিল, বাবুরা যেমন বলবে তেমন করবি। ভেবেছিলাম আপনাদের ইচ্ছে মতো যিশুভাই এমন করতে বলছে। এখানে হয়তো এমন হয়।’

নিতাইকে থামিয়ে যিশু এবার সোচ্চার হয়ে উঠল, ‘আরে ঠাকুরমশাই, ভুলটা হয়েছে কী? দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ, সিংহ, প্যাঁচা, হাঁস, ময়ূর, ইঁদুর, সাপ সবই তো আছে। দুর্গার হাতও আছে দশটা। হাতে অস্ত্র আছে এবং সঙ্গে অসুরও আছে। আপনার সমস্যা কোথায়?’

‘এটা অসুর হল? ওগুলো অস্ত্র?’

‘আচ্ছা বুঝলাম। আপনি বলুন তো, দুর্গা মাকে আমরা ডাকি কেন?’

‘মঙ্গলের জন্য। আসুরিক শক্তি পরাভূত করে তিনি সকলের দুর্গতি নাশ করেন।’

‘রাইট। আপনি স্নান করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পোশাক পরেন কেন?’

‘পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকলে রোগজীবাণুর হাত থেকে শরীর রক্ষা পায় এবং মন শুদ্ধ, পবিত্র থাকে।’

‘ঠিক বলেছেন। এখন বোঝার চেষ্টা করুন, সৃষ্টির অনিষ্ট যে করে, তাকে বলা হয় অসুর। দাদু ভয়ংকর এক জীবণুকে সারা পৃথিবীর মানুষকে আক্রমণ করে মৃত্যুমুখে ঠেলে দিতে স্বপ্ন দেখেছেন। সুতরাং, স্বপ্নে দেখা সেই জীবাণু এক মহাপ্রতাপশালী অসুর। মহিষাসুরকে মা দুর্গা অনেক আগেই বধ করে দিয়েছেন। কিন্তু ওই জীবাণুর মতো অসুর লোকচক্ষুর আড়ালে এখনও অনেক যথেচ্ছ ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারা আজও বধ হয়নি। এই

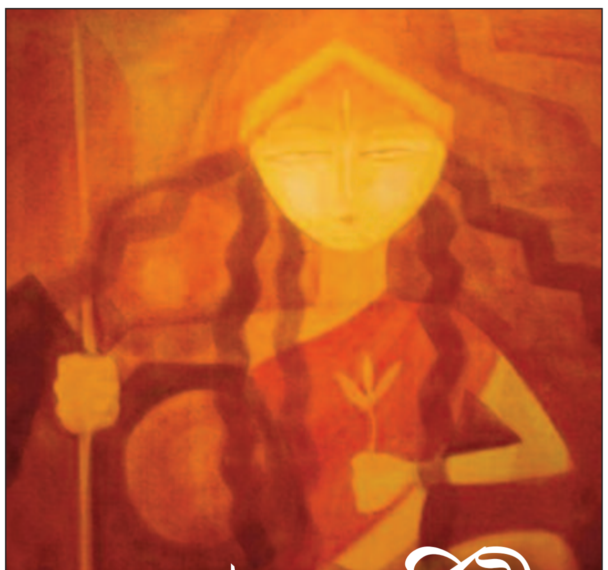

নতুনাসুরমর্দিনী

দুর্গতি নাশের জন্য আমরা জীবাণুসুরমর্দিনী মূর্তি গড়েছি। মূর্তিটিকে বলতে পারেন নতুনাসুরমর্দিনীও। কেননা, দাদুর নতুন জীবাণুকে নিয়ে দেখা ভয়ংকর স্বপ্নের জন্যই এই মূর্তি গড়া। প্রতিমার পায়ের নীচে আছে অসুররূপী দাদুর স্বপ্নে দেখা সেই ভয়ংকর জীবাণু। প্রতিমার দশ হাত, পা এবং শরীরে দিয়েছি অসুরকে বধ করার সমস্তরকম অস্ত্র ও বর্ম। যেমন; গ্লাভস, মাস্ক, স্যানিটাইজার, ফেস-শিল্ড, গগলস, পিপিই, পালস-অক্সিমিটার, থার্মাল গান, হেড ও শ্যু কভার এবং ত্রিশূলের জায়গায় তিনটি ফলার মতো সুচ বিশিষ্ট ত্রিশূলাকৃতির বড় ভ্যাকসিন দেওয়ার সিরিঞ্জ! কার্তিকের কাছে আছে তির-ধনুকের স্টাইলে তাক করা স্যানিটাইজার স্প্রেয়ার। গণেশের হাতে গদাকৃতি আরোগ্যসেতুর মতো অ্যাপধারী যন্ত্র। লক্ষ্মীর কাঁখে ধরা ঝাঁপিসদৃশ ওষুধভরা গার্গেল পাত্র। আর সরস্বতীর হাতে অতিমারি থেকে বাঁচবার নিয়মাবলি লেখা প্রচার পুস্তিকা ও বীণার মতো এন্টিজেন টেস্ট কিট।’

‘এমন দুর্গা আমি কোনোদিন দেখিনি! এর পূজার মন্ত্র কী হবে? কী আবাহন করব আমি?’

‘দুর্গা, লক্ষ্মী, কার্তিক, গণেশ, সরস্বতী, তাঁদের বাহনাদি ও অস্ত্রসমূহ ইত্যাদি যাঁদের বা যাঁকে যেমন আবাহন করেন তেমনভাবেই আবাহন করবেন। অসুবিধা কোথায়? বড় ও দীর্ঘ যেসব মন্ত্র দেবি দুর্গার জন্য নির্দিষ্ট, পূজায় সেসব ঠিকঠাকই থাকবে এখানে। বাদবাকি অন্যদের জন্য নির্দিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রগুলো ছোট ছোট এবং সংখ্যায় অল্প। আপনি সেই মন্ত্রগুলো এই মূর্তির মতো পরিবর্তন করে নিয়ে পুজোয় বলবেন। আমি আপনার সমস্যাটা বুঝতে পারছি না।’ ‘অল্প ও ছোট মন্ত্রগুলোও নিখুঁত পূজার অঙ্গ। আমি তোমাকে ঠিক বোঝাতে পারছি না। দেবদেবি নিয়ে মন্ত্র একই থাকবে মানলাম। অসুরকে নিয়ে কী মন্ত্র বলব আমি?’ ‘আপনি সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। আপনার হাতেই আছে এর অতি সহজ সমাধান। এতদিন যদি বলে থাকেন — ওঁ মহিষাসুরায় নমঃ; এবার বরং আরও বেশি প্রকার অর্থাৎ দু-তিনভাবে সেই মন্ত্র বলতে পারবেন।’

‘কীভাবে?’

‘মহিষের রূপ থেকে অসুর বেরিয়ে আসার জন্য মহিষাসুরের ওই মন্ত্র ওভাবে বলা হয়। অতএব, জীবাণুর রূপ থেকে অসুর বেরিয়ে আসার জন্য এক্ষেত্রে অনুরূপে মন্ত্র উচ্চারণ করতে পারেন — ওঁ জীবাণুসুরায় নমঃ। আবার আপনার দ্বিতীয় বিকল্পও আছে। অন্যথায় উচ্চারণ করতে পারেন মন্ত্র; ওঁ স্বপ্নদ্রষ্টস্য ভয়ংকরায় জীবাণুসুরায় নমঃ বা ওঁ নতুনাসুরায় নমঃ।’

‘অদ্ভুত! এভাবে মন্ত্র?’

‘কেন নয়?’

‘ত্রিশূলের জন্য পূজার মন্ত্র কী হবে?’

‘জীবাণুসুরকে ত্রিশূল দিয়ে মারা যাবে না। এই অসুরের আণুবীক্ষণিক ছদ্মবেশ। যেকারণে ত্রিশূলের পরিবর্তে প্রয়োজন হয়েছে ভ্যাকসিনসহ সিরিঞ্জ রাখার। আমরা সেটাই প্রতিমার হাতে দিয়ে তাঁর জীবাণুসুরমর্দিনী রূপ দান করেছি। এখানে ওঁ ত্রিশূলায় নমঃ না বলে, আমরা বলতে পারি; ওঁ ত্রিশূলরূপেণ ভ্যাকসিনস্য সিরিঞ্জায় নমঃ।’

‘সংস্কৃত মন্ত্রে ইংরেজি শব্দ আসবে কেন?’

‘তাহলে বলুন; ওঁ ত্রিশূলরূপেণ প্রতিষেধকস্য যন্ত্রায় নমঃ।’

যিশুর যুক্তি ও তার অভিনব পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যা শুনে দমে গেলেন পুরোহিত। মনে মনে বুঝে গেলেন, তাঁকে মন্ত্র তৈরি করতে করতে পুজো করতে হবে। কখনও প্রয়োজনে পুজো করতে করতেও তৈরি করতে হবে মন্ত্র।

বড়কর্তা চোখ গোল গোল করে এতক্ষণ বিস্ময়ে তাকিয়ে ছিলেন নাতির দিকে। পুরোহিত দ্বৈপায়ন চাটুজ্যে চুপ করে গেলে জানতে চাইলেন, ‘সিরিঞ্জে তিনটে সুচ কেন যিশু?’

‘দাদু, জীবাণু দমনে আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত এবং স্বীকৃত পৃথিবীর তিনটি সেরা কার্যকরী ভ্যাকসিনকে স্মরণ করা হয়েছে এখানে। তাই ত্রিশূলের ত্রি-শক্তি এবং তোমার স্বপ্নে দেখা পৃথিবীর আশু বিপদের সম্ভাবনার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে আমরা দেখাতে চেয়েছি দেবি তিনটি ভ্যাকসিন দিয়েই ওকে ত্রিশূলের মতো আঘাত করছেন সিরিঞ্জ ফুটিয়ে। কোনোভাবেই যেন অসুররূপী জীবাণু নিস্তার না পায়।’

‘সাবাশ!’ হুংকার দিয়ে উঠলেন দাদু। সঙ্গে সঙ্গে পুরোহিতের নড়ে উঠল ঘণ্টা। ঢাকিও বাজিয়ে দিল ড্যাডাং ড্যাডাং ড্যাং। চারদিকে রটে গেল, মল্লিকবাড়িতে এবার নতুনাসুরমর্দিনী মূর্তি হয়েছে।

ব্যাপারটা জেনে পুলিশের কপালে ভাঁজ পড়ে গেল! এবছরে থিম পুজোর খরায় মানুষ যদি মল্লিকবাড়িমুখো হয়, কী করে ভিড় সামলাবেন তাঁরা? তড়িঘড়ি মল্লিকবাড়ির সামনে বসল পুলিশ পিকেট।

TAPSIL JATI ADIBASI PRAKTAN SAINIK KRISHI BIKASH SHILPA KENDRA
Implementing the Vision of Viksit Bharat
APPROVED ORGANISATION BY
GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF RURAL AFFAIRS

In Association With

PRESENTS

NARSINGHA একদিন রূপশ্রী বাংলা
দশভুজা শারদ সম্মান ২০২৪

Co-Sponsor
MAKEMI SMART TODAY

EKDIN Puja Registration Form
(Please fill the form in Capital Letter)

1. Name of Puja Committee & Address:……………………………………………………
……………………………………………………………………………………
2. Name of the President: ……………………… Mobile: ………………
3. Name of the Secretary: ……………………… Mobile: ………………
4. Name of the Other Contact Persons: ……………… Mobile:………………
5. (a) Puja: Theme or Traditional (Tick one) :
(b) Puja theme & Artist: ……………………………………………………
6. Puja Budget: ……………………………………………………………
7. Any Social activities done between last One Year:…………………………

Terms & Conditions: *(i) All Judgments will be selected by online system. (ii) Puja Committee should display Banner (6ft x 4ft) in prominent position in puja pandels. (iii) After 100 puja selection committee We will add one person's mobile no. to our whatsApp group. Puja Committee will send 2 minutes video on puja theme. (iv) Only Kolkata & Salt Lake Baroari Puja will come under the jurisdiction of the competition. (v) Last date of submission of application is 28/09/2024. (vi) Entries which are completed in all respect shall be eligible for the competitions. (vii) The event officials' decisions must be granted.*

We agree to abide by the terms & Conditions.

Date & Place:

Signature on behalf of
Puja Committee with Seal

Form Submission Centre: 'PHOENIX', 6/16A, Podder Nagar, Kol-700068, Near South City Mall. 'EKDIN' 1, Old Court House Corner, Tobacco House, 3rd Floor, Room No. 306, Kolkata-700001 || Contact: 8420444073, 8697722990

Digital Partner: বাংলা বলছে
Event Organiser: wide angle
Event Management: PHOENIX Panacea For Your Brand
Sales & Planning Partner: Lime Light
PR PARTNER: LIVERAGE ENTERPRISES